পুরুলিয়ায়
গীতাঞ্জলি
ফরেস্ট রিট্রিট
পাহাড় আর সবুজের মাঝে এক অপরূপ ডেস্টিনেশন

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 29, Issue No.: 299 Saturday, 28 September, 2024 ❋ ২৯ বর্ষ, ২৯৯ সংখ্যা ❋ ১১ আশ্বিন ১৪৩১, শনিবার, ২৮ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ ❋ আজ ৮ পাতা ❋ মূল্য- ৩ টাকা

নারী নিরাপত্তায় 'রাত্তিরের সাথী' প্রকল্পে প্রাক্তন পুলিশ কর্তারা

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৭ সেপ্টেম্বরঃ আরজি কর কাণ্ডে তিলোত্তমা এখনও সঠিক বিচার পায়নি। সুপ্রিম কোর্টে চলছে এই মামলার শুনানি। জুনিয়র ডাক্তারদের সাত দফা দাবির মধ্যে কয়েকটি দাবি মানা হলেও এখনও বাকী রয়েছে বেশ কিছু দাবি। জুনিয়র চিকিৎসকদের মধ্যে অন্যতম প্রধান দাবি হল নিরাপত্তা বিষয়। এই বিষয়টি সমস্ত কিছুর আগে নজর দেওয়া দরকার। সেই কারণে যে কোনও পেশাতেই যুক্ত থাকা কর্মস্থলে সমস্ত মহিলাদের নিরাপত্তার দিক জোর দিতে এক মাস আগেই ১৭ দফা পদক্ষেপের ঘোষণা করা হয়েছিল নবান্নের তরফে। এই তালিকায় মধ্যে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ছিল 'রাত্তিরের সাথী-হেল্পার অ্যাট নাইট' চালুর বিষয়ে আনুষ্ঠানিক ভাবে সরকারি বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হল। কারণ বিভিন্ন হাসপাতালে নারী নিরাপত্তা নিয়েই উঠছিল বহু প্রশ্ন। গতকালই নবান্নে বৈঠক করে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়েছেন, প্রাথমিক ভাবে কলকাতা পুলিশের এলাকার ছ'টি সরকারি হাসপাতালকে এর আওতায় আনা হয়েছে। রাজ্যপালের অনুমতিক্রমে কলকাতা পুলিশের এলাকার চারটি সরকারি হাসপাতাল একটি সুপার স্পেশ্যালিটি হাসপাতাল এবং একটি জেলা হাসপাতালে কর্তব্যরত নিরাপত্তাকর্মীদের মধ্যে পর্যবেক্ষণ, নজরদারি ও সমন্বয় গড়ে তুলতে এই কর্মসূচি চালু করা হয়েছে। প্রতিটি হাসপাতালের দায়িত্বে থাকবেন এক জন অবসরপ্রাপ্ত পুলিশ অফিসার। সম্প্রতি নবান্নে তরফ থেকে একটি নির্দেশিকা জারি করে জানানো হয়েছে, গত দু'বছরের মধ্যে অবসর নেওয়া

পুলিশ ইনস্পেক্টর থেকে এসপি। অবসর নিলেও যাঁরা এখনও কর্মঠ রয়েছেন তাঁরা শারীরিক ভাবে সমস্ত কাজে সক্ষম তাঁদেরেকেই এবং হাসপাতালগুলির নিরাপত্তার তদারকির কাজে নেওয়া হয়েছে। এই তালিকায় রয়েছে, সেনা অফিসার, নৌবাহিনীর অফিসার ছাড়াও বায়ুসেনার অফিসাররাও। রাত্তিরের সাথী এই প্রকল্পে প্রথম দফায় শহরের ছ'টি হাসপাতালে চালু নিরাপত্তার দিক দেখা হবে। অনেকের মনে প্রশ্ন রয়েছে যে, এই অ্যাপে কী রয়েছে। সেই বিষয় নিয়ে সরকারের তরফ থেকে জানা গিয়েছে, রাজ্য সরকারের উদ্যোগে তৈরি রাত্রি সাথী একটি মোবাইল অ্যাপ। বিপজ্জনক পরিস্থিতিতে পড়লে তৎক্ষণাৎ সাহায্যের জন্য এই অ্যাপ সহায়ক হবে মহিলাদের। রাতে যে সকল মহিলারা ডিউটি করেন তাঁদের সুরক্ষার জন্য এই অ্যাপ তৈরি করা হয়েছে। এর মাধ্যমে মহিলারা যোগাযোগ করতে পারবেন পুলিশ কর্মী এবং নিরাপত্তারক্ষীদের।

চাপ বাড়ছে চিনের
নিরাপত্তা পরিষদে স্থায়ী সদস্য হতে চলেছে ভারত

দুরন্ত বার্তা প্রতিবেদন

রাষ্ট্রপুঞ্জের নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী সদস্য হতে আরও একধাপ এগোল ভারত। আমেরিকা, ফ্রান্সের পর পর এবার স্থায়ী সদস্যপদের জন্য ভারতকে সমর্থন করল ব্রিটেন। রাষ্ট্রসঙ্ঘের সাধারন সভায় বক্তৃতা রাখার সময় ভারতকে সমর্থনের কথা ঘোষণা করেন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী কিয়ের স্টার্মার। তিনি বলেন, ''বর্তমানে নিরাপত্তা পরিষদ সম্প্রসারনের সময় এসে গিয়েছে। বিশ্বের প্রতিটি অঞ্চলের প্রতিনিধিত্ব অত্যন্ত প্রয়োজন। যেমন এশিয়া থেকে ভারত, জাপান, জার্মান ও ব্রাজিলের স্থায়ী সদস্য রূপে নিরাপত্তা পরিষদে যোগদান প্রয়োজন। নতুন দেশগুলির সংযোজন নিরাপত্তা পরিষদের অচলাবস্থাকে কাটাতে সাহায্যে করবে।'' সম্প্রতি মার্কিন সফরে ভারতকে নিরাপত্তা পরিষদে স্থায়ী সদস্য হতে জোর সওয়াল করেছে মার্কিন প্রেসিডেন্ট। তারপর ফ্রান্সের ইমান্যুয়েল ম্যাক্রনের তরফেও একই কথআ জানানো

কাটাতেই পরিষদের সম্প্রসারনের আগ্রহী পশ্চিমী দেশগুলি। আর বেশিদিন ভেটো দিয়ে ভারতকে আটকাতে পারবে না বেজিং। তাই সেই কারণেই চিন্তা বাড়ছে চিনের। তবে ভারতের প্রচেষ্টা আগামীতে কতদূর সফল হয় সেদিকে তাকিয়ে রয়েছে কূটনৈতিক মহল। উল্লেখ্য, ইউক্রেন ইস্যুতে ভারতের রাশিকে সমর্থন নিয়ে নয়াদিল্লির সঙ্গে কিছুটা মতানৈক্য হয়েছিল প্যারিসের। সেই কারণে গতবছর নয়াদিল্লিতে অনুষ্ঠিত জি-২০ সম্মেলনে প্রথমে যোগ দিতে চায়নি ফ্রান্স। ভারতের দীর্ঘদিন সামরিক সহযোগী ফ্রান্স। কিন্তু সেই সময় দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কে টানাপোড়েন হওয়ায় ভারতের সমরাস্ত্রের বরাত হাতছাড়া হয় প্যারিসের। আর সেই সুযোগে ভারতের কাছে নিজেদের ঝাঁপি খুলে বসে আমেরিকা। ইজরায়েলের দিকে ঝোঁকে নয়াদিল্লি। কিন্তু বছর ঘুরতেই এবার ভারতের শরনাপন্ন ফ্রান্স। এদিকে আমেরিকার থেকে অস্ত্র পাওয়ার আশায় যখন হাপিত্যেশ করে বসে নয়াদিল্লি, তখনই পাশে এসে দাঁড়াল ফ্রান্স। ভারতকে

মতানৈক্য কাটিয়ে ফের ভারতের কাছাকাছি ফ্রান্স, বিপুল অস্ত্রের অফার প্যারিসের

হয়। আর তারপর দুই বন্ধু দেশের কথা মতোই ভারতের হয়ে জোর সওয়াল করে ব্রিটেন। তবে এই প্রথম নয় নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী সদস্য হতে দীর্ঘদিন ধরে চেষ্টা করে আসছে নয়াদিল্লি। কিন্তু অধিকাংশ দেশ সমর্থন জানালেও একমাত্র চিনের ভেটোর কারণেই আটকে যাচ্ছে ভারতের অংশগ্রহণ। কারণ নিয়ম অনুযায়ী পাঁচটি দেশ আমেরিকা, রাশিয়া, ব্রিটেন, ফ্রান্স ও চিন রয়েছে। এছাড়াও অস্থায়ী সদস্য হিসেবে রয়েছে ১০টি দেশ। এক্ষেত্রে কোনও ইস্যুতে সিদ্ধান্ত নেওয়ার হলে ১৫টি দেশের মধ্যে নয়টি দেশের সমর্থন প্রয়োজন। তবে কোনও একটি দেশ ভেটো অর্থাৎ আপত্তি জানালে সেই বিষয়টির বাস্তবায়ন বা কার্যকর হয়না। ভারতের ক্ষেত্রেও এমনটাই হয়ে এসেছে। বর্তমানে ইউক্রেন যুদ্ধে রাশিয়াকে কোনঠাসা করেছে আমেরিকাসহ পশ্চিমী দেশগুলি। তাইওয়ান ইস্যুতে বিরোধ বাড়ছে চিনের সঙ্গে। ফলে স্বাভাবিকভাবেই নিরাপত্তা পরিষদে এমন অবস্থায় রাশিয়া-চিনের ভেটোতে অচলায়তন তৈরি হয়েছে। সেই সমস্য

হাতিয়ার বিক্রির পাশাপাশি ১০০ শতাংশ প্রযুক্তি হস্তান্তরের প্রস্তাব দিয়েছে ইমানুয়েল ম্যাক্রনের দেশ। চলতি বছরেই নয়াদিল্লির সঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ প্রতিরক্ষা চুক্তি সেরে ফেলতে চাইছে ফরাসি প্রশাসন। যা চূড়ান্ত রূপ পেলে তিন ধরনের হাতিয়ার পাবে ভারতীয় ফৌজ। সেগুলি হল, পরমাণু ডুবোজাহাজ (নিউক্লিয়ার অ্যাটাক সাবমেরিন), জলের নীচের ড্রোন এবং যুদ্ধবিমানের ১১০ কিলো নিউটন থ্রাস্টের ইঞ্জিন। সম্প্রতি নিস নৌঘাঁটিতে মহড়া চলাকালীন জলের নীচের ড্রোন ব্যবহার করে সারা দুনিয়াকে রীতিমতো তাক লাগিয়ে দেয় ফরাসি ফৌজ। বর্তমানে বিশ্বের খুব কম দেশের হাতে রয়েছে এই 'আন্ডারওয়াটার ড্রোন'। শত্রুর উপর নজরদারি ও চুপিসারে হামলা, দু'টি কাজেই এগুলিকে ব্যবহার করা যায়। সাউথ ব্লক সূত্রে খবর, আগামী ৩০ সেপ্টেম্বর ফ্রান্সের সঙ্গে এবিষয়ে আলোচনা করতে প্যারিস যাচ্ছেন জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা অজিত ডোভাল। সেখানে অস্ত্র চুক্তির পাশাপাশি রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ বন্ধেও আলোচনা হবে দু-দেশের মধ্যে।

'অনুব্রতর সঙ্গে তুলনা টানবেন না', জামিন চেয়ে আদালতে নয়া যুক্তি পার্থর আইনজীবীর

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৭ সেপ্টেম্বরঃ পার্থ চট্টোপাধ্যায় সহ ৭ জনের জামিন মামলার শুনানিতে তৃণমূল নেতা অনুব্রত মণ্ডলের রাজনীতিতে ফেরা নিয়ে প্রশ্ন উঠে গেল। গরু পাচার মামলায় জামিন পেয়ে সদ্যই বাড়ি ফিরেছেন অনুব্রত। যদিও তাঁর সঙ্গে নিজের মক্কেলের তুলনা টানতে চাননি পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের আইনজীবী। তিনি জামিন চেয়ে অন্য যুক্তি দিয়েছেন। কিন্তু শুক্রবারও এই মামলায় জামিন হয়নি পার্থর। এখনও অপেক্ষা করতে হবে তাঁকে। এদিন এই সংক্রান্ত মামলার শুনানিতে বিচারপতি অপূর্ব সিনহা মন্তব্য করেন, ''সুপ্রিম কোর্ট থেকে একজন জামিন পেয়েছেন বীরভূমে। তিনি তো আবার দলে যোগ দিয়েছেন। জামিন পাওয়ার পরেও পার্থ চট্টোপাধ্যায়ও যোগ দিতে পারেন।'' কিন্তু এর পাল্টা পার্থর আইনজীবী মিলন মুখোপাধ্যায় বলেন, ''অনুব্রত মণ্ডলের সঙ্গে পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের তুলনা করবেন না। অনুব্রত বিধায়ক নয়। একজন রিমোট কন্ট্রোলার। গোটা বীরভূম কন্ট্রোল করেন।'' কিন্তু তাঁর মক্কেল এখন দলেও নেই, প্রভাবশালীও নন। তাহলে জামিনে বাধা কেন, প্রশ্ন তাঁর। শুক্রবার নিয়োগ দুর্নীতি ইস্যুতে পার্থ ছাড়াও সুবীরেশ

ভট্টাচার্য, শান্তিপ্রসাদ সিংহ, অপূর্ব সাহাদের মামলার শুনানি ছিল। পার্থ চট্টোপাধ্যায়কে নিয়ে সিবিআই বরাবর দাবি করে এসেছে, তিনি প্রভাবশালী। জামিন পেলে মামলার তদন্তকে প্রভাবিত করতে পারেন। সাক্ষীদের প্রভাবিত করে প্রমাণ নষ্টও করতে পারেন। কিন্তু শুক্রবারের শুনানিতে পার্থর আইনজীবী স্পষ্ট বলেন, তিনি এখন মন্ত্রী নন। কোনও রাজনৈতিক প্রভাবশালী নেতাও তাঁর পাশে নেই। তাই তাঁকে 'প্রভাবশালী' বলা যায় না আর। আদালত অবশ্য এখনই এই যুক্তি মানতে রাজি নয়। বরং নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, আগামী ১ অক্টোবরের মধ্যে সিবিআইকে তাদের বক্তব্য লিখিতভাবে জমা দিতে হবে মামলায় যুক্ত সব পক্ষকে। ৩ অক্টোবর এই মামলার পরবর্তী শুনানি।

ভারতে সেমিকন্ডাক্টর বিপ্লবে নেতৃত্ব দেবে কলকাতা

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৭ সেপ্টেম্বরঃ পশ্চিমবঙ্গে হবে সেমিকন্ডাক্টর প্ল্যান্ট। কয়েকদিন আগে আমেরিকা সফরে গিয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক বৈঠক করেন। তারপরই প্রধানমন্ত্রী দফতরের তরফে কলকাতায় সেমিকন্ডাক্টর প্ল্যান্টের কথা ঘোষণা করা হয়। বাংলায় সেমিকন্ডাক্টর প্ল্যান্ট তৈরির পিছনে রাজ্যের নিরলস চেষ্টা রয়েছে বলে এবার উল্লেখ করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। একইসঙ্গে এক্স হ্যান্ডলে তিনি লিখলেন, ভারতে সেমিকন্ডাক্টর বিপ্লবে নেতৃত্ব দেবে কলকাতা। রাজ্য সরকারের নিরলস চেষ্টার উল্লেখ করে শুক্রবার এক্স হ্যান্ডলে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আরও লেখেন, 'রাজ্যে নতুন প্রযুক্তি ও বিনিয়োগ আনার জন্য নিরলস চেষ্টা

এক্স হ্যান্ডেলে লিখলেন মমতা

করেছে পশ্চিমবঙ্গ সরকার। তার ফলেই আমেরিকা থেকে বিনিয়োগের প্রস্তাব নিশ্চিত হয়েছে। রাজ্যের দক্ষতা ও ক্ষমতাই প্রকাশ পেয়েছে।' তিনি আরও লেখেন, 'আমাদের বিশ্ববাংলার আকাঙ্ক্ষা পূরণ হচ্ছে। জাতীয় নিরাপত্তার ক্ষেত্রে দারুণ কার্যকর হয়ে উঠতে পারে এই সেমিকন্ডাক্টর পরিষেবা। গতকাল কেন্দ্রীয় সরকার যে টুইট করেছে তাতে এই কথাকেই সমর্থন করা হয়েছে।' আমেরিকা সরকার ও কর্পোরেট জগতের কাছে তাঁরা কৃতজ্ঞ বলে লিখেছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। টুইটের শেষে তিনি উল্লেখ করেন, বিশ্ব মানচিত্রে বাংলা আবার তার ছাপ ফেলবে। গতকাল আমেরিকার কনসাল জেনারেলের সঙ্গে বৈঠক করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। সেই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন মুখ্যসচিব মনোজ পন্থ এবং মুখ্যমন্ত্রীর মুখ্য উপদেষ্টা আলাপন বন্দ্যোপাধ্যায়। ওই বৈঠক শেষে মুখ্যমন্ত্রী জানান, সেমিকন্ডাক্টর প্ল্যান্টের জন্য জমি তৈরি করে রেখেছে রাজ্য সরকার। সেমিকন্ডাক্টর ক্ষেত্রে প্রচুর চাকরি হবে বলেও মন্তব্য করেন তিনি।

পুজোর আগে বড় সুখবর দিল এসএসসি, ৯ বছর পর স্বস্তি চাকরি প্রার্থীদের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৭ সেপ্টেম্বরঃ নিয়োগের জন্য দীর্ঘ প্রায় ৯ বছর ধরে প্রতীক্ষায় ছিলেন চাকরিপ্রার্থীরা। অবশেষে সেই অপেক্ষার অবসান হতে চলেছে। হাইকোর্টের নির্দেশে ইতিমধ্যেই কেটেছে নিয়োগ জট। আর এবার শুরু হচ্ছে নিয়োগ প্রক্রিয়া। সম্প্রতি উচ্চ প্রাথমিকের মেধাতালিকা প্রকাশ করেছে স্কুল সার্ভিস কমিশন। আর এবার প্রকাশ করা হল বিজ্ঞপ্তি। শুক্রবার এসএসসি-র তরফে প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, ৩ অক্টোবর থেকে শুরু হচ্ছে কাউন্সেলিং। আদালতের নির্দেশেই হচ্ছে পুরো প্রক্রিয়া। ১৪ হাজারের বেশি শূন্যপদে নিয়োগ হবে। তবে কাউন্সেলিং হবে ধাপে ধাপে। কোন দিন, কোন বিষয়ের কতজন প্রার্থীকে কাউন্সেলিং-এর জন্য ডাকা হয়েছে, তা উল্লেখ করা হয়েছে ওই বিজ্ঞপ্তিতে। ৩ ও ৪ অক্টোবরের পর আবার কাউন্সেলিং হবে পুজোর পর। ২৪, ২৫, ২৮ ও ২৯ অক্টোবর হবে কাউন্সেলিং। বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, আগামী ১ অক্টোবর কমিশনের ওয়েবসাইট থেকে ডাউনলোড করা যাবে কাউন্সেলিং-এর ইন্টিমেশন লেটার। ২০১৫ সাল থেকে এই নিয়োগ প্রক্রিয়া আটকে আছে। অর্থাৎ প্রায় ৯ বছর পর এই পরিস্থিতি চাকরির আশা দেখছেন প্রার্থীরা। হাইকোর্ট রায় দেওয়া পর নিয়োগে আর কোনও বাধা ছিল না। কিন্তু এই মামলা পৌঁছে যায় শীর্ষ আদালতে। ডিভিশন বেঞ্চের নির্দেশ অনুসারে আগামী ২১ নভেম্বরের মধ্যেই ১৪,০৫২ জন প্রার্থীর নিয়োগে চাকরি সুনিশ্চিত করতে হবে। কমিশনের ঘোষণা অনুযায়ী, শূন্যপদের সংখ্যা ১৪,৩৩৯।

শুনানি পিছিয়ে যাওয়ায় হতাশ, ফের দু'টি কর্মসূচির ঘোষণা করল জুনিয়র চিকিৎসকরা

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৭ সেপ্টেম্বরঃ ২৭ সেপ্টেম্বর সুপ্রিম কোর্টে আরজি কর মামলার শুনানি হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু তা পিছিয়ে যাওয়ায় তাঁরা যে কিছুটা হতাশ, সেকথা গণ কনভেনশন মঞ্চে জানিয়ে দিলেন আন্দোলনকারীরা সঙ্গে এও বললেন, নির্যাতিতার বিচার না হওয়া পর্যন্ত আন্দোলন জারি থাকবে। কীভাবে? তারই অঙ্গ হিসেবে এদিনের মঞ্চ থেকে দুটি কর্মসূচির কথাও ঘোষণা করলেন জুনিয়র চিকিৎসকরা। বললেন, ''সামনে পুজো, মানুষ উৎসবে যোগ দিতেই পারে। আমরা কাউকে বাধা দেব না। তবে আমাদের এবারে উসবে ফেরার মতো মানসিকতা নেই।'' সেই সঙ্গে জানালেন আগামী ২৯ সেপ্টেম্বর এবং ২ অক্টোবর বিচারের দাবিতে দুটি কর্মসূচি নিয়ে পথে নামবেন তাঁরা। ২ অক্টোবর গান্ধী জয়ন্তীতেই এবারে মহালয়া। সেদিন শহরে মহা মিছিলের পর ধর্মতলায় সমাবেশ করেন জুনিয়র চিকিৎসকরা। সম্ভবত, ওই সমাবেশের সমর্থনেই ২৯ সেপ্টেম্বর শহরে হবে আরও একটি মিছিল। গত ৯ আগস্ট আরজি করের সেমিনার হল থেকে ডাক্তারি ছাত্রীর রক্তাক্ত দেহ উদ্ধার হয়। কর্মস্থলে খুন-ধর্ষণের প্রতিবাদে সেদিন থেকেই ধর্না অবস্থানে বসেছিলেন জুনিয়র চিকিৎসকরা। এমনকী সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশের পরও পরিস্থিতির বদল ঘটেনি। ধর্নাস্থলে গিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। কালীঘাটে মুখ্যমন্ত্রীর বাড়িতে বৈঠকও হয়েছিল। সেখানে ডাক্তারদের দাবি মেনে একাধিক সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন তিনি। তবে কর্মবিরতি তোলার কথা থাকলেও তোলেননি ডাক্তাররা। বরং প্রতিটি মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে টাস্ক ফোর্স গঠন, সুরক্ষা ও নিরাপত্তা সংক্রান্ত বাকি বিষয়গুলি পূরণের দাবিতে ফের নবান্নে চিঠি দিয়েছিলেন আন্দোলনকারীরা। সেই দাবি মেনে বুজুনিয়র ডাক্তারদের সঙ্গে নবান্নে বৈঠক করেন মুখ্যসচিব মনোজ পন্থ। হাসপাতালের সুরক্ষায় নবান্নের তরফে স্বাস্থ্য দফতরের উদ্দেশে একটি বিশেষ নির্দেশিকাও জারি করা হয়। যাতে আন্দোলনকারীদের বেশিরভাগ দাবি পূরণের কথা বলা হয়। এরপরই গত শনিবার আন্দোলন প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত নেন জুনিয়র চিকিৎসকরা। সেদিনই তাঁরা জানিয়েছিলেন, ''আমাদের চোখ থাকবে ২৭ তারিখ সুপ্রিম কোর্টের শুনানির দিকে। তার মধ্যে আমাদের দাবি পূরণ না হলে আমরা কিন্তু আবারও ধর্না অবস্থানে ফিরতে পারি। তখন কিন্তু আরও তীব্রতর প্রতিবাদ নিয়ে আমরা রাজপথে ফিরব।'' ২৭ তারিখের শুনানি পিছিয়ে যাওয়ায় নয়া কর্মসূচি সামনে আনলেন জুনিয়র চিকিৎসকরা। এখন দেখার সুপ্রিম কোর্টের শুনানির পর ধর্মতলার সমাবেশ থেকে আন্দোলনের ভবিষ্যৎ নিয়ে নতুন কী ঘোষণা করেন তাঁরা।

সিবিআইয়ের নজরে এবার মর্গের বেনিয়ম! পুলিশ-পরিবার কারও অনুমতি না নিয়েই যেত প্রশিক্ষণে

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৭ সেপ্টেম্বরঃ এবার হাসপাতালের মর্গে বেনজির অনিয়মের অভিযোগ উঠল। দুর্নীতির তদন্তে নেমে অনিয়মের কথা জানতে পারল কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা। সন্দীপ ঘোষের নির্দেশেই অনিয়ম চলত বলে অভিযোগ করেন চিকিৎসক সোমনাথ দাস। আরজি কর হাসপাতালে দুর্নীতির তদন্ত করতে প্রাক্তন ফরেন্সিক বিভাগীয় প্রধান সোমনাথ দাসকে শুক্রবার তলব করে সিবিআই। চিকিৎসকের কাছে জানতে চাওয়া হয় ঠিক কী হয়েছিল হাসপাতালে। সে প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়েই প্রাক্তন ফরেন্সিক বিভাগীয় প্রধান দাবি করেন, মুখ খোলার জন্য তাঁকে পদচ্যুত করা হয়েছিল। এর পরই একে একে তাঁর অভিযোগ, অনুমতি ছাড়াই মর্গ থেকে প্রশিক্ষণের জন্য দেহ আনা হত। পুলিশ, পরিবার কারও অনুমতি না নিয়েই সেই সব দেহ প্রশিক্ষণের জন্য ব্যবহার করা হত। এসব নিয়ে মুখ খোলার জন্যই তাঁকে পদ থেকে সরিয়ে, বদলি করা হয়েছিল। জানা যাচ্ছে, ২১ ডিসেম্বর ২০২২ সালে, দেহ নিয়ে প্রশিক্ষণের জন্য ফরেন্সিক বিভাগে চিঠি দিয়েছিল চিকিৎসক সংগঠন। ময়নাতদন্তের জন্য আসা দেহ দিতে অস্বীকার করেন চিকিসক সোমনাথ দাস। পরের বছর ২৮ ডিসেম্বর আচমকাই ফরেন্সিক বিভাগীয় প্রধানের পদ থেকে সরিয়ে দেওয়া হয় তাঁকে। সেই পদে তারপর দায়িত্ব নেন চিকিৎসক অপূর্ব বিশ্বাস। এরপরই যখন ৩০ ডিসেম্বর চিকিৎসক সংগঠনের থেকে ফের দেহ চেয়ে চিঠি আসে, তখনই দেহ চলে আসে মর্গ থেকে। প্রসঙ্গত, আরজি কর হাসপাতালের প্রাক্তন অধ্যক্ষ সন্দীপ ঘোষ এখন জেলবন্দি। চিকিৎসক ধর্ষণ-খুন এবং আর্থিক দুর্নীতি দুই ইস্যুতেই তিনি গ্রেফতার হয়েছেন। সন্দীপ ঘোষের বেলেঘাটার বাড়িতে আজই কলকাতা পুরসভার নোটিস সাঁটানো হয়েছে। অভিযোগ, বাড়ির একটা অংশ তিনি বেআইনিভাবে নির্মাণ করেছেন।

কাশ্মীর নির্বাচনে জিতলেই শুরু হবে পিওকে দখলের কাজ, দাবি বিজেপির

নয়াদিল্লি, ২৭ সেপ্টেম্বরঃ পাক অধিকৃত কাশ্মীর ভারতের অবিচ্ছেদ্য অংশ। চিরকাল আন্তর্জাতিক মঞ্চে এমনটাই বলে এসেছে ভারত। মুখে বলে কাজ হয়নি। এবার কাজে করিয়ে দেখাবে ভারত। এদিন কাশ্মীরের আরএস পুরা নির্বাচনী কেন্দ্রে এমনটাই দাবি করলেন উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ। তিনি বলেন, ''পাক অধিকৃত কাশ্মীর আদতে জম্মু ও কাশ্মীরেরই অংশ। এই বিধানসভার ভোট শেষ হলে পাক অধিকৃত কাশ্মীরকে আবার জম্মু ও কাশ্মীরের অংশ করে তোলা হবে।'' অতীতে অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্বশর্মা দাবি করেছিলেন বিজেপি ৪০০ আসনে জিতলে পাক অধিকৃত কাশ্মীর ভারতের অন্তর্ভুক্ত হবে। এবার কাশ্মীরে বিধানসভা ভোটের প্রচারে গিয়ে সেই স্পর্শকাতর বিষয়টিকেই হাতিয়ার করলেন যোগী।

মাঙ্কি পক্স নিয়ে নয়া নির্দেশিকা কেন্দ্রের, সতর্ক থাকার বার্তা রাজ্যগুলিকে

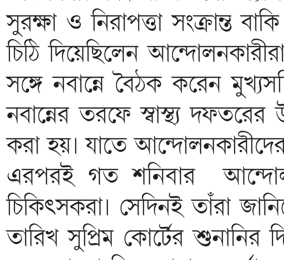

নয়াদিল্লি, ২৭ সেপ্টেম্বরঃ এমপক্সে আক্রান্ত আরও এক ব্যক্তির খোঁজ মিলল ভারতে। এই ভাইরাসে ইতিমধ্যেই প্রথম আক্রান্তের খোঁজ মিলেছে। এবারে মিলল দ্বিতীয় আক্রান্ত ব্যক্তির হদিশ। শুক্রবার কেরলের এর্নাকুলামে এক ব্যক্তির শরীর থেকে পাওয়া গিয়েছে এমপক্সের ভাইরাস। কেরল স্বাস্থ্য দফতরের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, আক্রান্তের শারীরিক অবস্থা বর্তমানে স্থিতিশীল রয়েছে। এখন একটি হাসপাতালে তিনি চিকিৎসাধীন। এদিকে এখনও পাওয়া যায়নি এমপক্স ভাইরাস স্ট্রেইনের হদিশ। আফ্রিকা থেকে ছড়িয়ে পড়া মাঙ্কিপক্স বা এমপক্সের সাম্প্রতিক ভ্যারিয়েন্ট অত্যন্ত সংক্রামক বলেই জানিয়েছে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (হু)। যা নিয়ে বিশ্বজুড়েই সতর্কতা জারি করা হয়েছে। ইতিমধ্যেই ইউরোপ ছাড়িয়ে দক্ষিণ এশিয়ায় ঢুকেছে গুটি বসন্তের এই ভাইরাস। পড়শি দেশ পাকিস্তানে একাধিক ব্যক্তি আক্রান্ত। চলতি মাসের ১৮ তারিখ কেরলের মলপ্পুরমে এমপক্স ভাইরাসে প্রথম আক্রান্তের খবর পাওয়া গিয়েছিল। তিনি সম্প্রতি সংযুক্ত আরব আমিরশাহি থেকে ফিরেছিলেন। ভারতে ফেরার পরই বিভিন্ন উপসর্গ দেখা দেয় তাঁর শরীরে। এমপক্স সংক্রমণের প্রেক্ষিতে বৃহস্পতিবার দেশের সমস্ত রাজ্যের উদ্দেশ্যে একটি নির্দেশিকা জারি করে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রক। ভাইরাস সংক্রমনের বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা বজায় রাখতে বলা হয়েছে। পরামর্শে বলা হয়েছে, প্রাপ্তবয়স্কদের মধ্যে এমপক্স ক্লেড ১-এর উপসর্গ ক্লেড ২-এর মতোই। তবে ক্লেড ১ সংক্রমণের ক্ষেত্রে ঝুঁকি অধিক রয়েছে। পাশাপাশি পরামর্শে আরও বলা হয়েছে, উপসর্গগুলি সন্দেহজনক লাগলেই এমপক্স আক্রান্তদের আইসোলেশনে রাখার ও নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা কার্যকর করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। স্বাস্থ্য সচিব অপূর্ব চন্দ্র, এমপক্স সংক্রমণ প্রতিরোধে দেশব্যাপী গুরুত্বপূর্ণ জনস্বাস্থ্য পদক্ষেপ বাস্তবায়নের ওপর জোর দিয়েছেন। সংক্রমণ প্রতিরোধের জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা নিতে বলা হয়েছে প্রতিটি রাজ্যকেই।

প্রতিরক্ষা কমিটিতে রাহুল গান্ধি, সংসদে কামব্যাক করেই বড় দায়িত্ব পেলেন মহুয়াও

নয়াদিল্লি, ২৭ সেপ্টেম্বরঃ বড় পদ প্রাপ্তি রাহুল গান্ধির। লোকসভার বিরোধী দলনেতার পর এবার সংসদে প্রতিরক্ষা স্ট্যান্ডিং কমিটিতে সদস্যপদ পেলেন কংগ্রেস সাংসদ রাহুল গান্ধি। বলিউড অভিনেত্রী তথা বিজেপি সাংসদ কঙ্গনা রানাউতও দায়িত্ব পেয়েছেন। তাঁকে তথ্য প্রযুক্তি বিষয়ক সংসদের স্ট্যান্ডিং কমিটির সদস্য করা হয়েছে। একই কমিটিতে রয়েছেন সমাজবাদী পার্টির সাংসদ জয়া বচ্চন ও তৃণমূল কংগ্রেসের সাংসদ মহুয়া মৈত্র। রাজ্যসভার সেক্রেটারিয়েটের তরফে বিবৃতি জারি করে এই কমিটিগুলির গঠন ও তাদের সদস্যদের ঘোষণা করা হয়েছে। এর মধ্যে অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ পদ পেয়েছেন রাহুল গান্ধি। তাঁকে প্রতিরক্ষা কমিটির সদস্য করা হয়েছে। আগেও এই কমিটির সদস্য ছিলেন রাহুল গান্ধি। প্রতিরক্ষা কমিটির প্রধান পদে থাকবেন বিজেপি সাংসদ রাধামোহন সিং। রাহুল গান্ধি ছাড়াও আরও তিন সাংসদ সংসদীয় বিভিন্ন কমিটিতে জায়গা পেয়েছেন। সংসদের বিদেশ মন্ত্রক কমিটির

প্রধান পদে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে কংগ্রেস সাংসদ তথা প্রাক্তন বিদেশমন্ত্রী শশী থারুরকে। এর পাশাপাশি শিক্ষা, নারী ও শিশু কল্যাণ, যুব ও ক্রীড়া কমিটির দায়িত্বও কংগ্রেসের কাঁধেই বর্তেছে। এই কমিটির শীর্ষে থাকবেন দিগ্বিজয় সিং। কৃষি, পশুপালন ও খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ কমিটির দায়িত্ব পেয়েছেন পঞ্জাবের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী চরণজি সিং চন্নি। গ্রামীণ ও পঞ্চায়েতি রাজ কমিটির নেতৃত্ব দেবেন কংগ্রেস সাংসদ সপ্তগিরি শঙ্কর উল্কা। তবে নজরে পড়ার মতো বিষয় হল সাতবারের সাংসদ তথা প্রাক্তন কংগ্রেস প্রধান সোনিয়া গান্ধিকে কোনও কমিটিতেই রাখা হয়নি। বাকি বিরোধী দলগুলির মধ্যে সমাজবাদী পার্টির সাংসদ জয়া বচ্চনকেও তথ্য প্রযুক্তি কমিটির সদস্য করা হয়েছে। শিবসেনা (ইউবিটি)-র প্রিয়ঙ্কা চতুর্বেদী ও তৃণমূল সাংসদ মহুয়া মৈত্রকেও এই কমিটিতে রাখা হয়েছে। ডিএমকে-র তিরুচি শিবা ও কানিমোজিকে যথাক্রমে শিল্প এবং খাদ্য ও জনবন্টন কমিটির দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। সংসদে গুরুত্বপূর্ণ কমিটিগুলি বিজেপির হাতেই রয়েছে, যেমন প্রতিরক্ষা, অর্থ, স্বরাষ্ট্র, কয়লা, স্টিল ও তথ্য প্রযুক্তি। স্বরাষ্ট্র বিষয়ক কমিটির নেতৃত্ব দেবেন রাধামেহন দাস আগরওয়াল, ভর্তৃহারি মহতাব, যিনি প্রোটেম স্পিকারও হয়েছিলেন, তিনি অর্থ বিষয়ক স্ট্যান্ডিং কমিটির নেতৃত্ব দেবেন। প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অনুরাগ ঠাকুর ও রাজীব প্রতাপ রুডি কয়লা, স্টিল ও জলসম্পদ কমিটির দায়িত্বে থাকছেন। বিজেপি সাংসদ নিশিকান্ত দুবে তথ্যপ্রযুক্তি কমিটির দায়িত্ব পেয়েছেন। বিজেপির একাধিক জোটসঙ্গীরাও বিভিন্ন কমিটিতে স্থান পেয়েছেন। চন্দ্রবাবু নাইডুর টিডিপি হাউসিং ও নগরোন্নয়ন কমিটির দায়িত্ব পেয়েছে, নীতীশ কুমারের দল জেডিইউ সামলাবে পরিবহন, পর্যটন ও সংস্কৃতি বিষয়ক কমিটি। একনাথ শিন্ডের শিবসেনা ও অজিত পওয়ারের এনসিপি-কেও শক্তি, পেট্রোলিয়াম ও প্রাকৃতিক গ্যাস বিষয়ক কমিটির দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে।

পন্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের ২০৫ তম জন্ম দিবস পালন

বাঁকুড়া,২৭সপ্টেম্বরঃবাঁকুড়া জেলার ওন্দা ব্লকের মেদিনীপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত মদনমোহনপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ছাত্রছাত্রীদের বিপুল উৎসাহ ও উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে গত বৃহস্পতিবার বিদ্যাসাগরের জন্মজয়ন্তী পালিত হয়েছে। উদ্দেশ্য বিদ্যাসাগরের জীবন ও কর্মকে জনমানসে বেশি করে প্রতিষ্ঠিত করা। ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে বিদ্যাসাগর সম্বন্ধে সচেতনতা বাড়াতে আয়োজিত হয় কুইজ প্রতিযোগিতা। মদনমোহনপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মাননীয় মধুসূদন দে মহাশয় জানান যে, কালজয়ী এই মহামানবের আদর্শ, আমাদের আদর্শ। বিদ্যাসাগরের অক্লান্ত শ্রম ও প্রতিভার ফসল হল বাংলা ভাষায় প্রাথমিক পর্যায়ের শিক্ষাদান।

আগামী দু'মাস ধর্মতলায় জমায়েত নিষিদ্ধ, সমালোচনা করলেন সুকান্ত

কলকাতা, ২৭ সেপ্টেম্বর ঃ আগামী দু'মাস ব্যাপী ধর্মতলা সংলগ্ন কে. সি. দাস ক্রসিং থেকে ভিক্টোরিয়া হাউজ পর্যন্ত এলাকায় সমস্ত জমায়েত এবং মিটিং-মিছিলকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। বুধবার রাতে এ ব্যাপারে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে কলকাতা পুলিশ। এ নিয়ে সমালোচনা করলেন রাজ্য বিজেপি-র সভাপতি তথা কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার। অন্যায়ের বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত প্রতিবাদে এত ভয় কেন কলকাতা পুলিশ কমিশনার মনোজ বর্মার? মাননীয়া ব্যর্থ মুখ্যমন্ত্রীর রাজত্বে আগেই সাধারণ মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার বাজেয়াপ্ত হয়েছে, এবার প্রতিবাদ কর্মসূচিতেও বারবার বাধাদানের অপচেষ্টা! কিসের এত ভয় নব নিযুক্ত অপদার্থ পুলিশ কমিশনারের?

সতীদাহ প্রথা নিবারণের প্রাণপুরুষ ভারত পথিক রাজা রামমোহন রায়ের প্রয়াণ দিবস পালন

মধুসূদন দে ,বাঁকুড়াঃ১৮৩৩ সাল। ২৭শে সেপ্টেম্বর। প্রয়াত হন ভারত পথিক রাজা রামমোহন রায়। সতীদাহ প্রথা নিবারণের প্রাণপুরুষ ছিলেন রাজা রামমোহন রায়।১৭৭২ সালের ২২শে মে খানাকুলের রাধানগর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেছিলেন রামমোহন রায়। ভারতে তিনি পাশ্চাত্য শিক্ষা ও জ্ঞানের আলো আনার পাশাপাশি কুসংস্কারের বিরুদ্ধে প্রবল প্রতাপে লড়াই করেছিলেন। সাহিত্য, ধর্ম, শিক্ষা, বিজ্ঞান, সমাজনীতি, রাষ্ট্রনীতি সর্বক্ষেত্রে আপামর ভারতবাসীকে আধুনিকতার পাঠ দিয়েছিলেন রামমোহন রায়।ধর্মীয় সংস্কার আন্দোলন ব্রাহ্মসভার অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। মুঘল সম্রাট দ্বিতীয় আকবর তাঁকে রাজা উপাধি দিয়েছিলেন। তিনি সতীদাহ ও বাল্য বিবাহের বিরুদ্ধে আন্দোলন করেছিলেন । ডেভিড হেয়ারের সহযোগিতায় কলকাতায় হিন্দু কলেজ স্থাপন করেন। তিনি একেশ্বর উপাসনার পথ দেখান আত্মীয় সভা প্রতিষ্ঠা করে। নারীর অধিকার রক্ষার ক্ষেত্রে ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠা করেন।ঊনবিংশ শতাব্দীর অন্যতম প্রাণপুরুষ ছিলেন রামমোহন রায়। প্রাচীন কুসংস্কারে আচ্ছন্ন সমাজ ব্যবস্থার পরিবর্তনের মাধ্যমে নবজাগরণের সূচনা করেছিলেন। আধুনিক ভারতের জনক ও নবজাগরণের পথপ্রদর্শক রাজা রামমোহন রায়ের প্রয়াণ দিবসে আমরা জানাই তাঁকে বিনম্র শ্রদ্ধাঞ্জলি।

প্রধানমন্ত্রী সকাশে এম কে স্ট্যালিন, তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী বললেন এটা সৌজন্য সাক্ষাৎ

নয়াদিল্লি, ২৭ সেপ্টেম্বর ঃ দিল্লিতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী এম কে স্ট্যালিন। তামিলনাড়ুর প্রগতি-সহ নানা বিষয়ে মতবিনিময় করেছেন তাঁরা। প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষা শেষে তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী এম কে স্ট্যালিন

জানিয়েছেন, এটি ছিল প্রধানমন্ত্রী মোদীর সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষা...আমি প্রধানমন্ত্রী মোদীর কাছে ৩টি গুরুত্বপূর্ণ অনুরোধ করেছি। আমি অনুরোধের তালিকা করে তাঁকে একটি বিশদ স্মারকলিপি দিয়েছি...যেমন কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার একসঙ্গে চেন্নাই মেট্রোর প্রথম পর্যায় বাস্তবায়ন করেছে, একইভাবে চেন্নাই মেট্রোর দ্বিতীয় পর্যায়ও বাস্তবায়ন করা উচিত। এটাই আমাদের অবস্থান।

দিল্লিবাসীকে আশ্বাস কেজরিওয়ালের, বললেন আটকে থাকা কাজ শীঘ্রই শুরু হবে

নয়াদিল্লি, ২৭ সেপ্টেম্বর ঃ দিল্লিবাসীকে আশ্বাস দিলেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা আম আদমি পার্টির জাতীয় আহ্বায়ক অরবিন্দ কেজরিওয়াল। গত বৃহস্পতিবার কেজরিওয়াল বলেছেন, আমি দিল্লির জনগণকে বলতে চাই, চিন্তা করবেন না। আমি এখন এখানে আছি। সমস্ত আটকে থাকা কাজ আবার শুরু হবে এবং মানুষের সমস্যাগুলি সমাধান করা হবে...আমি জেলে থাকাকালীনও অ্যাকশন মোডে ছিলাম।দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অতিশী, এএপি-র জাতীয় আহ্বায়ক অরবিন্দ কেজরিওয়াল এবং প্রাক্তন ডেপুটি মুখ্যমন্ত্রী মণীশ সিসোদিয়া বৃহস্পতিবার রাস্তার অবস্থা পরিদর্শন করতে দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের উত্তর ক্যাম্পাসে পৌঁছন। সেখানে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে কেজরিওয়াল বলেছেন, আমি তাঁদের (বিজেপি) সিনিয়র নেতাদের একজনের সঙ্গে দেখা করেছি, আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, আমাকে গ্রেফতার করে তাঁদের কী লাভ হল? তিনি যা বললেন তা আমাকে হতবাক করে দিয়েছে। তিনি বলেছিলেন, দিল্লি সরকার লাইনচ্যুত হয়েছে, দিল্লি থমকে গিয়েছে। তাঁর উত্তর আমাকে দুঃখিত এবং হতবাক করেছে। তাঁরা কি আমাকে গ্রেফতার করে দিল্লিকে স্তব্ধ করতে চেয়েছিল? দিল্লি সরকারকে লাইনচ্যুত করতে? দিল্লির মানুষকে কষ্ট দিতে?

উৎসবের মরশুমে যাত্রীদের সুবিধার্থে প্রয়াস রেলের, কামরা বৃদ্ধির সঙ্গেই বাড়ছে ট্রেন পরিষেবা

নয়াদিল্লি, ২৭ সেপ্টেম্বর ঃকিছু দিন পরই উৎসবের মরশুম শুরু হচ্ছে দেশে, ওই সময়ে যাত্রীদের অত্যধিক ভিড় বাড়বে সমস্ত ট্রেনে। যাত্রীদের সুবিধার্থে তাই এবার বিশেষ প্রয়াস নিচ্ছে ভারতীয় রেল। বিভিন্ন ট্রেনে বগির সংখ্যা বৃদ্ধির পাশাপাশি ট্রেন পরিষেবাও বাড়ানো হচ্ছে।রেলমন্ত্রী

অশ্বিনী বৈষ্ণব জানিয়েছেন, এই উৎসবের মরশুমে ১০৮টি ট্রেনে জেনারেল কোচ বাড়ানো হয়েছে। ছট পুজো এবং দীপাবলিতে বিশেষ ট্রেনের জন্য ১২,৫০০টি কোচ মঞ্জুর করা হয়েছে। ২০২৪-২৫ সালে, এখনও পর্যন্ত মোট ৫,৯৭৫টি ট্রেনকে বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হয়েছে। এটি পুজোর ভিড়ের সময় ১ কোটিরও বেশি যাত্রীদের বাড়ি যেতে সুবিধা প্রদান করবে। ২০২৩-২৪ সালে উৎসবের মরসুমে মোট ৪,৪২৯টি বিশেষ ট্রেন চালানো হয়েছিল। সামনে আসন্ন দুর্গা পুজো সেই জন্যে বিশেষ ট্রেনের যাত্রীদের সুবিধারা জন্যে এই ট্রেন গুলি বিশেষ চালু করা হবে বলে রেলের বিশেষ খবর সূত্র থেকে জানা গেছে।

সামাজিক মাধ্যমে বাংলাদেশের অবস্থা বর্ণনা তসলিমার

কলকাতা, ২৭সপ্টেম্বর ঃ উর্দু বলবে বাঙালি। কবর থেকে সালাম বরকতের হাড়গোড় তুলে পুড়িয়ে দিয়ে হয়তো উর্দুকে একদিন রাষ্ট্র ভাষা করবে। পাকিস্তানের পতাকাও কায়দা করে ওড়ানো হয়েছে কিছুদিন আগে। সামাজিক মাধ্যমে এভাবেই বাংলাদেশের অবস্থা বর্ণনা করলেন নির্বাসিত লেখিকা তসলিমা নাসরিন।তিনি লিখেছেন, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোয় ইসলামি জলসার ধুম পড়েছে। টুপি পরে শত শত ছাত্র উর্দু ভাষায় ইসলামি সংগীত গাইছে। জায়গায় জায়গায় লা ইলাহা লেখা ইসলামি পতাকা উড়ছে। শুধু জিহাদিরা নয়, সেনাবাহিনীও স্লোগান দিচ্ছে নারায়ে তকবির আল্লাহু আকবর।রাজাকারের হাতে দেশ। এই সময় খুব স্বাভাবিক যে স্বাধীনতার শত্রু রাজাকারের স্বপ্ন বাস্তবায়নের চেষ্টা হবে, দেশটাকে পাকিস্তানের অংশ করার জন্য মরিয়া হয়ে উঠেছে বহু লোক। বাংলাদেশ বেতারও সিদ্ধান্ত নিচ্ছে উর্দু অনুষ্ঠান চালু করার। বেশ তো, মুসলমানের ভাষা আরবি তো মকশো করা গেল না, অতএব হিন্দি সিনেমা দেখে দেখে হিন্দি জানা হয়েছে যখন, হিন্দি জানলে উর্দু তো কঠিন কিছু নয়।শুনেছি ঢাকা করাচি ফ্লাইটও নাকি চালু হতে যাচ্ছে। শুনেছিলাম পাকিস্তানের ভিসাও নাকি ফ্রি করে দিচ্ছে। তাহলে তো সোনায় সোহাগাড় কিন্তু পাকিস্তানের সঙ্গে একাকার হয়ে যেতে চাইলে পাকিস্তান কি রাজি হবে? আমার তো মনে হয় না। এই ছোট ছোট কালো কালো আনকুথ বাঙালিগুলোকে শুরু থেকেই লম্বা চওড়া ফর্সা ফর্সা পাঞ্জাবিরা ঘৃণা করেছে, ছোটলোক বলে ওয়াক করেছে। পাকিস্তানিরা আর যাকে নিয়েই পথ চলতে চাক, ইডিয়েট বাঙালিগুলোকে নিয়ে একদমই নয়।

বন্যা দূর্গত মানুষদের বন্যপ্রাণ ও সাপ সাথে জলজ জীবজন্তু সংক্রান্ত সচেতনতা শিবির

অভিজিৎ হাজরা (উদয়নারায়ণপুর) হাওড়া,২৭সেপ্টেম্বরহাওড়া জেলা যৌথ পরিবেশ মঞ্চ ও বনদপ্তরের যৌথ উদ্যোগে বন্যপ্রাণ ও সাপ সাথে জলজ জীবজন্তু সংক্রান্ত সচেতনতা ক্যাম্পেনিং করা হয়। আমতা ২ ও উদয়নারায়ণপুর ব্লকের বিস্তীর্ণ বন্যা কবলিত এলাকাতে (শিয়াগড় মোড়, সাব গাছ তলা, খালনা, দক্ষিণ খালনা,তেখাঁলি,জয়পুর, রসপুর, পেড়ো,জয়নগর, রাজাপুর,উদয়নারায়ণপুর মোর, উদয়নারায়নপুর ডিহিভূরশুট রোড, মানশ্রী, ভবানীপুর ঘোষপাড়া, চিত্রসেনপুর, বেনাগড়ী, লাল বেনাগড়ী, বড়দা, কুলটিকারী,কৃষ্ণ বাটি,) বিভিন্ন স্থানে প্রচারাভিযান চালানো হয়।এই এলাকার প্রচুর গ্রাম বন্যার জলে প্লাবিত হয়েছে, আটকে রয়েছেন বহু মানুষ গবাদি পশু ও বন্যপ্রাণীরা। মঞ্চের এই সর্প ও বন্যপ্রাণ উদ্ধারকারী দল আমতা ২

ও উদয়নারায়ণপুরের বন্যা কবলিত এলাকায় বন্যা পরবর্তী সাপের উপদ্রব থেকে সজাগ ও সচেতন থাকার শিবির ও প্রচারাভিযান চালিয়ে যাচ্ছেন নিরলস ভাবে। প্রচারাভিযানে উপস্থিত ছিলেন পরিবেশ কর্মী সম্রাট মন্ডল, শুভেন্দু গাঙ্গুলী,দীপঙ্কর পোড়েল,কৌশিক মাইতি,সুমন চক্রবর্তী, সৌমজি শেঠ,শুভজি মাইতি,মইদুল আলী,স্বাধীন ঘোষ, রাকেশ মাখাল,সায়ল মাইতিরা, হাওড়া বন বিভাগের পক্ষ থেকে রঞ্জিতবাবু ও সুমন আচার্য এই কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন।প্রচারাভিযানের মাঝেই লালবেনাগড়ী গ্রামের বাসিন্দা বিফল রাউতের বাড়ি থেকে একটি বিষধর কালাচ সাপ উদ্ধার করে মঞ্চের সদস্য সুমন চক্রবর্তী ও রাকেশ মাখাল এছাড়াওপেঁড়ো থেকে স্থানীয় স্বপন মালিক একটি বড় তিলকাছিন উদ্ধার করে মঞ্চের সদস্যদের হাতে দেন এবং স্থানীয়ভাবে ওখানেই সেটিকে রিলিজ করা হয়। স্থানীয়দের মারফত খবর পেয়ে এই দলস্তবিশেষ করে আমতা অঞ্চলে বন্যায় প্লাবিত বিস্তীর্ণ এলাকার নদীতে ভারতীয় গাঙ্গেয় ডলফিনের আবাসস্থলকে সংরক্ষণ ও রক্ষার বার্তাও স্থানীয় এলাকাতে প্রচার করেন।এই বিষয়ে মঞ্চের সহ-সভাপতি সম্রাট মন্ডল মহাশয় বলেন এই ভয়ংকর দুর্যোগে মানুষ গবাদি পশুর পাশাপাশি বন্যপ্রাণীদেরও প্রাণ যথেষ্ট বিপদের সম্মুখীন, তাই আমাদের এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা বনবিভাগের সহযোগিতায় যাতে এদের রক্ষা ও সংরক্ষণ করা যায় যাতে স্থানীয় বাস্তু তন্ত্র বিঘ্নিত না হয়।পুরো কর্মসূচিটি হাওড়া মুখ্য বনপাল শ্রী দীপক কুমার মন্ডল মহাশয় এর পৌরোহিত্যে সংঘটিত হয়েছে।

শ্রমজীবি মানুষের স্বার্থ সম্বলিত সাত দফা দাবিতে বিলোনিয়ায় সিআইটিইউ'র সভা ও শ্রম দপ্তরে ডেপুটেশন

বিলোনিয়া (ত্রিপুরা), ২৭সেপ্টেম্বর ঃ শ্রমিকদের বোনাস, এডভান্স দুর্গাপূজা শুরুর ১০ দিন পূর্বে প্রদান করা, চা বাগানের শ্রমিকদের মুজুরী ২০ শতাংশ বৃদ্ধি করা, শারদ উসবের পূর্বে রেগা ও টুয়েপের কাজ করানো এবং মজুরী পূজার আগেই প্রদান করা সহ সাত দফা দাবিতে সিআইটিইউর আহ্বানে বুধবার বিলোনিয়ায় হয় মিছিল ও জেলা শ্রম দপ্তরের আধিকারিকের নিকট ডেপুটেশন প্রদান।এদিন সিপিআই(এম) বিলোনিয়া মহকুমা অফিসের সামনে থেকে লাল পতাকা হাতে শ্রমজীবী অংশের মানুষ তাদের দাবি সনদের পোষ্টার সাথে নিয়ে মিছিল শুরু করে। মিছিল বিলোনিয়া শহরের বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে একনং টিলা বাজার এলাকায় জমায়েত সংগঠিত করে। সভার

শুরুতে শ্রমিক নেতা কাজল দাস, শিপ্রা দে, কমল সরকার এবং উপল চক্রবর্তীর নেতৃত্বে প্রতিনিধি দল দক্ষিণ জেলা শ্রম দপ্তরের আধিকারিকের নিকট ডেপুটেশন প্রদান করেন।অন্যদিকে একনং টিলায় জমায়েতে শ্রমিকদের স্বার্থ সম্বলিত দাবি আদায়ের সভায় বক্তব্য রাখেন সিআইটিইউ রাজ্য কাউন্সিলের সদস্য তাপস দত্ত, ক্ষেত মজুর নেতা তথা বিধায়ক দীপঙ্কর সেন। বক্তারা কেন্দ্রীয় সরকারের শ্রমীক সার্থ বিরোধী নয়া শ্রম আইনের তীব্র সমালোচনা করেন। সভায় বক্তারা বলেন রাজ্যে বিজেপি জোট সরকার প্রতিষ্ঠার পর থেকে বিভিন্ন পেশায় শ্রমজীবী, শ্রমিক, কর্মচারীরা নানাভাবে আক্রমণ ও হেনস্থার শিকার। সরকার শ্রমিকদের রক্ষায় বিন্দুমাত্র ভূমিকা নিচ্ছেনা। কর্মক্ষেত্রে শ্রমিকদের নিরাপত্তা দিতে ব্যার্থ সরকার। ভহাবহ বন্যা কাটিয়ে মানুষ স্বাভাবিক হওয়ার ক্ষেত্রে সরকারের কোন সুনিদৃষ্ট পরিকল্পনা নেই। মানুষের কাছে কাজ নেই, হাতে টাকা নেই। আসছে শারদ উৎসব। বাজারে দ্রব্যমূল্য আকাশ ছোঁয়া। সরকার ধৃতরাষ্ট্রহয়ে শুধু মিথ্যর গল্প বলে মানুষকে বোকা বানানোর চেষ্টা করছে। নেতৃত্বরা বলেন গরীব শ্রমিকশ্রমজীবী সাধারণ মানুষের স্বার্থে সরকারের বিরুদ্ধে লড়াই করে অধিকার আদায় করা ছাড়া কোন বিকল্প নেই। এই লড়াইয়ে সর্বস্তরের মানুষকে সামিল হওয়ার জন্য আহ্বান করেন নেতৃত্বরা।

প্রায় ৫৭ শতাংশ ভোট ভূস্বর্গে, দ্বিতীয় দফায় নির্বিঘ্নেই নির্বাচন উপত্যকায়

শ্রীনগর, ২৭ সেপ্টেম্বর ঃ গত বুধবার সকাল সাতটা থেকে জম্মু ও কাশ্মীরে শুরু হয় ভোটগ্রহণ। প্রথম দফার মতো দ্বিতীয় দফাতেও যাতে শান্তিপূর্ণ ভোট হয় তা নিশ্চিত করতে কড়া নিরাপত্তা ব্যবস্থা করা হয়েছিল প্রশাসন ও নির্বাচন কমিশনের তরফে। ঐদিন ভোটদানের হার প্রায় ৫৭ শতাংশ।বদগামে ৫৮.৯৭ শতাংশ, গান্ডেরবালে ৫৮.৮১ শতাংশ, পুঞ্চে ৭১.৫৯ শতাংশ, রাজৌরিতে ৬৭.৭৭ শতাংশ, রিয়াসিতে ৭১.৮১ শতাংশ আর শ্রীনগরে ভোট পড়েছে ২৭.৩১ শতাংশ ভোট পড়েছে দুপুর ১টা পর্যন্ত।প্রসঙ্গত, জম্মুর তিনটি এবং কাশ্মীরের তিনটি জেলা মিলিয়ে ২৬টি বিধানসভা কেন্দ্রে রয়েছে ভোট। মধ্য কাশ্মীরের তিন জেলা হল বদগাম, গান্ডেরবাল এবং শ্রীনগর। জম্মুর তিন জেলা হল রইসি, রাজৌরি এবং পুঞ্চ। এগুলির মধ্যে শ্রীনগরে আটটি, বদগাম জেলায় পাঁচটি, রাজৌরিতে পাঁচটি, পুঞ্চে তিনটি, গান্ডেরবালে দু'টি এবং রইসিতে তিনটি বিধানসভা আসন রয়েছে।উল্লেখ্য, জম্মু ও কাশ্মীরের দ্বিতীয় দফার ভোটে নজরে রয়েছেন একাধিক হেভিওয়েট প্রার্থী। প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা ন্যাশনাল কনফারেন্স নেতা ওমর আবদুল্লা-সহ মোট ২৩৯ জন প্রার্থী রয়েছেন বুধবারের দ্বিতীয় দফার নির্বাচনী লড়াইয়ে। ওমর এবার লড়ছেন দু'টি কেন্দ্র থেকে। একটি বদগাম, আরেকটি গান্ডেরবাল। ওমর ছাড়াও জম্মু ও কাশ্মীরের প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি তারিক হামিদ কাড়রা, বিজেপির রাজ্য সভাপতি রবীন্দ্র রায়না, জম্মু ও কাশ্মীর আপনি পার্টির প্রধান আলতাফ বুখারির মতো হেভিওয়েট প্রার্থীদের ভাগ্যপরীক্ষা বুধবার।এদিন এক্স হ্যান্ডেলে পোস্ট করে ভোটদানের আর্জি জানান প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। তিনি লেখেন, জম্মু-কাশ্মীরে দ্বিতীয় দফার ভোট গ্রহণ। আমি সমস্ত ভোটারদের কাছে আর্জি জানাই আপনারা ভোট দিন এবং গণতন্ত্রকে মজবুত করতে নিজেদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করুন।জম্মু ও কাশ্মীরের নির্বাচনে নৌসেরা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী রবিন্দর রায়না সকালেই হাজির হন ভোট দিতে। তিনি রাজৌরি জেলার লাম্বারি এলাকার একটি ভোট কেন্দ্রে ভোট দিয়েছেন। রবিন্দর রায়না বলেন, আজ গণতন্ত্রের জন্য একটি তাৎপর্যপূর্ণ দিন। কারণ জম্মু ও কাশ্মীরের দ্বিতীয় দফার নির্বাচনে ভোটাররা উৎসাহের সঙ্গে ভোটে অংশগ্রহণ করছে। নৌসেরা আসনের সীমান্তবর্তী এলাকায় ভোটারদের সংখ্যা বেশি।কেন্দ্রীয় মন্ত্রী গজেন্দ্র সিং শেখাওয়াত গত বুধবার বলেছেন যে জম্মু ও কাশ্মীরের নির্বাচন নিয়ে জনগণের মধ্যে উৎসাহ রয়েছে। এর সবচেয়ে বড় প্রমাণ হলো প্রথম দফায় নির্বাচনে ভোটের হার ছিল ৬০ শতাংশের বেশি। একটা সময় ছিল যখন সন্ত্রাসবাদীদের হুমকির কারণে ভোটের হার সিঙ্গেল ডিজিটে ছিল। এখন মানুষ নির্ভয়ে ভোট দিচ্ছে। শেখাওয়াত বলেন, জম্মু ও কাশ্মীরের মানুষ বিজেপির পক্ষে দাঁড়িয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকার মানুষের উন্নয়নে কাজ করেছে। জম্মু ও কাশ্মীর থেকে ৩৭০ অনুচ্ছেদ বিলোপের পর সন্ত্রাসবাদকে রুখে দেওয়া হয়েছে। নির্বাচনে জনগণের মনোভাব ইতিবাচক। তিনি বলেন যে, বিজেপি জম্মু ও কাশ্মীরে সরকার গঠন করবে।

সিয়াচেন বেস ক্যাম্প পরিদর্শন রাষ্ট্রপতির, বীর জওয়ানদের সাহসিকতার করলেন প্রশংসা

নয়াদিল্লি, ২৭সেপ্টেম্বর ঃ রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু বৃহস্পতিবার লাদাখের সিয়াচেন বেস ক্যাম্প পরিদর্শন করেছেন। সিয়াচেন হিমবাহে কর্তব্যরত সেনা জওয়ান ও অফিসারদের সাথে মতবিনিময় করেছেন রাষ্ট্রপতি। কঠিন আবহাওয়ার চরম পরিস্থিতিতে দেশকে রক্ষা করার জন্য সৈন্যদের সাহসিকতা এবং পরিষেবার প্রশংসা করেন রাষ্ট্রপতি।সিয়াচেন বেস ওয়ার মেমোরিয়ালে যুদ্ধের বীরদের জন্য পুষ্পস্তবক অর্পণ অনুষ্ঠানে শহীদদের

প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন রাষ্ট্রপতি। প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি এ.পি.জে. আব্দুল কালাম এবং প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দের পরে রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু হলেন তৃতীয় রাষ্ট্রপতি যিনি সিয়াচেন হিমবাহ পরিদর্শন করেছেন।

কর্ণাটকের মুখ্যমন্ত্রী পদ থেকে ইস্তফা তিনি দিচ্ছেন না, জানিয়ে দিলেন সিদ্দারমাইয়া

বেঙ্গালুরু, ২৭ সেপ্টেম্বর ঃ মুডা দুর্নীতি মামলায় বিপাকে পড়েছেন কর্ণাটকের মুখ্যমন্ত্রী সিদ্দারমাইয়া। বিজেপি দাবি জানাচ্ছে, তাঁকে মুখ্যমন্ত্রী পদ থেকে ইস্তফা দিতে হবে। এমতাবস্থায় সিদ্দারমাইয়া জানালেন, আমি পদত্যাগ করব না। কেন আমি পদত্যাগ করব? এইচডি কুমারস্বামীর বিরুদ্ধেও অভিযোগ আছে, তিনি কি পদত্যাগ করেছেন? তাঁকে পদত্যাগ করতে দিন। মোদী কি কুমারস্বামীর পদত্যাগ গ্রহণ করেছেন।এদিকে, কর্ণাটকের উপ-মুখ্যমন্ত্রী ডি কে শিবকুমার বলেছেন, আমি মনে করছি, এটি একটি রাজনৈতিক

নাটক যা তারা করতে চাইছে। বিজেপির বেশ কয়েকজন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ও অন্যান্য নেতার বিরুদ্ধে অনেক মামলা রয়েছে, তারা সবাই কি পদত্যাগ করেছেন? মুখ্যমন্ত্রীর পদত্যাগের প্রয়োজন নেই। দিল্লি থেকে গ্রাম পর্যন্ত গোটা দল তাঁর পাশে দাঁড়িয়েছে। আমি বলছি, মুখ্যমন্ত্রীর পদত্যাগের প্রশ্নই আসে না।

'বিশ্ব পর্যটন দিবসে উষ্ণ শুভেচ্ছা' অমিত শাহর

নয়াদিল্লি, ২৭ সেপ্টেম্বর ঃ বিশ্ব পর্যটন দিবসে উষ্ণ শুভেচ্ছা। শুক্রবার এই ভাষায় দিবসটিকে স্মরণ করলেন ভারতের কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ।তিনি এক্সবার্তায় লিখেছেন, ভারত তার বৈচিত্র্যময় সংস্কৃতি, প্রাকৃতিক সৌন্দর্যায়ন এবং জলবায়ু পরিস্থিতি সহ ভ্রমণ উসাহীদের জন্য বিভিন্ন অভিজ্ঞতার আয়োজন করে। এই দিনটি এই সম্ভাবনাকে উদযাপন করে, আমাদের দেশের সৌন্দর্য ও ঐতিহ্য অন্বেষণ করতে সকল স্তরের মানুষকে উসাহিত করে। এই দিনটি ভ্রমণকারীদের আমাদের দেশের দূর-দূরান্তের পর্যটন কেন্দ্রগুলি আবিষ্কার করার জন্য নতুন উদ্যমে উদ্বুদ্ধ করুক।বিশ্ব পর্যটন দিবস ২৭ সেপ্টেম্বর তারিখে সারা বিশ্বব্যাপী পালিত হয়। জাতিসংঘের অধীন বিশ্ব পর্যটন সংস্থার প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ১৯৮০ সাল থেকে সকল সদস্য দেশে এটি পালিত হয়ে আসছে। দিবসটির প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় ও পর্যটন কেন্দ্রের সাথে সেতুবন্ধন গড়ে তোলা। এছাড়াও, পর্যটনের ভূমিকা সম্পর্কে জনসচেতনতা বৃদ্ধিসহ সামাজিক, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক উপযোগিতাকে বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে দেয়া এ দিবসের অন্যতম লক্ষ্য।

বাজারে এলো বাংলাদেশের ইলিশ, বাঙালির রসনাতৃপ্তির জোগান ষোলকলাপূর্ণ

হাওড়া, ২৭ সেপ্টেম্বর ঃ পুজোর আগেই পশ্চিমবঙ্গের বাজারে হাজির পদ্মার ইলিশ। শুক্রবার সকাল থেকে কলকাতা, হাওড়া-সহ বিভিন্ন বাজারে মিলছে ওপারের রূপোলিশস্য।প্রথমে ইলিশ পাঠাতে রাজি না হলেও পুজোর আগে ভারতে পদ্মার ইলিশ পাঠায় বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকার । তবে শেষ পর্যন্ত এবারও পুজোর আগে ৩ হাজার টনের বদলে বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকার ২ হাজার ৪২০ টন ইলিশ ভারতে রফতানির অনুমতি দিয়েছে। এবার ইলিশের দাম ২ হাজার টাকা প্রতি কেজি উঠতে পারে বলে জানা গিয়েছে ।বৃহস্পতিবার প্রাথমিকভাবে দু'টি গাড়িতে ৮ থেকে ৯ টন ইলিশ এসে পৌঁছায় ভারত-বাংলাদেশ পেট্রাপোল সীমান্তে। শুক্রবার হাওড়া পাইকারি বাজারে ৮০০-১২০০ গ্রাম ওজনের মাছ বিক্রি হচ্ছে ১২০০ টাকা থেকে ১৬০০ টাকায়। স্বাভাবিকভাবেই মুখে হাসি ফুটেছে ভোজনরসিক বাঙালির।পুজোর আগে রাজ্যে পদ্মার ইলিশ আসার খবরে স্বাভাবিকভাবে খুশি ভোজন-প্রিয় বাঙালি। বিগত বছরগুলিতে পুজোর উপহার হিসেবে পদ্মার ইলিশ পাঠিয়েছে হাসিনা সরকার। হাসিনা সরকারের পতনের পর নতুন অন্তর্বর্তী সরকারের পক্ষ থেকে ইলিশ আমদানিতে ছাড় দেওয়া নিয়ে অনিশ্চয়তা তৈরি হয়েছিল।

৩দিনের বৃষ্টিতে রাস্তায় থৈ থৈ জল!দুর্ভোগে পড়তে হচ্ছে ২৫টি পরিবারকে

উত্তম সিংহ,শিলিগুড়ি,২৭সেপ্টেম্বরঃটানা ৩দিনের বৃষ্টিতে গ্রামে চলাচলের রাস্তায় থৈ থৈ জল!শুধু রাস্তা নয়,এমন কি ঘরের ভেতরও ঢুকে পড়ছে জল! হাঁটু জল নিয়ে বাজার থেকে কাজ, এমনকি স্কুলেও যেতে হচ্ছে পড়ুয়াদের! নকশালবাড়ির রায়পাড়ায় টানা ৩ দিনের বৃষ্টিতে জলমগ্ন গোটা এলাকা! জলনিকাশী ব্যবস্থা না থাকায় দুর্ভোগে পড়তে হচ্ছে ২৫টি পরিবারকে। গত ১০ বছর ধরে এই এলাকায় বসতি নির্মাণ হতেই সমস্যায় পড়েছেন স্থানীয়রা। স্থানীয় বাসিন্দাদের দাবি, প্রশাসন এই এলাকার মানুষের ওপর নজর দিক। দ্রুত জলনিকাশী ব্যবস্থার মাধ্যমে এই জল থেকে মুক্তি চাইছেন স্থানীয়রা। এই বিষয়ে নকশালবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান জয়ন্তী কিরো বলেন, বিষয়টি জানা থাকলেও আমাদের উপায় নেই । নীচু এলাকা হওয়ায় জল জমছে। পঞ্চায়েত, পঞ্চায়েত সমিতি ও মহকুমা পরিষদ মিলে ঐ এলাকার স্বার্থে আলোচনা চলছে। অন্যদিকে কোনো অভিযোগ পাইনি। সরকারি জমিতে অপরিকল্পিত ভাবে ঐ এলাকা তৈরি করা হয়েছে। আমাদের মতো যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে আশ্বাস দেন নকশালবাড়ি পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি আনন্দ ঘোষ।

কাজ বন্ধ করে বিক্ষোভ দেখালেন সাফাইকর্মীরা

মালদা,২৭সেপ্টেম্বরঃশিক্ষাগত যোগ্যতার নথি দেখতে চাওয়ায় বিপাকে পড়ে কাজ বন্ধ করে বিক্ষোভ দেখালেন সাফাইকর্মীরা। বৃহস্পতিবার সকালে মালদহ মেডিক্যাল কলেজে ঘটনাটি ঘটেছে। মেডিক্যাল কলেজে ১৭০জন অস্থায়ী সাফাই কর্মী রয়েছেন। প্রায় ৩০ বছর ধরে তাঁরা কাজ করছেন হাসপাতালে বিভিন্ন ওয়ার্ডে। হঠা করে সরকারের নতুন আইন যাঁরা কাজ করছেন, তাঁদেরকে শিক্ষাগত যোগ্যতার জন্য ৮মাস সার্টিফিকেট দিতে হবে। কিন্তু সাফাই কর্মীদের দাবি, তারা এতদিন ধরে কাজ করে আসছে কোনরকম সার্টিফিকেট না দিয়েই। তারা সাফাই কর্মী টিপসই দিয়ে বেতন তোলেন। তারা সার্টিফিকেট কোথায় পাবে। অন্যদিকে যিনি কন্ট্রাক্টর রয়েছেন তিনি জানাচ্ছেন এটি সরকার নতুন নিয়ম করেছে তাই সকলকে সার্টিফিকেট দিতে হবে। তাই নিয়ে সকাল থেকেই মালদা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের সমস্ত কাজকর্ম বন্ধ রেখে আন্দোলনে নেমেছেন অস্থায়ী সাফাই কর্মীরা। পাশাপাশি এখনো পর্যন্ত তাদের পুজোর বোনাস তারা পায়নি সে দাবিকে সামনে রেখেও আন্দোলন করছেন অস্থায়ী সাফাইকর্মীরা।

পূর্ণাঙ্গ পঞ্জিকা

১০ আশ্বিন ১৪৩১ বঙ্গাব্দ, শুক্রবার, ইংরেজীঃ২৭ সেপ্টেম্বর ২০২৪, ৫৩৮ চৈতনাব্দ, কলিঃ ৫১২৫, সৌরঃ১১ আশ্বিন, চান্দ্র ২৫ পদ্মনাভ মাস, ১৯৪৬ শকাব্দ ২০৮১ বিক্রম সাম্ব, ২৫৬৮ বুদ্ধাব্দাঃ, বাংলাদেশঃ১২ আশ্বিন ১৪৩১, ভারতীয় সিভিলঃ৫ আশ্বিন ১৯৪৬, মৈতৈঃ২৫ লাংবন, আসামঃ১০ আহিন্, মুসলিমঃ২৩-রবিউল-আউয়াল-১৪৪৬ হিজরী।সূর্য উদয়ঃ সকাল ০৫ঃ২৯ঃ২৬ এবং অস্তঃ বিকাল ০৫ঃ২৪ঃ০৮।চন্দ্র উদয়ঃশেষ রাত্রি ০১ঃ২৮ঃ৫৫(২৭) এবং অস্তঃ বিকাল ০৩ঃ০৫ঃ২২(২৮)।কৃষ্ণ পক্ষ ।তিথিঃদশমী (পূর্ণা) বিকাল ঘ ০৪ঃ ০৫ঃ৩০ দং ২৬২৯৫৭.৫ পর্যন্তনক্ষত্রঃ পুষ্যা সকাল ঘ ০৪ঃ ৩৪ঃ১৮ দং ৫৭৪১১০ পর্যন্ত পরে অশ্লেষাকরণঃবিষ্টি বিকাল ঘ ০৪ঃ ০৫ঃ৩০ দং ২৬২৯৫৭.৫ পর্যন্ত পরে ববযোগঃশিবঅমৃতযোগঃদিন ০৫ঃ ২৯ঃ৩১ থেকে - ০৬ঃ১৭ঃ১০ পর্যন্ত, তারপর ০৭ঃ০৪ঃ৪৯ থেকে - ০৯ঃ ২৭ঃ৪৫ পর্যন্ত, তারপর ১১ঃ৫০ঃ৪২ থেকে - ০৩ঃ০১ঃ১৭ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ৪৮ঃ৫৬ থেকে - ০৫ঃ২৪ঃ১৩ পর্যন্ত এবং রাত্রি ০৬ঃ১২ঃ৩৫ থেকে - ০৯ঃ২৫ঃ৫৯ পর্যন্ত, তারপর ১১ঃ ৫১ঃ০৩ থেকে - ০৩ঃ০৪ঃ২৮ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ৫২ঃ৪৯ থেকে - ০৫ঃ ২৯ঃ৩১ পর্যন্ত।কুলিকবেলাঃদিন ০৭ঃ৫২ঃ২৮ থেকে - ০৮ঃ৪০ঃ০৭ পর্যন্ত।কুলিকরাত্রিঃ০৭ঃ০০ঃ৫৬ থেকে - ০৭ঃ৪৯ঃ১৭ পর্যন্ত। বারবেলাঃদিন ০৮ঃ২৮ঃ১২ থেকে - ০৯ঃ৫৭ঃ৩২ পর্যন্ত।কালবেলাঃদিন ০৯ঃ৫৭ঃ৩২ থেকে - ১১ঃ২৬ঃ৫২ পর্যন্ত।কালরাত্রিঃ০৮ঃ২৫ঃ৩৩ থেকে - ০৯ঃ৫৬ঃ১৩ পর্যন্ত।গ্রহস্ফুট (সূর্য উদয় কালীন)ঃরবিঃ৫১০২৭১৯ (১৩) ১ পদচন্দ্রঃ ৩১৬২১৪ (৮) ৪ পদমঙ্গলঃ২১৬২৯৪৫ (৬) ৩ পদবুধঃ৫৮১২৪৭ (১২) ৪ পদবৃহস্পতিঃ১২৭৫৮৫৩ (৫) ২ পদশুক্রঃ৬১১১৪২০ (১৫) ২ পদ শনিঃ১০১৭০৩৫ (২৪) ৪ পদরাহুঃ ১১১৪৩৭৭ (২৬) ৪ পদকেতুঃ ৫১৪৩৭৭ (১৩) ২ পদশনি বক্রি।লগ্নঃকন্যা রাশি সকাল ০৬ঃ ৫২ঃ৩২ পর্যন্ত। তুলা রাশি সকাল ০৯ঃ০৬ঃ৪১ পর্যন্ত। বৃশ্চিক রাশি সকাল ১১ঃ২২ঃ২৭ পর্যন্ত। ধনু রাশি দুপুর ০১ঃ২৭ঃ৪৩ পর্যন্ত। মকর রাশি দুপুর ০৩ঃ১৪ঃ৩৭ পর্যন্ত। কুম্ভ রাশি বিকাল ০৪ঃ৪৮ঃ০১ পর্যন্ত। মীন রাশি বিকাল ০৬ঃ১৯ঃ০৫ পর্যন্ত। মেষ রাশি বিকাল ০৭ঃ৫৯ঃ৪০ পর্যন্ত। বৃষ রাশি রাত্র ০৯ঃ৫৮ঃ০২ পর্যন্ত। মিথুন রাশি রাত্রি ১২ঃ১১ঃ ২২ পর্যন্ত। কর্কট রাশি শেষ রাত্রি ০২ঃ২৭ঃ০৫ পর্যন্ত। সিংহ রাশি শেষ রাত্রি ০৪ঃ৩৮ঃ২৪ পর্যন্ত।

আবহাওয়া

একনাগাড়ে বৃষ্টির সৌজন্যে দক্ষিণবঙ্গে বৃষ্টির ঘাটতি কমেছে অনেকটাই। তাপমাত্রাও মোটামুটি স্বস্তিদায়ক। দক্ষিণবঙ্গে আপাতত এই বৃষ্টিপাত চলবে, কোথাও কোথাও হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনাও রয়েছে। সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ২৯.২ডিগ্রি সেলসিয়াস। সর্বনিম্ন ২৫.৫ডিগ্রি সেলসিয়াস। আপেক্ষিক আর্দ্রতা ৯১ শতকরা এবং ৮৯ শতকরা। জোয়ার-সকাল ১১ টা ৫৬ মিনিট এবং রাত ৯টা ২৫ মিনিট। ভাটা-বেলা ১টা ৫০ মিনিট এবং রাত ৯ টা ২০ মিনিট। সূর্যঃউদয় ৫টা ২৩ মিনিট এবং অস্ত ৫টা ৩০মিনিট

রাশিফল

মেষ রাশিঃআপনার ভাগ্য আপনার অনুকূলে থাকবে। আপনার শ্রম ও বুদ্ধির জোরে ব্যবসায় উন্নতি।
বৃষ রাশিঃকর্মক্ষেত্রে কিছু সমস্যা দেখা দিলেও নিজের বুদ্ধিবলে উদ্ভূত সপ্তাহের শুরু বেরিয়ে আসতে পারবেন। সংসারে শান্তি।
মিথুন রাশিঃ আশা-নিরাশা নিয়ে সপ্তাহটি কাটবে। কর্মক্ষেত্রে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে বুঝেশুনে কথাবার্তা বলুন। শুভ দিন হবে।
কর্কট রাশিঃকর্মক্ষেত্রে কিছু সমস্যায় পাতে পারেন। অতিরিক্ত পরিশ্রমের জন্য জাতকের স্বাস্থ্যহানি হতে পারে। আর্থিক উন্নতি হবে আজ।
সিংহ রাশিঃকাজের চাপ বেশি থাকবে। বিদ্যার্থীদের উচ্চশিক্ষার সুযোগ আসতে পারে। শুভ দিন।
কন্যা রাশিঃব্যবসায় উদাসীনতার জন্য অবনতি দেখা দিতে পারে।
তুলা রাশিঃঅত্যধিক ব্যয়ের জন্য সঞ্চয়ে বাধা। প্রতিবেশীর সঙ্গে জমিজমা সংক্রান্ত সমস্যার জন্য মানসিক উদ্বেগ বাড়বে। শউভ দিন।
বৃশ্চিক রাশিঃশিল্পী ও কলাকুশলীদের নতুন কাজের যোগাযোগ হতে পারে। শুভ দিন।
ধনু রাশিঃ রোজগার বৃদ্ধির সম্ভাবনা থাকবে। ব্যবসায়ীদের সপ্তাহটি মোটের উপর ভালো। শুভ দিন।
মকর রাশিঃবেসরকারি ক্ষেত্রে কর্মরত জাতক-জাতিকাদের কর্মে উন্নতি ও আর্থিক লাভ। অর্থ ব্যয়।
কুম্ভ রাশিঃ ভালোমন্দের ভিতর দিয়ে কাটবে। যোগাসান রোজ ভালো
মীন রাশিঃসম্পদ বৃদ্ধির যোগ। বিবাহের যোগ হতে পারে আজ।

এসইআর এখতিয়ারের অধীনে কিছু পর্যটন গন্তব্য

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৭ সেপ্টেম্বর ঃ**দিঘা**-দিঘা পশ্চিমবঙ্গের সবচেয়ে জনপিয়. সমুদ্র অবলম্বন। মূলত

বিয়ারকুল নামে পরিচিত, এটি ওয়ারেন হেস্টিং-এর একটি চিঠিতে (১৭৮০ খ্রিস্টাব্দ) তার স্ত্রীকে লেখা

প্রাচ্যের ব্রাইটন হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। ১৯২৩ সালে, একজন ইংরেজ পর্যটক জন ফ্রাঙ্ক স্মিথ দীঘার সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে এখানে বসবাস শুরু করেন। দীঘা সম্বন্ধে তাঁর লেখা ধীরে ধীরে এই জায়গাটিকে প্রকাশ করেছে। স্বাধীনতার পর, তিনি পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ডঃ বিধান চন্দ্র রায়ক দীঘাকে একটি সমুদ্র সৈকত রিসোর্ট হিসেবে গড়ে তুলতে রাজি করান। একটি ছোট শহর, দীঘা সাধারণত একটি প্রধান রাস্তার চারপাশে হোটেলে ভিড় করে। কলকাতার সান্নিধ্য (১৮৭ কিমি) সারা বছর পর্যটকদের আকর্ষণ করে। দীঘা একটি কঠিন সৈকত যেখানে ভাটার সময় কেউ গাড়ি চালাতে পারে। যদিও সৈকতটি সামুদ্রিক ভাঙনের সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে। স্নান শুধুমাত্র ভাটার সময় পরামর্শ দেওয়া হয়. দিঘা সমুদ্র সৈকতে সূর্যোদয় এবং সূর্যাস্ত উভযই দেখা যায়। দিঘা পশ্চিমবঙ্গের অন্যতম জনপ্রিয় পর্যটন খেলা। দীঘার সমুদ্র সৈকত থেকে প্রায় এক মাইল পর্যন্ত শান্ত এবং অগভীর, এটি সাঁতারের জন্য বেশ নিরাপদ। সাত কিমি দীর্ঘ সমতল, শক্তঃ সমুদ্র সৈকত, ক্যাসুরিনা প্ল্যান্টেশনে বিস্তৃত,

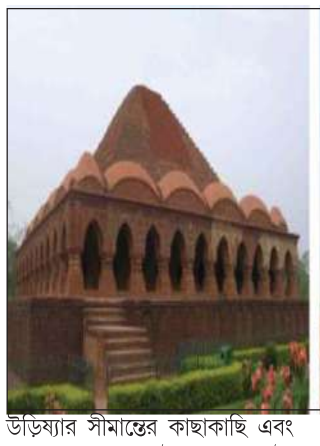

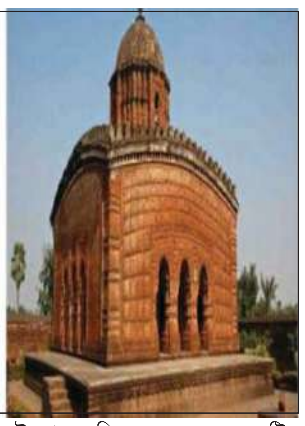

উড়িষ্যার সীমান্তের কাছাকাছি এবং কলকাতা থেকে ট্রেনে ৪'ক ঘন্টা চলে। এখানে হুগলি নদী বঙ্গোপসাগর থেকে আলাদা হয়ে যায়।

বিষ্ণুপুর-অবস্থান ঃ কলকাতা থেকে ২০১ কিমি। প্রধান আকর্ষণঃ বিষ্ণুপুর পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের বাঁকুড়া জেলার একটি শহর এবং একটি পৌরসভা। এটি টেরাকোটা মন্দির এবং বালুচেরি শাড়ির জন্য বিখ্যাত। এটি তার বিখ্যাত স্থাপত্যের জন্য বিখ্যাত। পর্যটকরা এই স্থানগুলি পরিদর্শন করে এবং প্রাচীন কালের সূক্ষ্ম শিল্প। সীমান্য স্থাপত্য হিসাবে বিবেচনা করা হয়।

বিষ্ণুপুর রেশম বয়নের জন্যও বিখ্যাত এবং এর কেন্দ্রগুলি খাদিউয়োগ দ্বারা উন্নত। বালুচরিশাড়ি বিশ্বজুড়ে বিখ্যাত যেখানে তাঁতিরা 'পল্লু' এবং 'সীমান্তে' মহাভারত এবং রামাযণের থিম প্রজেক্ট করছে। বালাসোরে সিমলিপাল রিজার্ভ ফরেস্ট- ২৭৫০ বর্গকিমি বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে, যার মধ্যে ৩০৩ বর্গকিলোমিটার মূল এলাকা গঠন করে, এই বায়োস্ফিয়ার রিজার্ভটি একটি অভয়ারণ্য এবং ভারতের ব্যাঘ্র প্রকল্প এবং জাতীয় উদ্যানগুলির মধ্যে একটি। বৃষ্টিপাতের বিস্তৃত পরিসর এবং আর্দ্র

সবুজ বনের সাথে, এটি বিভিন্ন প্রজাতির উদ্ভিদ এবং প্রাণীর জন্য উপযুক্ত। প্রায় ১০৭৬ প্রজাতির গাছপালা, ৮৭ প্রজাতির অর্কিড, ৪২ প্রজাতির স্তন্যপায়ী প্রাণী, ২৯ প্রজাতির সরীসৃপ এবং ২৩১ প্রজাতির পাখি এই বনের বাসিন্দা। বেশ কয়েকটি নদী পাহাড় থেকে উৎ১পন্ন হয় এবং বনের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়। পিঠাবাটা হল একটি প্রবেশ বিন্দু যা ওড়িশার বারিপাদা থেকে ২২ কিমি দূরে অবস্থিত।

মুকুটমণিপুর-অবস্থান- বাঁকুড়া রেলওয়ে স্টেশন থেকে ৫৫ কিলোমিটার। প্রধান আকর্ষণঃ মুকুটমণিপুর আক্ষরিক অর্থে সমগ্র বাঁকুড়া জেলার, বিশেষ করে দক্ষিণ বাঁকুড়ার মুকুটে একটি মুক্তা। এই জায়গাটি তার নির্মল সৌন্দর্যের কারণে বিখ্যাত হয়ে উঠেছে। এশিয়ার বৃহত্তম মাটির বাঁধগুলির মধ্যে একটি, এটি প্রায় ১১ কিলোমিটার পর্যন্ত প্রসারিত। এটি কসি এবং কুমারী নদীর সঙ্গমের জন্য বিখ্যাত। এটি প্রাকৃতিক পরিবেশে পরিপূর্ণ এবং বাঁকুড়া জেলার বৃহত্তম বাঁধ রয়েছে। বাঁধের কাছে রয়েছে বিস্তীর্ণ প্রাকৃতিক বন। জায়গাটি আকর্ষণীয় পিকনিক স্পট দ্বারা পরিপূর্ণ। কংসাবতী ও কুমারী নদী দুটির জঙ্গলযুক্ত বাঁধ-সাইটের উপর স্থানটিকে যথাযথভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। মুসাফিরানা, পরেশনাথ টিলা হিসেবে কয়েকটি স্পট উল্লেখ করার মতো। নতুন বিকশিত মুসাফিরানা পুরো বাঁধের একটি চমৎকার দৃষ্টিভঙ্গি যা পর্যটকদের আকর্ষণের ক্ষেত্র।

কলকাতায় পুজো মণ্ডপগুলির সুরক্ষা ব্যবস্থা খতিয়ে দেখলেন কলকাতা পুলিশের জয়েন্ট সিপি মিরাজ খালিদ

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৭ সেপ্টেম্বর ঃ দুর্গাপূজার সময়ে শহরের নামী পুজো মণ্ডপগুলির নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে শুক্রবার কলকাতা পুলিশের জয়েন্ট সিপি সদর মিরাজ খালিদ ১০টি পুজো মণ্ডপ পরিদর্শন করেন। চেতলা অগ্রণী ক্লাব দিয়ে পরিদর্শনের কাজ শুরু হয়, যেখানে তার সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন ডিসি সাউথ প্রিয়ব্রত রায়। পুজোর সময় প্রচুর মানুষের সমাগম হয়, তাই নিরাপত্তা ব্যবস্থার কোনো ফাঁক রাখা যাবে না, এই মর্মে সুরক্ষা ব্যবস্থা পর্যবেক্ষণ করা হয়। এরপর নিউ আলিপুর সুরুচি সংঘের পূজা মণ্ডপে যান মিরাজ খালিদ, যেখানে পুজোর আয়োজনের সঙ্গে সঙ্গে সুরক্ষা ব্যবস্থাও খতিয়ে দেখা হয়। সেখানেও তিনি স্থানীয় পুলিশ ও মণ্ডপের আয়োজকদের সঙ্গে আলোচনা করেন, যাতে জনসুরক্ষা ও ভিড় নিয়ন্ত্রণের পর্যাপ্ত ব্যবস্থা থাকে। এই পর্যবেক্ষণ পর্বে শহরের বেশ কয়েকটি বিখ্যাত মণ্ডপ

অন্তর্ভুক্ত ছিল। প্রতিটি মণ্ডপে ভিড় নিয়ন্ত্রণ, অগ্নিনির্বাপক ব্যবস্থা, জরুরি বাহিনী, এবং পর্যাপ্ত নিরাপত্তা কর্মী মোতায়েনের বিষয়গুলিকে গুরুত্ব দেওয়া হয়। মিরাজ খালিদ প্রতিটি মণ্ডপের আয়োজকদের সঙ্গে সরাসরি কথা বলেন এবং প্রয়োজনীয় পরামর্শ দেন, যাতে দুর্গাপূজার সময় শহরজুড়ে সুষ্ঠু ও সুরক্ষিত পরিবেশ বজায় রাখা যায়। সুরক্ষা নিশ্চিত করার পাশাপাশি, মণ্ডপগুলিতে ঢোকার এবং বের হওয়ার পথগুলি ঠিকঠাক আছে কিনা এবং মণ্ডপের ভেতরে ও বাইরে সিসিটিভি ক্যামেরার সঠিক ব্যবস্থাও পর্যবেক্ষণ করা হয়।

ইডি দপ্তরে খাদ্য ভবনের তিন আধিকারিক হাজির

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৭ সেপ্টেম্বর ঃ রেশন বণ্টন দুর্নীতি মামলায় খাদ্য ভবনের তিনজন আধিকারিক শুক্রবার ইডি (এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট) দফতরে নথি সহ হাজির হন। ইডি সূত্রে জানা গেছে, উত্তর ২৪ পরগনা এবং দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার রেশন ব্যবস্থা সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ নথি চাওয়া হয়েছিল। এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত ছিল, ওই দুই জেলায় মোট কতগুলি রেশন দোকান রয়েছে, কতজন রেশন কার্ডধারী আছেন, এবং কতগুলি মিল এই ব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত, এই ধরনের তথ্যাদি। ইডি এই নথিগুলি যাচাই করে রেশন দুর্নীতি নিয়ে তদন্তে এগোতে চাইছে। এই বিষয়ে তলব করার পর খাদ্য ভবনের আধিকারিকরা সংশ্লিষ্ট নথি নিয়ে ইডি দফতরে আসেন।

অভিনব ভাবনায় দূর্গা পূজো শ্যামপুর থানার বাছরী মাঠে

মতিয়ার রহমান, উলুবেড়িয়া, ২৭ সেপ্টেম্বর ঃ শারদীয়া দুর্গোৎসব এবার হাওড়া জেলার প্রান্তিক এলাকা শ্যামপুর থানার বাছরী ফুটবল মাঠ দূর্গা পূজা সমিতির এক অভিনব ভাবনায় দূর্গা পূজো,প্রায় ২৫ লক্ষ টাকার বাজেটে ৯টি গ্রামের সমন্বয়ে প্রাক হীরক জয়ন্তী বর্ষে এবারের ভাবনায় বৃক্ষ মোদের মাতৃ শক্তি রুপে প্রদর্শিত হবে। দূর্গাপূজার মন্ডপ সজ্জিত হবে বিভিন্ন ধরনের গাছ ও লতাপাতা দিয়ে এবং ভেতরে একটি ঝিল সেখানে জলজ উদ্ভিদ ও মাছ এবং হাঁস থাকছে তাছাড়া বিভিন্ন ধরনের ফুল দিয়ে সাজিয়ে তোলা হবে ১০০ ফুট চওড়া হবে মন্ডপ টি। দর্শনার্থীদেরকে বৃক্ষ কে বোঝানো হবে মা এর রূপে ,, মা ছাড়া যেমন তার সন্তান সম্ভব নয় সেই রকম বৃক্ষ ছাড়া সমগ্র প্রানী কূল কে বাঁচিয়ে রাখাও সম্পূর্ণ রূপে অসম্ভব । পুজো কমিটির সভাপতি কিঙ্কর ভৌমিক মহাশয় বলেন তীব্র তাপপ্রবাহ থেকে আমাদের মুক্তি পেতে হলে আমাদের বেশি বেশি গাছ রোপণ করতে হবে। সম্পাদক অভিজিৎ মল্লিক বলেন প্রাকৃতিক দুর্যোগে যেমন আমফান,ফোনী,বন্যা থেকে ও বিভিন্ন কারণে রোজ অনেক গাছ নষ্ট হচ্ছে তাই এখনো সময় আছে গাছ কাটা আরো কঠোরভাবে আমাদের নিয়ন্ত্রণ করতে হবে আমাদের সমাজ কে। সবশেষে পুজো কমিটি মনে করছে এই বার্তাটির মাধ্যমে যদি ১০০ টিও নতুন বৃক্ষ রোপন হয় তাহলেই এই থীম টি সাফল্য পাবে এবং এই দূর্যোগের অশনি সংকেত মোকাবিলায় শুভ শক্তির ধ্বনি দিয়ে আমরা মা দূর্গা কে আনছি শঙ্খের সাজে । মা দূর্গা সজ্জিত হবেন অসংখ্য ছোট বড়ো শঙ্খের ধ্বনিতে। সকল দর্শনার্থীদের রহিল সাদর আমন্ত্রণ।

হাওড়া জেলার আমতা বিধানসভা কেন্দ্রতে বন্যা পরিস্থিতি পরিদর্শন করতে এবং ত্রান বিলি করতে উপস্থিত হয়েছিলেন পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির নবনির্বাচিত সভাপতি শ্রী শুভঙ্কর সরকার, পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেস এর অন্যতম নেতা শ্রী রনজিৎ মুখোপাধ্যায় ,পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ মহিলা সভানেত্রী সুব্রতা দত্ত,পশ্চিমবঙ্গ সেবা দল সভাপতি শ্রী রাহুল পান্ডে সহ রাজ্য, জেলা ও ব্লক স্তরের সমস্ত কর্মীবৃন্দ।

উৎসবের মেজাজ কিছুটা ক্ষীণ, কুমোরটুলিতে হইহই রব তুলনায় অনেকটাই কম

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৭ সেপ্টেম্বর ঃ উৎসবের দিন প্রায় এসেই গেল, বাকি আর মাত্র কিছু দিন। একে বৃষ্টির দাপট, তার ওপর আর জি কর কাণ্ডে সুবিচারের দাবি! কুমোরটুলিতে এবার হইহই রব তুলনায় অনেকটাই কম, স্বাভাবিকভাবেই এবার উসবের মেজাজও তুলনায় অনেকটাই কম। কলকাতার বড়বড় বাজারে ক্রেতাদের দেখা মিলছে না সেভাবে, অনেকেই বৃষ্টিকে দায়ী করছেন। প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষ একাধিক কারণ থাকতেই পারে, তবে এবারের পুজো জৌলুস হারিয়েছে কিছুটা। বৃষ্টিতে শহর থেকে গ্রাম সর্বত্রই মনে খুব বেশি আনন্দ নেই সাধারণ মানুষের মধ্যে। ফলে কুমোরটুলিতেও চেনা ছন্দ উধাও। বৃষ্টি হোক আর নাই হোক, প্রতি বছর এই সময় কুমোরটুলি জুড়ে হইহই রব থাকে। ফটোগ্রাফার আর ক্লাবকর্তাদের আনাগোনায় শোরগোল পড়ে যায় মৃশিল্পীদের স্টুডিয়োয়। কিন্তু, এবার সেই ভিড় নেই। তাতে স্বাভাবিকভাবেই চিন্তায় কুমোরটুলি।

বিহারের দুই শিক্ষার্থীকে হেনস্থার ঘটনায় গ্রেফতার দুই, মমতাকে আক্রমণ পুনাওয়ালার

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৭ সেপ্টেম্বর ঃ শিলিগুড়িতে পরীক্ষা দিতে আসা বিহারের দুই ছাত্রকে মারধরের ঘটনায় গ্রেফতার করা হল দুই অভিযুক্তকে। শিলিগুড়ি কমিশনারেটের অধীনে বাগডোগরা পুলিশ দু'জনকে গ্রেফতার করেছে। শিলিগুড়ি পুলিশ কমিশনারেটের ডিসিপি বিশ্বচন্দ ঠাকুর বলেছেন, বিহার থেকে শিলিগুড়িতে পরীক্ষা দিতে আসা দুই যুবককে হুমকি, নিগ্রহ করার দায়ে দু'জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। ধৃতদের নাম - রজত ভট্টাচার্য ও গিরিধারী রায়। উভয়েই শিলিগুড়ির বাসিন্দা।

এদিকে, শিলিগুড়িতে বিহারের দুই যুবককে নিগ্রহের ঘটনার প্রেক্ষিতে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের তীব্র সমালোচনা করেছেন বিজেপির জাতীয় মুখপাত্র শেহজাদ পুনাওয়ালা। তিনি শুক্রবার বলেছেন, যারা সর্বদা সংবিধানের কথা বলেন, তাঁদের উত্তর দেওয়া উচিত, বিহারীরা বাংলায় গেলে তাঁদের মারধর করা হয় কেন? বাংলায় কি আইন-শৃঙ্খলা অবশিষ্ট নেই? সংবিধান কি সেখানে বাস্তবায়িত হয় না?... তেজস্বী যাদব, যিনি বাংলায় গিয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে প্রচার করেছিলেন, পশ্চিমবঙ্গের সরকার কী করছে জবাব দেওয়া উচিত...তারা ভারতীয়দের মারছে, কিন্তু রোহিঙ্গাদের নয়। অনুপ্রবেশকারীদের ভোটব্যাঙ্ক হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে৾ল্লেখ্য, বিহার থেকে শিলিগু।ড়িতে পরীক্ষা দিতে আসা দুই ছাত্রকে হেনস্থা করা হয়েছে বলে অভিযোগ। সেই সংক্রান্ত একটি ভিডিও কেন্দ্রীয় মন্ত্রী গিরিরাজ সিং শেয়ার করেছেন। এরপরই শুরু হয়েছে বিতর্ক।

একগুচ্ছ অভিযোগে মুসলমানদের তুলোধোনা করলেন তথাগত রায়

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৭ সেপ্টেম্বর ঃ একগুচ্ছ অভিযোগে মুসলমানদের তুলোধোনা করলেন প্রাক্তন রাজ্যপাল তথাগত রায়। শুক্রবার তিনি এক্সবার্তায় লিখেছেন, পূর্ববঙ্গ বা বাংলাদেশে সংখ্যালঘু হিন্দুদের যন্ত্রণা, অপমান, নরহত্যা, ইত্যাদি কিছু করতে বাকি রাখেনি সংখ্যাগুরু মুসলমানেরা। আর পশ্চিমবঙ্গে সংখ্যালঘু মুসলমানদের ফুল-চন্দন দিয়ে পুজো করতে বাকি রেখেছে সংখ্যাগুরু হিন্দুরা ! এটা কি রকম ন্যায়বিচার? অপর এক এক্সবার্তায় রিপোস্ট করেছেন, ধর্ম যার যার উৎসব সবার'- এই বলে সনাতনীদের দুর্গাপুজোকে যারা সবার উৎসব বলে চালাতে চান, তাঁদের জন্য এবার বাংলাদেশীদের বার্তা - ' যাঁর যাঁর, উৎসবও তাঁর তাঁর, দুর্গাপূজাকে সার্বজনীন বলা যাবে না।' প্রতিটি ছত্রে ছত্রে ভারত বিদ্বেষ ফুটে উঠেছে। অপর এক এক্সবার্তায় রিপোস্ট করেছেন, পশ্চিমবঙ্গের হিংদুরা পরিণতি বুঝতে পারবে ঠিক ২০-৩০ বছর পরে যখন সেখানে হিন্দু জনসংখ্যার অনুপাত কমে যাবে। তখন তারা আফসোস করবে এবং বাংলাদেশের হিন্দুদের পরিস্থিতি কেমন তা বুঝবে। অপর এক এক্সবার্তায় রিপোস্ট করেছেন, আমি আমার এক আত্মীয়র মুখে শুনেছিলাম, ওঁরা যখন সিলেটে ছিলেন তখন মুসলমানদের এড়িয়ে চলতেন। কারণ ? ওরা অসম্ভব নোংরা, যেখানে সেখানে মলমূত্র ত্যাগ করত। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে একটু হাঁটু ভেঙে লুঙ্গির মধ্যেই ছেড়ে দিত।

বালিকা বিদ্যালয়ে মিনি সাইন্স ল্যাবের উদ্বোধন

দুরন্ত বার্তা, হুগলি, ২৭ সেপ্টেম্বর ঃ উত্তরপাড়া ব্লকের অন্তর্গত কোন্নগর, নবগ্রাম হীরালাল পাল বালিকা বিদ্যালয়ে একটি মিনি সায়েন্স ল্যাবের উদ্বোধন হল। আনমোল ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেডের সি.এস.আর প্রকল্পে এই মিনি সায়েন্স ল্যাবটি তৈরি হয়েছে। সরকার পোষিত এই বিদ্যালয়টি পড়াশোনার পাশাপাশি অন্যান্য বিষয়েও জেলার মধ্যে ধারাবাহিক সাফল্যের স্বাক্ষর রেখে চলেছে। এই মিনি সায়েন্স ল্যাবটিতে ছাত্রীরা হাতেকলমে বিভিন্ন মডেলের মাধ্যমে পরীক্ষা করে বিজ্ঞানের বিভিন্ন পরীক্ষা ও সূত্রের সঙ্গে পরিচিত হতে পারবে। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন আনমোল ইন্ডাস্ট্রিজের ভাইস চেয়ারম্যান দিলীপকুমার চৌধুরী, উত্তর পাড়া সার্কেলের বিদ্যালয় পরিদর্শক (এস.আই), প্রিযধন দে, এলাকার বিশিষ্ট চিকিসক ডাঃ কল্যাণ চন্দ্র, ডাঃ সুবীর ব্যানার্জি প্রমূখ। বিদ্যালয়ের ছাত্রীরা মনোজ্ঞ নৃত্য ও সঙ্গীতানুষ্ঠান পরিবেশন করে। সকলকে ধন্যবাদ জানান বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত শিক্ষিকা দোলা চট্টোপাধ্যায়।।

৩০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত বৃষ্টিতে ভিজবে দক্ষিণ ও উত্তরবঙ্গ

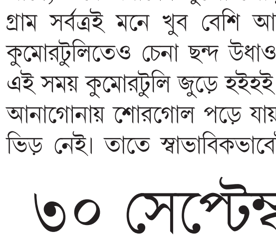

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৭ সেপ্টেম্বর ঃ আপাতত বৃষ্টির থেকে রেহাই পাচ্ছেন না বঙ্গবাসী। আগামী ৩০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত বৃষ্টিতে ভিজবে দক্ষিণ ও উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জেলা। তবে, শুক্রবার সকাল থেকে বৃষ্টি থেমেছে, রোদেরও দেখা মিলেছে, পরক্ষণে আবার মেঘলা হয়ে ওঠে আকাশ। আগামী ২৪ ঘণ্টায় ভারী বৃষ্টির সতর্কতা জারি হয়েছে উত্তরবঙ্গে। বৃষ্টিতে ভিজবে দক্ষিণবঙ্গও। কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলার আবহাওয়া স্বস্তিদায়কই। শুক্রবার সকালে কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২৫.৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকে ০.৭ ডিগ্রি কম। আগামী ৩০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত দক্ষিণ ও উত্তরবঙ্গের জেলায় জেলায় হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি হবে বলে জানিয়েছে আলিপুর আবহাওয়া দফতর। ফলে ভেস্তে যেতে পারে পুজোর কেনাকাটা। পুজো মণ্ডপ তৈরিতেও ব্যাঘাত ঘটাচ্ছে এই বৃষ্টি।

বানভাসি দক্ষিণবঙ্গের বিস্তীর্ণ এলাকা

দুরন্ত বার্তা, হওড়া, ২৭ সেপ্টেম্বর ঃ ডি ভি সি সহ একাধিক জলাধারের ছাড়া জলে বানভাসি দক্ষিণবঙ্গের বিস্তীর্ণ এলাকা। তারি মধ্যে নিম্ন চাপের প্রকোপ কিছুতেই কমছে না। এমত অবস্থায় হাওড়া জেলার বিভিন্ন ব্লক পড়েছে বন্যার কবলে। এরই মধ্যে আমতা ও উদয়নারায়ণপুর ব্লক সাম্প্রতিক বন্যায় ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এলাকার একাধিক গ্রামের বহু মানুষ বন্যার জলে প্লাবিত ও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। বন্যার জলের তলায় চলে গিয়েছে বিস্তীর্ণ চাষের জমি, পুকুর ডোবা, চাষীদের পাশাপাশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে মৎস্যজীবীরাও। জলের তলায় চলে গিয়েছে অসংখ্য ঘরবাড়ি। আটকে রয়েছেন বহু মানুষ গবাদি পশু ও বন্যপ্রাণী। এরই মাঝে রয়েছে খাবার ও পানীয় জলের সমস্যা। এলাকাটি তে টিউবওয়েল বা নলবাহিত কল সবই চলে গিয়েছে জলের তলায়।বন্যা কবলিত এলাকাগুলিতে পানীয় জল সরবরাহ করতে সদা তৎপর পি এইচ ই ডি বা জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তরের হাওড়া ডিভিশন ও আইএসএ কুলটিকরী মাদারটেরেসা সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার সোসাইটি আমতা ও উদয়নারায়নপুর ব্লকের আই এস এর প্রতিনিধিরা। বন্যা কবলিত আমতা ও উদয়নারায়নপুর ব্লক এ মোবাইল ট্রিটমেন্ট ইউনিট এম টি ইউ পানীয় জলের ট্যাঙ্কার এর মাধ্যমে বন্যা দুর্গতদের মধ্যে পরিশ্রুত পানীয় জল সরবরাহ করতে নৌকা করে পৌঁছে যাচ্ছে দূর্গতদের কাছে আমতা ও উদয়নারায়নপুর ব্লকের আই এস এর প্রতিনিধিরা । শুধু তাই নয় মোবাইল পরীক্ষাগারের মাধ্যমে পানীয় জল পরীক্ষা করা হচ্ছে জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তরের পক্ষ থেকে। নেতৃত্বে ছিলেন জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তরের এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার সৌরভ বসু ও সহকারী ইঞ্জিনিয়ার সহ আরো অন্যান্য।

পুজো কমিটির সদস্যদের হাতে চেক তুলে দিলেন পুলিশ সুপার

দুরন্ত বার্তা, জয়নগর, ২৭ সেপ্টেম্বর ঃ বাঙালির সেরা উৎসব আর কয়েকদিন পর। চলছে পুজো কমিটিদের শেষ মূহুর্তের কাজ। আর অন্য বছরের মতন এবছরও রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে প্রত্যেক পুজো কমিটির হাতে তুলে দেওয়া হচ্ছে ৮৫ হাজার টাকার অনুদানের চেক। শুক্রবার বারুইপুর পুলিশ জেলার জয়নগর থানার উদ্যোগে জয়নগর শিবনাথ শাস্ত্রী সদনে জয়নগর থানা এলাকার ১৪২ টি সরকারি অনুমোদন প্রাপ্ত পুজো কমিটির হাতে চেক তুলে দেওয়া হল। এদিন এই চেক বিতরণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বারুইপুর পুলিশ জেলার সুপার পলাশ চন্দ্র ঢালি, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (জোনাল)রুপান্তর সেনগুপ্ত,জয়নগর বিধানসভার বিধায়ক বিশ্বনাথ দাস,বারুইপুর পূর্ব বিধানসভার বিধায়ক বিভাস সরদার,বারুইপুর এস ডি পি ও অতীশ বিশ্বাস, জয়নগর থানার আই সি পার্থ সারথি পাল, জয়নগর ১ নং বিডিও পূর্ণেন্দু স্যানাল,জয়েন্ট বিডিও তনয় মুখার্জি,জয়নগর ১ নং পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি ঋতুপর্ণা বিশ্বাস, সহকারী সভাপতি সুহানা পারভীন বৈদ্যে, সহ আরো অনেকে।

মদের আসরে বচসার জেরে গুরুতর জখম একজন

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়,জয়নগর, ২ সেপ্টেম্বর ঃ মদের আসরে বচসার জেরে ধারালো অস্ত্রের কোপে জখম ১ জন।মদের আসরে বচসার জেরে ধারালো অস্ত্রের আঘাতে গুরুতর জখম হলেন একজন আশঙ্কা জনক অবস্থায়. অভিযুক্তকেও হাসপাতালে ভর্তি করা হযেছে।বৃহস্পতি বার রাতে ঘটনাটি ঘটেছে ভাঙড়ের পোলেরহাট থানার মণ্ডল পাড়া এলাকায়। পুলিশ জানিয়েছে ধারালো অস্ত্রের কোপে গুরুতর জখম যুবকের নাম সফিকুল মোল্লা। তবে এই ঘটনায় কেউ কোন লিখিত অভিযোগ দাযের করেনি। পুরো বিষয়টি তদন্ত করে দেখা হচ্ছে।পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রের খবর, এ দিন স্বয়স্থেনগাছি এলাকায় সফিকুল মোল্লা ও তারাপদ মণ্ডল একসঙ্গে বসে মদ্যপান করছিল। অভিযোগ সেই সময় মদ্যপান করা নিয়ে দু'জনের মধ্যে বচসা বেঁধে যায়। তখনই তারাপদ একটি ধারালো অস্ত্র দিয়ে সফিকুলের ঘাড়ে মারলে রক্তাক্ত অবস্থায় মাটিতে পড়ে যায়। তার চিৎকার শুনে ছুটে আসেন আশপাশের লোকজন। তারা তখনই হাতেনাতে ধরে ফেলে তারাপদ মণ্ডল কে। এই ঘটনায় স্থানীয়.লোকজন অভিযুক্ত তারাপদ মণ্ডলকে মারধর করে। খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে যায়.পোলেরহাট থানার পুলিশ।তারপর দুজনকে উদ্ধার করে জিরেনগাছা ব্লক হাসপাতালে নিয়ে.যায়। পরে সেখান থেকে তারাপদকে আর জি কর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। দুজনেরই অবস্থাই আশঙ্কাজনক।পুরো ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

পুজোর আগেই ইলিশ ঢুকলো হাওড়ার বাজারে

দুরন্ত বার্তা, হওড়া, ২৭ সেপ্টেম্বর ঃ অবশেষে এপার বাংলায় এসে পৌঁছলো বাংলাদেশের রুপোলি ইলিশ। শুক্রবার সকাল থেকে হাওড়ার পাইকারি মাছ বাজারেও মিললো বাংলাদেশি ইলিশ।এখান থেকেই খুচরো বাজারে যাচ্ছে ইলিশ মাছ। আটশো থেকে এক কেজি ওজনের মাছ ১,৪৫০ টাকা থেকে শুরু করে ১,৬০০ টাকা দরে বিকোচ্ছে পাইকারি বাজারে। পাইকারি মাছ বাজারে এদিন এসেছে মোট চল্লিশ মেট্রিক টন মাছ। পুজোর আগেই হাওড়ার হোলসেল ফিস মার্কেটে এদিন থেকেই আসতে শুরু করল বাংলাদেশের সুস্বাদু ইলিশ। প্রথম দিন থেকেই ক্রেতাদের উৎসাহ ছিল রীতিমতো চোখে পড়ার মতো। প্রসঙ্গত অবশেষে পুজোর আগেই হাওড়ার হোলসেল ফিস মার্কেটে ঢুকলো বাংলাদেশের পদ্মার ইলিশ। পুজোর আগে ভারতে পদ্মার ইলিশ পাঠালো বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকার। জানা গেছে, বৃহস্পতিবার প্রাথমিকভাবে দু'টি গাড়িতে ইলিশ এসে পৌঁছায়.ভারত-বাংলাদেশ পেট্রাপোল সীমান্তে। শুক্রবার থেকে তা কলকাতা-হাও৷৷ সহ বিভিন্ন বাজারে আসতে শুরু করে। পুজোর আগে বাংলায় পদ্মার ইলিশ আসার খবরে স্বাভাবিকভাবেই খুশি ভোজনরসিক বাঙালি। সূত্রের খবর, এবার মোট ৪৯টি সংস্থাকে আগামী ১২ অক্টোবর পর্যন্ত মোট ২ হাজার ৪২০ মেট্রিক টন ইলিশ আমদানির অনুমতি দেওয়া হয়েছে। শুক্রবার প্রথম দফায় সেই ইলিশই ঢুকলো হাওড়ার পাইকারি মাছ বাজারে। ফিশ ইমপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশনের সেক্রেটারি সৈয়দ আনোয়ার মাকসুদ বলেন, বৃহস্পতিবার ৪০ থেকে ৫০ মেট্রিক টন ইলিশ মাছ ঢুকেছে। সেই মাছ হাওড়া, পাতিপুকুর, শিয়ালদহ, শিলিগুড়ি সব জায়গায় গিয়েছে। শুক্রবার বাংলাদেশের ছুটি। সেই জন্য এদিন বাংলাদেশ থেকে কোনও মাছ এখানে ঢুকবে না।

PWD (GOVT OF WB) TENDER NOTICE

Executive Engineer, Hooghly Electrical Division, P.W.Dte. invites Short notice Quotation for the work of **" Electrical Installation work at duty room alongwith wash room for male & female at Uttarpara State General Hospital in Hooghly district ..... SITC of Air Conditioning Machines "**
NIQ No.- WBPWD/EE/HED/SHORT/NIeT-95 of 2024-25
Tender ID- 2024_WBPWD_759197_1
Bid submission closing date: **30/09/2024 upto 04.00 P.M.**
Corrigendum if any will be published in website only. Details of N.I.T. and Tender documents may be downloaded from: **http://wbtenders.gov.in**

Sd/-
Executive Engineer,P.W.Dte.
Hooghly Electrical Division

PWD (GOVT OF WB) TENDER NOTICE

Executive Engineer, Hooghly Electrical Division, P.W.Dte. invites Short notice Quotation for the work of **" El renovation of DNB quarter for making 14 nos duty room for doctors of Imambara District Hospital Hooghly under Hooghly Electrical Sub- Division -I,PWD---El work.."**
NIQ No.- WBPWD/EE/HED/SHORT/NIeT-97 of 2024-25
Tender ID-2024_WBPWD_759309_1
Bid submission closing date: **01/10/2024 upto 11.05 A.M.**
Corrigendum if any will be published in website only. Details of N.I.T. and Tender documents may be downloaded from: **http://wbtenders.gov.in**

Sd/-
Executive Engineer,P.W.Dte.
Hooghly Electrical Division

বিভিন্ন ইঞ্জিনিয়ারিং মেশিন কাজের সময় সিগনালিং কাজ

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নংঃ এন-২০২৪-কে-১৬, **তারিখঃ** ২৪-০৯-২০২৪। নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছেঃ ক্র. নং. ১; টেন্ডার নং.ঃ এন-২০২৪-কে-১৬, **কাজের নাম ঃ** কাটিহার ডিভিশনে বিভিন্ন ইঞ্জিনিয়ারিং মেশিন কাজ চলার সময় সিগনালিং কাজ (কাটিহার-মাকুরিয়া, কাটিহার-যোগবাণী এবং কাটিহার-কুমেদপুর সেকশনে পিকিউআরএস ও বিসিএম মেশিন কাজ)। টেন্ডার মূল্যঃ ৩৭,৯০,৮৭৫.৪০ টাকা; বায়নার ধনঃ ৭৫,৮০০.০০ টাকা। **ই-টেন্ডার** ১৬-১০-২০২৪ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টায় **বন্ধ হবে**। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য ১৬-১০-২০২৪ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টা পর্যন্ত http://www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

ডিআরএম (এসঅ্যান্ডটি), কাটিহার
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

আলিপুরদুয়ার ডিভিশনে টিএসআর (পি) কাজ

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. : ৮৯/ডব্লিউ-২/এপিডিজে, **তারিখ:** ২৪-০৯-২০২৪; নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে; **টেন্ডার নং ঃ** ২২-এপি-III-২০২৪ (দুই প্যাকেট); **কাজের নাম ঃ** নিউ মাল জং.-আলিপুরদুয়ার জং. (এসএল)-টিএসআর (পি)-২২.০০ টিকেএম এবং শিলিগুড়ি জং.-নিউ মাল জং. (এসএল)-টিএসটি (পি)- ১৭.০০ টিকেএম। **টেন্ডার মূল্য:** ১৮,১১,৭৯,৩৮৮.৮৫/- টাকা; **বায়না মূল্য:** ১০,৫৫,৯০০/- টাকা; টেন্ডার **বন্ধের** তারিখ ও সময় ১৩:০০ ঘন্টায় এবং **খোলা** ২২-১০-২০২৪ তারিখে ১৫:০০ ঘন্টায়। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

ডিআরএম (ডব্লিউ), আলিপুরদুয়ার জংশন
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব

দুরন্ত বার্তা

২৯ বর্ষ, দৈনিক ৩০০ সংখ্যা, শনিবার ১১ আশ্বিন, ১৪৩১

হারাচ্ছে কলকাতার ইতিহাস

শ্যামবাজার মোড়ে পিচ ফেলে ট্রামলাইন বুঝিয়ে রাস্তা সমান করা হচ্ছে । আস্তে আস্তে আর জি কর ব্রিজ হয়ে বেলগাছিয়া অবধি পুরো লাইনটাই নিশ্চই ভূগর্ভে চলে যাবে । থেকে যাবে শুধু ট্রামডিপোটা। বোম্বেতে ভিক্টোরিয়া টার্মিনাস এর সামনে যে বড় বাস ডিপোটা আছে তার গঠন দেখে মনে হয় ওটা আসলে ট্রাম ডিপো ছিল । ঠিক আমাদের ধর্মতলা ট্রামডিপোর মত । মাঝে একটু জায়গা বাগান মত করে একটা আদ্দি কালের ট্রাম রাখা আছে । এই ট্রাম গুলোর পেছনের দরজা ভিতর দিকে খোলে একবার ঢুকে গেলে বেরোতে হবে সামনের দরজা হয়ে টিকিট কেটে । যেখানে চেকার থাকে । এই নিয়মটা বাসেও চলে ওখানে। সি এস টি, যেটা আগে ছিল ভি টি, সেটারই লৌকিক নাম 'বোরি বন্দর' । বোম্বে যে বন্দর শহর আর বিভিন্ন বন্দর এলাকাই এখন একেকটা কেন্দ্র হয়ে উঠেছে সেটা এই নাম গুলো থেকে বোঝা যায় । বোরি বন্দর, রেতি বন্দর , ঘোর বন্দর । প্রসঙ্গত উল্লেখ্য ভারত বর্ষে প্রথম ট্রেন চলে এই বোরি বন্দর থেকেই । সম্ভবত থানা অবধি। বোম্বের ট্রাম উঠে গেছে ষাট এর দশকে। ট্রামের শহর কলকাতার ট্রাম লাইন গুলো আস্তে আস্তে বন্ধ হয়ে যাচ্ছে । ডিপো থেকে বাস কিছু চলে শুরু । ক্যালকাটা ট্রাম কোম্পানির বাস এখন পরিবহন দফতরের আওতায় আসে। শ্যামবাজার ডিপো থেকে বিবাদী বাগ, ধর্মতলা , হাওড়া ট্রাম বন্ধ হয়ে গেছে। শেষ ট্রাম চলছিল নাকি এ বছরের শুরুতে । হয়তো ওই লাইনটা ও বুঝিয়ে দেবে একদিন । হাজার বছর পরে কোনোদিন ঐতিহাসিক তার রা খুঁড়ে বের করবে শহর জোড়া এক পরিবহন ব্যবস্থার কঙ্কাল। বছর কয়েক আগের লেখা। তখনও মনে মনে যেন ভাবতাম একদিন আবার চালু হবে ট্রাম রুটগুলো । যদিও একটা কোনো আশঙ্কা ভিতরে ভিতরে সব সময় ছিল । এ শহরের কত উত্থান পতন, কত দিন বদলের সাক্ষী ছিল ট্রাম । সেই স্বদেশী আন্দোলন থেকে সমকালের ঘটনা । এই সেদিন ও দেখেছি রাজপথে লোকারণ্য । জনসমুদ্রের মাঝে স্থানুবৎ দাঁড়িয়ে আছে শ্যামবাজার থেকে ধর্মতলা গামী ৫ নম্বর। সাংবাদিক, ফটোগ্রাফার নিশ্চিন্তে আশ্রয় হয়ে । কাল খবর পেলাম আশঙ্কাটা সত্যি হতে চলেছে। কিছু বলার মত ভাষা খুঁজে পেলাম না। ট্রাম সেকেন্ড ক্লাস কামরা। কোনো পাখা নেই। ছোটবেলার বেলগাছিয়া ট্রাম ডিপো থেকে ১ নম্বর, ২ নম্বর, ১১ নম্বর ট্রামে করে হিন্দু স্কুলে যাওয়ার স্মৃতিটা মনে পাকাপাকি ভাবে গেঁথে আছে। অফিস টাইমে ওয়ান-ওয়ে হয়ে যাওয়া কলেজ স্ট্রীট ধরে সোজা স্কুলের গেট অবধি পৌঁছে যাওয়ার আর কোনো উপায়ই ছিল না। বাবা মাও নিশ্চিন্তে ট্রামে তুলে দিয়ে কাজে চলে যেতেন । জানতেন কন্ডাক্টর কাকু ঠিকই আমাদের সাবধানে নামিয়ে দেবেন। ফেরার সময়ও একই রুটিন । স্কুলের কোনো স্টাফ ট্রামে তুলে দিত। কোনো রাস্তা পার হতে হত না । বাস স্টপে নেমে এক ছুটে সোজা বাড়ি । অফিস টাইমে ভয়াবহ ভিড় হত সেই ট্রামে। আমরা অবশ্যই কোনো কাকুর কোলে বা জানলার ধারে। সৌজন্যে কন্ডাক্টর কাকু।

বিশ্ব বাণিজ্যের গুরুত্বপূর্ণ পথ

পানামা খাল বিশ্ব বাণিজ্যের এক গুরুত্বপূর্ণ জলপথ । পানামা প্রজাতন্ত্রের বুক চিরে বয়ে চলা কৃত্রিম খালটি জাহাজ চলাচলের জন্য ১৯০৪ সালে খনন করা হয় যেটি বিশ্ববাসীর কাছে পানামা খাল হিসেবে সমাধিক পরিচিত। পানামা খাল যুক্তরাষ্ট্রের স্থলভাগকে আলাদা করেছে একই সঙ্গে প্রশান্ত মহাসাগর এবং আটলান্টিক মহাসাগরকে করেছে একত্রিত। ১৯০৪ সালে এর খনন কাজ শুরু হয় এবং ১৯১৪ সালে সমাপ্ত হয়। পানামা খালের দৈর্ঘ্য ৬৫ কিলোমিটার এবং প্রস্থ ৩০ থেকে ৯০ মিটার পর্যন্ত । তবে গভীর জলভাগ থেকে এর দৈর্ঘ্য হিসেব করলে এর দৈর্ঘ্য দাঁড়ায় ৮২ কিলোমিটার। সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে প্রায় ৮৫ ফুট উঁচু ভূপৃষ্ঠ অতিক্রম করে পানামা খাল প্রবাহিত হয়েছে এবং অপর পাশের বিশাল জলরাশিকে করেছে একত্রিত । এত উঁচু দিয়ে প্রবাহিত হওয়ার কারণেই বহু চ্যালেঞ্জ নিয়ে এটি নির্মাণ করতে হয়েছে এবং বর্তমান সময় পর্যন্ত এর রক্ষণাবেক্ষণ অত্যন্ত জটিল এমনকি এখান দিয়ে জাহাজ পারাপার করার সময় অনুসরণ করা হয় এক বিশাল প্রক্রিয়া। পানামা খাল যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে ইউরোপ, এশিয়া এবং অস্ট্রেলিয়া মহাদেশের বাণিজ্যিক সম্পর্ককে এক অন্য রূপ দান করেছে। পানামা খাল যেহেতু সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ৮৫ ফুট উঁচু তাই অনেকের মনে প্রশ্ন থাকে যে এত উপরে কীভাবে জল ধরে রাখা হয় আর কীভাবেই বা এর উপর দিয়ে জাহাজ চলাচল করে। এখানকার জল ধরে রাখা থেকে জাহাজ চলাচল পর্যন্ত সকল প্রক্রিয়াই কৃত্রিমভাবে নিয়ন্ত্রণ করা হয়। পানামা খালে মোট তিন জোড়া জলকপাট রয়েছে যেগুলো পানামা খালকে সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ধাপে ধাপে ৮৫ ফুট পর্যন্ত ধাপে ধাপে উপরে তুলে দিয়েছে। প্রত্যেক জলকপাট দুটি ধাতব কব্জার দ্বারা তৈরি প্রতিটি কব্জা সাত ফুট মোটা এবং অবস্থান অনুযায়ী ৪৭ থেকে ৮২ ফুট পর্যন্ত উঁচু । জাহাজ চলাচলের সময় এসব কব্জা খুলে বা বন্ধ করে পানির স্তর জাহাজ চলাচলের উপযোগী করা হয়। পানামা খালে গার্টন লেক এবং গাইলার্ড কাটা নামে দুটি চ্যানেল রয়েছে। এই চ্যানেল দুটিতেই মূলত জল কপাটগুলো কাজ করে। জাহাজ পানামা খালে ঢুকা বা প্রবেশ করার পূর্বে জাহাজগুলোকে ছাড়পত্র গ্রহণ করতে হয়। কারণ এই খাল দিয়ে বর্তমানে একইসঙ্গে মাত্র দুটি জাহাজ চলাচল করতে পারে। যদিও ২০১৪ সালের আগ পর্যন্ত এই খাল দিয়ে মাত্র একটি জাহাজ চলাচল করতে পারত। চ্যানেল দিয়ে জাহাজ চলাচলের জন্য চ্যানেলের উভয় পাশে অত্যন্ত শক্তিশালী ক্রেন কাজ করে এছাড়া জল অপসারণ এবং যোগান দিয়ে পানির স্তর সমান করার জন্য কাজ করে অত্যন্ত শক্তিশালী কয়েকটি পাম্প। এই খাল দিয়ে জাহাজ চলাচল করে

শ্রীশ্রী অনুকূল ঠাকুর

মনের ভক্তি এবং শক্তির দরজাটাকে খুলে দিতে হয়। ঠাকুর বলেন, মানব সেবা হচ্ছে সবচেয়ে বড় ধর্ম। তার ওপরে আর কোনও ধর্ম নেই। গীতায় মানব সেবার কথা বলা হয়েছে। মনের শক্তি এবং ভক্তি জাগরিত হলে আর কোনও অপশক্তি আপনাকে পরাস্ত করতে পারবে না। সব অশুভ শক্তি পরাস্ত হবে। ধন্য হয়ে উঠবে গোটা জীবনটা। জ্ঞান অর্জন করতে হবে। জ্ঞানই ধন উপার্জন করতে সাহায্য করবে। যিনি জ্ঞানী তাদের ধন উপার্জন করতে আলাদা করে উদ্যোগী হতে হয় না।কর্ম যিনি করেন ধন আপনা থেকে তার কাছে এসে ধরা দিয়ে থাকে।

ভগিনী নিবেদিতা দর্শন

ভগিনী নিবেদিতা বলতেন, অর্থ এবং শিক্ষাকে দান করত হবে। কিছু দান না করলে কোনও কিছু কমে না। আর যিনি ধ্যান করেন তিনি পরম দেবতার সাক্ষাৎ পান। পরম দেবতা শরীরে অবস্থান করেন। তিনি মহান। তাকে কেন্দ্র করে সারা জগত জাগরিত হতে থাকে। তিনি হচ্ছেন জগত মাতা। পরম আত্না শরীরে অবস্থিত থাকেন। তিনি মহান। তাকে কেন্দ্র করে সারা জীবন অতিবাহিত হতে থাকে। তিনি হচ্ছেন জগত সেরা। শক্তির কথা বলতেন মানবধর্মের জয় করতে হবে। তার বিকাশ করতে হবে। জগত মাতাই হচ্ছেন শক্তিদাত্রী। তিনি শক্তি দান করে থাকেন। আর স্বামী বিবেকানন্দ বলতেন, পুজো না করে ফুটবল খেলতে। শরীর চর্চা করতে। শরীর চর্চা করে শক্তি অর্জন করতে হবে। ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব বলতেন, দান এবং ধ্যান করলে সম্পদ কোনও সময় কমে না। তা বৃদ্ধি পেতে থাকে। শিক্ষা দান করলে তা বৃদ্ধি পায়। শিক্ষা দান করলে শিক্ষার উন্নতি লাভ করে। শিক্ষার বিকাশ হয়। জীবনে উন্নতি করা যদি ইচ্ছা হয় তাহলে দান করে যেতে হবে। সেটা শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে।

বাংলার নবজাগরণের পথকে আরও বেশি ত্বরান্বিত করতে রানি রাসমণি স্বদেশি এবং বিদেশি শক্তিকে মদত দিয়েছিলেন

রবীন্দ্রকুমার শীল

রানি রাসমণির মনের মধ্যে হঠাৎ করে কেন দক্ষিণেশ্বর মন্দির প্রতিষ্ঠা করার ইচ্ছা জাগলো তার কারণ ব্যাখ্যা করা খুবই প্রয়োজন। রানি দেখেছেন তাঁর স্বামী রাজচন্দ্র দাস বরাবরই প্রগতিশীলপন্থীদের সমর্থক ছিলেন। তিনি কোনও সময়ে রক্ষণশীলপন্থীদের হয়ে কথা বলেননি। সতীহাদ প্রথার বিরুদ্ধে যখন বাংলায় সংগ্রাম তীব্র হতে দেখা দিল তখন থেকেই রাজচন্দ্র রামমোহন রায়কে সমর্থন করে এসেছেন। রাজচন্দ্র বরাবরই প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুরের পাশে ছিলেন। প্রায় সময়ে তিনি প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুরের সঙ্গে যে কোনও বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার আগে শলা পরামর্শ করে নিতেন। সেই দিক দিয়ে জানবাজারের রাজবাড়ির সঙ্গে জোড়াসাঁকোর ঠাকুর বাড়ির একটা নিবিড় সম্পর্ক ছিল। যদিও জোড়াসাঁকো ঠাকুর বাড়ির সদস্যরা প্রত্যেকেই ব্রাহ্ম ছিলেন। নারী শিক্ষার পক্ষে তাঁদের সায় ছিল। ঠিক সেই রকম হিন্দু সদস্য হয়েও রাজ চন্দ্র ব্রাহ্ম ধর্মে বিশ্বাসী মানুষদের সহচার্য লাভ করেছেন। তিনি মনে করতেন, ধর্ম কোনও একটি স্থানে স্থির হয়ে থাকতে পারে না। যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে ধর্মের পরিবর্তন দরকার। সেটা উপলদ্ধি করতে পেরেছিলেন নবদ্বীপের সেরা পণ্ডিত চৈতন্যদেব। তিনিই প্রথম বুঝতে পেরেছিলেন হিন্দু ধর্মের সংস্কার খুবই প্রয়োজন। হিন্দু ধর্মের সংস্কার না করতে পারলে সাধারণ মানুষের মুক্তি নেই। মানুষকে ধর্মের হাত থেকে মুক্তি দেওয়ার জন্যই চৈতন্যদেব বৈষ্ণব ধর্ম প্রবর্তন করলেন। তিনি চাইলেন পুজোর অর্চনার মধ্যে দিয়ে ঈশ্বর পুজো করে কোনও লাভ নেই। ঈশ্বরের নামগান করলেই ভগবান সাধনা হয়। তিনি কীর্তন শুরু করলেন। তিনি 'হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে' নামকে গণকীর্তনের রূপ দিলেন। স্লোগান দিতে শুরু করলেন 'হরে কৃষ্ণ হরে রাম'। চৈতন্যদেবের ধর্মীয় স্লোগানে আকৃষ্ট হয়ে পড়লো সবাই। তখন বাংলায় তন্ত্র সাধনা বৃদ্ধি পেতে শুরু করেছে। কঠিন সেই সব তন্ত্র সাধনা। তন্ত্র সাধকেরা সাধারণ মানুষের ওপরে অত্যাচার করতে শুরু করেছে। ধর্মের নাম করে একদিকে যেমন ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত সম্প্রদায় হিন্দুদের ওপরে অত্যাচার করছে পাশাপাশি আবার রক্ষণশীল হিন্দুদের ধর্মীয় অত্যাচারে মানুষ অতিষ্ঠ হয়ে পড়েছে। হিন্দুরা তখন দুই দিক দিয়ে আক্রান্ত। ধর্মের যূপকাষ্ঠে বলি হতে শুরু করে দিয়েছে বাংলার বাসিন্দারা। ধর্মীয় অত্যাচার থেকে মুক্তি দিতে বাংলায় আবির্ভূত হলেন চৈতন্যদেব। তিনি হিন্দু ধর্মের শাস্ত্র পড়ে দেখতে পেলেন মানুষের ওপরে অত্যাচার করে ধর্মকে স্থাপন করার কথা কোথাও বলা নেই। ধর্ম মানুষের শ্রীবৃদ্ধি করবে। শোষন করবে না। কিন্তু বাংলায় তখন শুরু হয়েছে ধর্মকে সামনে রেখে শুরু হয়ে গিয়েছে শোষন। এই ধর্মীয় শোষনের হাত থেকে বাংলাকে রক্ষা করতে চৈতন্যদেব নামগান শুরু করলেন। তিনি বলেন, ঈশ্বরের নামগান করলেই ভগবানের সাধনা করা যায়। তিনি প্রেম ধর্মকে প্রতিষ্ঠা করলেন। শ্রীকৃষ্ণের প্রেম ধর্মকে প্রতিষ্ঠা করলেন। তন্ত্র সাধনাকে তিনি বুচরুকির সাধনা বলে ঘোষণা দিলেন। পুরহিততন্ত্রের বিরোধিতা করতে শুরু করলেন। তাঁর প্রেরণায় দুটি বৈষ্ণব দর্শন গ্রন্থ প্রকাশ লাভ করে। একটি হচ্ছে 'চৈতন্যভাগবত' এবং আর একটি হচ্ছে 'চৈতন্যচরিতামৃত'। এই দুটি গ্রন্থ প্রথম বাংলায় প্রকাশিত হয়। এর আগে সব ধর্মগ্রন্থ সংস্কৃত ভাষায় রচিত হয়েছিল। বাংলা ভাষায় কোনও ধর্মগ্রন্থ ছিল না। এছাড়া অসংখ্যা বৈষ্ণব পদাবলি রচিত হয়েছিল। চৈতন্যদেবের প্রেরণায় দুটি বাংলায় ধর্মগ্রন্থ প্রকাশিত হল। প্রথমটি গ্রন্থের নাম হল 'চৈতন্য ভাগবত'। এটি রচনা করেছেন বৃন্দাবন দাস। পরের গ্রন্থটির নাম হল 'শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত'। এটি রচনা করেছিলেন কৃষ্ণদাস কবিরাজ। প্রথম জন বৃন্দাবন দাস চৈতন্যের নবদ্বীপ লীলা নিয়ে গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। আর দ্বিতীয়জন চৈতন্যের বৃন্দাবন লীলা বা চৈতন্যের তত্ত্বলীলা প্রকাশ করেছিলেন। কিন্তু এই দুটি গ্রন্থে চৈতন্যদেবকে শ্রীকৃষ্ণ রূপে প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছিল। কারণ তখনও মানবতাবাদ বাংলায় প্রতিষ্ঠিত হয়নি। ইংরেজরা আসার ফলে বাংলায় যুক্তিবাদ এবং মানবতাবাদ প্রতিষ্ঠিত হতে শুরু করে। তার ফলে আমরা দেখতে পেলাম যে শ্রীম রচিত 'রামকৃষ্ণকথামৃত' গ্রন্থে ঠাকুর রামকৃষ্ণ নিজেকে ঈশ্বর বলে গ্রহণ করছেন না। তিনি সেখানে নিজেকে সাধারণ মানুষের প্রতিনিধি বলে স্বীকার করছেন। মানব দর্শনকে প্রতিষ্ঠা করতে শুরু করে দিলেন ঠাকুর রামকষ্ণদেব তাঁর কথামৃত গ্রন্থে। সেখানে তিনি কোথাও বলেনি আমার পুজো করো। তিনি সেখানে মানুষের জয়গান গাইলেন। তিনি বললেন মানুষই ঈশ্বর। সবার ওপরে মানুষ সত্য তার ওপরে নাই। চণ্ডিদাসের পদাবলীই জগত সত্যের প্রকাশ ঘটালেন।

তাঁর ভাবশিষ্য স্বামী বিবেকানন্দ সেই মানবদর্শনকে শিকাগোতে প্রতিষ্ঠিত করে এলেন। তিনি বক্তব্যের শুরুতে বলেছিলেন আমার ভাই এবং বোনেরা। সবাই আপনি নন। সবাই আপন। নিজের। সেই আপন তত্ত্বকে প্রতিষ্ঠা করলেন স্বামী বিবেকানন্দ। মানবতাবাদের জয়গান গাইতে শুরু করলেন। হিন্দু ধর্মেও মানবতা বাদের জয়গানের কথা নিহিত আছে। কিন্তু তাকে প্রকাশ করতে

দেওয়া হয় না। কয়েকজন স্বার্থান্বেষীরা তাদের স্বার্থে হিন্দু ধর্মকে পরিচালিত করছে। ধর্ম কারোর একার সম্পত্তি নয়। ধর্ম হচ্ছে সবার। সর্বজনীন বলে মনে করেন স্বামী বিবেকানন্দ। হিন্দু ধর্মকে আধুনিকীকরণ করতে হবে। যুগের ভিত্তিতে হিন্দু ধর্মকে প্রকাশ করতে হবে। প্রাচীন হিন্দু ধর্মের রীতিনীতির পরিবর্তন করতে হবে। আধুনিক যুগের ওপরে ভিত্তি করে হিন্দু ধর্মের সংস্কার করতে হবে। সেটাই করতে চেষ্টা করেছিলেন রাজা রামমোহন রায়। তিনি হিন্দু শাস্ত্রের প্রতিটি অক্ষর ধরে পড়তে শুরু করলেন। খুঁজতে শুরু করলেন হিন্দু ধর্মের ন্যায়নীতি তন্নতন্ন করে। সতীদাহ প্রথাটা ছিল না। কোন নারী যদি তার স্বামীকে পরম ভালো বাসতেন এবং সেই স্বামী যদি মৃত্যু হতো তাহলে মৃত স্বামীর দেহের সঙ্গে নিজের ইচ্ছায় বিসর্জন দিত। সেটাই পরবর্তীকালে স্বেচ্ছার বদলে শক্তি প্রয়োগ ঘটে। সতীদাহ প্রথাকে বলবৎ রাখতে এবং অক্ষত রাখতে প্রয়োজন হলে পৈচাশিক শক্তি এসে উপস্থিত হল। আর সেটা করা হতো হিন্দু বিধবাদের ওপরে। এর বিরুদ্ধে প্রথম রুখে দাঁড়িয়েছিলেন জব চার্নক। পরবর্তীকালে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের অধ্যক্ষ বুকানন, কেরি সহ আরও অনেকে। ঠিক সেই সময়ে রাজচন্দ্র ও রামমোহন রায় এবং প্রিন্স দ্বারকানাথকে এ বাপারে সমর্থন করতে থাকলেন। তাঁর স্ত্রী রানি রাসমনিও পিছিয়ে থাকলেন না। তিনি স্বামীর মতকে সমর্থন করলেন। এখানেই রানি রাসমণির ধর্মীয় সংস্কারের মতটা প্রকাশিত। স্বামী রাজচন্দ্র যেভাবে ধর্মীয় সংস্কারমূলক আন্দোলনকে সমর্থন করে মানবমুক্তি দিতে চেয়েছিলেন সেই পথ ধরে পরবর্তীকালে তাঁর স্ত্রী রানি রাসমণি এগিয়ে চলার সিদ্ধান্তগ্রহণ করেন। তিনি চাইলেন হিন্দু ধর্মের আধুনিকীকরণ। প্রতিষ্ঠিত হল দক্ষিণেশ্বর মন্দির। ধর্মীয় আত্মার বিকাশ দেখতে পাওয়া গেল এখানে থেকেই। এখান থেকেই উচ্চারিত হতে থাকলো জীবে প্রেম করে যেই জন সেই জন সেবিছে ঈশ্বর। শুরু হল হিন্দু ধর্মের নবজাগরণ ঠাকুর রামকৃষ্ণদেবের হাত ধরে।

হিন্দু ধর্মের নব জাগরণ চেয়ে রানি রাসমণি দক্ষিণেশ্বরের মন্দির স্থাপন করতে উদ্যোগী হয়েছিলেন। তিনি এই মন্দির নির্মাণ কাজ শুরু করেছিলেন ১৮৪৭ সালে। মন্দিরটি সম্পূর্ণতা লাভ করে ১৮৫৪ সালে। রাজচন্দ্রের স্বপ্নকে সার্থক করে তোলার জন্যই রানি রাসমণি দক্ষিণেশ্বরের মা ভবতারিনী মন্দির নির্মাণ করার ব্যাপারে মত দিয়েছিলেন। রানি রাসমণির স্বামী রাজচন্দ্র দাস ৯ জুন ১৮৩৬ সালে (বঙ্গাব্দ ২৮ জৈষ্ঠ্য, ১২৪৩) পরলোকগমন করেন। তাঁর পরলোকের সংবাদ পেয়ে সেই সময়কার সমাজবিদরা ছুটে এসেছিলেন জানবাজারের বাড়িতে। এদের মধ্যে ছিলেন প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর, রাধাকান্ত দেব, মতিলাল শীল, দেওয়ান রাধাগোবিন্দ সিং প্রভৃতি। বাদ যায়নি ইস্ট ইণ্ডিয়ার কোম্পানির পদাধিকারীরাও। তারাও এসেছিলেন রাজচন্দ্র দাসকে শেষ দেখা দেখতে। এর একটি মাত্র কারণ হল রাজচন্দ্র শুধু মাত্র ব্যবসা বা জমিদারি করতেন না। পাশাপাশি তিনি সমাজ সেবা এবং দানধ্যান করতেন। সেই সময়ে বিধবা বিবাহ আন্দোলনকে তিনি সমর্থন করেছিলেন। সতীদাহ প্রথার রোধের ব্যাপারে প্রথম সারির নেতা ছিলেন রাজচন্দ্র। সেই কারণে স্বামীর কাজের প্রতি একটি টান জন্মতে শুরু করে দিয়েছিল রানি রাসমণি। তিনি বুঝতে পেরে ছিলেন শুধু জমিদারি এবং ইরেজদের সঙ্গে ব্যবসা করে বাবুয়ারি করাইটাই রাজচন্দ্রে পেশা নয়। রাজচন্দ্র চেষ্টা করতেন সবার যাতে মঙ্গল হয়। সবাই যাতে সুখে শান্তিতে বসবাস করতে পারে। স্বামীর আদর্শকে মাথা পেতে গ্রহণ করে নিয়েছিলেন রানি রাসমণি। তাঁর অবর্তমানেও রাজচন্দ্রের পথ ধরে সমাজ সেবা করতে শুরু করেন রানি রাসমণি। রানির সবচেয়ে বড় কাজ হচ্ছে দক্ষিণেশ্বরে মন্দির স্থাপন এবং সেখানে পুজারি হিসাবে রামকৃষ্ণকে পুরোহিত হিসাবে গ্রহণ করে নেওয়া। ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব হিন্দু ধর্মে মানবতার গান গাইতে শুরু করলেন। মানব সেবাই হচ্ছে সেরা ধর্ম। সেটাকেই তিনি প্রচার করতে শুরু করলেন। পুজো অর্চনা নয়। মানব সেবার মধ্যে দিয়ে ধর্মকে প্রাধান্য দিলেন ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব। এই মানব সেবার সূত্রটি রচনা করে দিয়ে গিয়েছিলেন রাজচন্দ্র দাস। তিনিও এগিয়ে এসেছিলেন মানব সেবা করতে। সেই সময়ে সতীদা প্রথার বিরদ্ধে যারা গর্জে উঠেছিলেন তার মধ্যে রাজচন্দ্র ছিলেন অন্যতম। তিনি অর্থ দিয়ে শ্রম দিয়ে সতীদাহ প্রথার বিরোধিতায় অংশ গ্রহণ করেছিলেন এবং বিদ্যাসাগরের পাশে উপস্থিত থাকেন এবং সতীদাহ প্রথা বিরোধী আইন প্রবর্তন করতে ইংরেজ সরকারের কাছে করা হয়েছিল আবেদন করা হয়েছিল তার অন্যতম সমর্থক ছিলেন রাজচন্দ্র। প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর তাঁকে সবচেয়ে বেশি ভালোবাসতেন বলে জানতে পারা গিয়েছে।

জানবাজারের জমিদার রাজচন্দ্র দাসের পিতার নাম ছিল প্রীতরাম দাস। তাঁর দুটি সন্তান। বড় জনের নাম ছিল হরচন্দ্র এবং ছোটজনের নাম ছিল রাজচন্দ্র। প্রীতরাম জীবিত অবস্থায় থাকাকালীন জ্যেষ্ঠ পুত্র হরচন্দ্র পরলোকগমন করেন। ১২০৮ সালে চাণক নামক স্থানে রাজচন্দ্রের প্রথম বিবাহ হয়। সেই বছরেই প্রথমা স্ত্রী মৃত্যু হওয়াতে তিনি দ্বিতীয়বার দারপরিগ্রহ করেন। দ্বিতীয় স্ত্রীও কিছুকাল পরে মারা গেলে তিনি দ্বারপরিগ্রহ থেকে করতে অনিচ্ছা প্রকাশ করেন। কিন্তু পরে পিতা প্রীতরাম দাস পুত্রের তৃতীয় বিবাহ দেওয়ার উদ্যোগী হলেন। হরেকৃষ্ণ দাসের কন্যা দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া গেলেন। পরে তিনি তাঁর সঙ্গে পুত্র রাজচন্দ্রের বিবাহের ব্যবস্থা করেন। ১২১১ সালে ৮ বৈশাখে রাজচন্দ্র রানি রাসমণিকে বিবাহ করেন। ১৭৯৩ সালে ২৪ সেপ্টেম্বর বাংলার ১২০০ সালের ১১ আশ্বিন তারিখে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। "হালিশহরের আগেকার নাম ছিল কুমারহট্ট। তখন এটা হুগলি জেলার মধ্যে ছিল। পাল রাজত্বকালে মহারাজ কুমার পালের নাম অনুসারে নাম হয়েছিল কুমারহট্ট। আজকের কলকাতা যেমন শিক্ষাদীক্ষায়, ব্যবসাবাণিজ্যে, সহায়-সম্পদে সবার ওপরে, হালিশহরও তখনকার দিনে সবচেয়ে উন্নত জনপদ হিসাবে বিবেচিত হত। হুগলির ত্রিবেণীকে কেন্দ্র করে এ অঞ্চলে গড়ে উঠেছিল শ্রেষ্ঠ বাণিজ্য বন্দর। শিক্ষায়, সংস্কৃতিতে ছিল সবার উপরে। তখনকার শিক্ষা ব্যবস্থা ছিল টোলকেন্দ্রিক। বাংলার শ্রেষ্ঠ শিক্ষা প্রতিষ্ঠাগুলি ছিল এই এলাকায়। এখান থেকে উচ্চশিক্ষা নিয়ে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে বহু ব্যক্তি উচ্চপদে কাজ করতেন।

এখানে যারা বাস করতেন তাঁরা আলাদা আভিজাত্যের মর্যাদা পেতেন। অনেক দেশবরেণ্য সমাজপতিদের বাস ছিল এখানে। কলকাতার শিরোমণি সাবর্ণ রায়চৌধুরীদের বংশের প্রতিষ্ঠাতা পঞ্চানন গঙ্গোপাধ্যায় এখানেই বসতি স্থাপন করেন। এখানে বাস করতেন বিপ্লবী বিপিন বিহারী গঙ্গোপাধ্যায়, পূজাপার্বণ এবং আধ্যাত্মিকতাতেও কুমারহট্ট ছিল সবার থেকে এগিয়ে। এখানে জন্মগ্রহণ করেন শ্রেষ্ঠ শ্যামাসংগীত রচয়িতা সাধক রামপ্রসাদ সেন। তাঁর সাধনাক্ষেত্র কালীমন্দিরটি আজও হালিশহরের রয়েছে। গুণীজনদের কাছে হালিশহর আজও 'পূণ্যভূমি কুমারহট্ট হালিশহর' নামে পরিচিত। নবাবি আমলে এই এলাকা হাবেলীশহর পরগনার অধীন। হাবেলীশহর থেকেই হালিশহরের নামের উৎপত্তি।

বাংলা চলচ্চিত্রের অভিনেত্রী সাবিত্রী

সুদেষ্ণা বসু

উত্তমকুমার - এর প্রথম ছবির নায়িকা। আয়ু মাত্র ৪৫ বছর। লন্ডন-এ জীবনাবসান অভিনেত্রী প্রযোজিকা। তিনি একাধারে টালিগঞ্জ পাড়ার সুদর্শনা নায়িকা, নামজাদা প্রযোজিকা আবার তাঁর হাত ধরেই বহু লেজেন্ডের টলি পাড়ায় উত্থান। অথচ এমন একজন ঐতিহাসিক অভিনেত্রীর কথা সেভাবে লেখা হয়নি বাংলা ছবির ইতিহাসে। না হয়েছে তাঁর সমস্ত ছবির সংরক্ষণ।

উত্তম-সুচিত্রা পূর্ববর্তী যুগের বিখ্যাত নায়িকা তিনি। তাঁর অভিনীত যেসব ছবি বহুল প্রচলিত সেগুলি হল কাশীনাথ, মায়ামৃগ, পণ্ডিত মশাই, দত্তা, শুন বরনারী ইত্যাদি। অথচ তাঁর অজস্র ছবি কালের অতলে বিস্মৃত।

জন্ম ১৯২১ সালের ৩ অগস্ট। বাবার নাম জগদীশ মুখোপাধ্যায় এবং মায়ের নাম নীহারবালা দেবী। তৎকালীন সামাজিক নিয়মে মাত্র তেরো বছর বয়সে ইলার বিয়ে হয়ে যায় ধনী ব্যবসায়ী সুধীর বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে। তাহলে মনে প্রশ্ন আসে এখানে অভিনেত্রীর অস্তিত্ব কোথায়?

ছোটো থেকেই ইনি ছিলেন নাচ গান আবৃত্তিতে পারদর্শী। আবৃত্তির গুরু ছিলেন বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র। বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র ইলার নতুন নামকরণ করা হয়। এখানেই শেষ নয়, তার পারদর্শীতার পরিচয়। মাত্র সাত বছর বয়সেই ফিল্মে অভিনয়ের হাতেখড়ি। তখন নির্বাক চলচ্চিত্রের যুগ। 'নিদ্রিত ভগবান' নির্বাক ছবিতে প্রথম অভিনয় সুনন্দার। আরও কতগুলি ছবিতে শিশুশিল্পী হিসেবে কাজ করেছেন। প্রাথমিক পড়াশুনো ডাফ স্কুলে, তারপর শ্যামবাজার বালিকা বিদ্যালয়। যখন তিনি ষষ্ঠ শ্রেণীর ছাত্রী তখনই তাঁর বিয়ে হয়ে যায় সুধীর বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে।

এরপর বেশ কিছুদিন অভিনয়ে বিরতি। পড়াশুনো আর সংসারের কারণে এগোতে পারেননি। বিয়ের পরেই কোলে আসে এক ছেলে ও এক মেয়ে। দুই সন্তানের মা হয়ে যান নাবালিকা বয়সেই । গড়িয়া হাটের বাড়িতে থাকতেন তিনি ও সুধীর। কিন্তু অভিনয়ের খিদে সুনন্দার মধ্যে সবসময় ছিল। ইতিমধ্যে তার বরের ব্যবসায় মন্দা আসে। সে কারণেই তার ফিল্মে ফেরা আবার।

প্রখ্যাত পরিচালক নীতিন বসু তখন তাঁর আসন্ন ছবি 'কাশীনাথ'-এর জন্য নতুন মুখের নায়িকা

খুঁজছিলেন। নীতিনবাবুর সহকারী সৌরেন সেনের সঙ্গে পরিচয় ছিল সুনন্দার পরিবারের। তিনি এই বিবাহিতা অভিনেত্রীকে নীতিন বসুর কাছে নিয়ে আসেন। নির্বাচিত হন সুনন্দা এবং এই প্রথম নায়িকা সুনন্দা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অভিষেক। যদিও ছবির টাইটেল কার্ডে নাম ওঠে সুনন্দা দেবী। তখন মহিলারা নামের পাশে পদবী লিখতে পারতেন না। ব্রাহ্মণ কন্যা বা ব্রাহ্মণ বধূরা নামের পাশে দেবী লিখতেন। ছবিতে সুনন্দা দেবীর বিপরীতে ছিলেন অসিত বরণ। তখন নাম অসিত মুখোপাধ্যায়। এছাড়াও ছিলেন ভারতী দেবী।

১৯৪৩ সালে মুক্তি পায় ডবল ভার্সন ছবি শরৎচন্দ্রের 'কাশীনাথ'। ছবি সুপার ডুপার হিট। জয়যাত্রা শুরু হয় সুনন্দা দেবীর।

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'দত্তা'-র বিজয়া রূপে প্রথম আইকনিক সাফল্য পান সুনন্দা দেবী। যে চরিত্র পরে করেছেন সুচিত্রা সেন। সম্প্রতি ঋতুপর্ণা সেনগুপ্তও বিজয়ার জুতোতে পা গলিয়েছেন। কিন্তু সুনন্দাই প্রথম দত্তার বিজয়া। এছাড়াও উল্কা, বিরাজ বউ, দম্পতি, দুই পুরুষ, জয়যাত্রা, সন্ধ্যাবেলার রূপকথা, পল্লীসমাজ, ভগিনী নিবেদিতা, বসন্ত বাহার প্রভৃতি ছবিতে কাজ করেছেন সুনন্দা দেবী। শরৎ-কাহিনির নায়িকা হিসেবে সুনন্দা ছিলেন সে যুগের প্রথমা।

উত্তম কুমারের প্রথম ছবি 'দৃষ্টিদান'-এর নায়িকা কিন্তু সুনন্দা দেবী। সেখানে নায়ক অসিত বরণ। অসিত বরণের ছেলেবেলার রোল করেছিলেন নবাগত উত্তম কুমার। পরে সুনন্দা দেবীর নায়ক হয়ে উত্তম কুমার করেছেন 'নষ্টনীড়' ছবি। এটি রবি ঠাকুরের গল্প নয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য এই ছবির 'নষ্টনীড়' নাম বলেই সত্যজিৎ রায় তাঁর ছবির নাম 'নষ্টনীড়' রাখবেন ভেবেও 'চারুলতা' রাখতে বাধ্য হন। একই নামে দুটি ছবি নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে বানানো যেত না। উত্তম কুমার অভিনীত ' মায়ামৃগ' ও 'শুন বরনারী'তেও সুনন্দা দেবী ছিলেন প্রধান চরিত্রাভিনেত্রীর ভূমিকায়।

সুনন্দা দেবী প্রযোজিকা রূপে যখন অবতীর্ণ হলেন তখন তাঁর ছবিতে বহু শিল্পীদের বড় সুযোগ দিয়েছিলেন যেসব প্রায় নবাগত শিল্পী পরে এক একজন লেজেন্ড হন।

সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায় জানাচ্ছেন, 'পাশের বাড়ি' সুপার ডুপার হিট হবার পর বাড়িতে হৈ হৈ রৈ রৈ কাণ্ড। বাড়িতে মিস্ত্রি লেগেছে। আমাদের তৎকালীন টালিগঞ্জের বাড়ির বারান্দার পাশে বাবা ছোটো একটা ঘর বানাচ্ছেন। আমার ঘর। এতদিনে আমার নিজের একটা ঘর হল। সেকেন্ড হ্যান্ড চেয়ার টেবিল এল। এই ঘরেই ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রির লোকজন এসে বসেন আমার কাজের ব্যাপারে কথা বলতে। এমনই একদিন আমার ঐ ছোট্ট রুমালের মতো ঘরে এমন একজন মানুষ এলেন যে তাঁকে গাড়ি থেকে নামতে দেখে আমি একেবারে বাক্যহারা হয়ে গেলাম। মনে হল স্বপ্ন দেখছি। বাড়িতে এসে আমার দিদিকে জিজ্ঞেস করলেন 'সাবিত্রী আছে?' আমার তখন ঠকঠক করে হাত পা কাঁপছে। আমি ওঁর পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করলাম। আমার মাথায় হাত রেখে বললেন 'পাশের বাড়ি-তে তোমার অভিনয় দেখেছি, ভাল লেগেছে। তোমার কাছে একটা চ্যালেঞ্জ নিয়ে এসেছি।'

আমি করব ওঁর চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা? বললেন, আমার পরের ছবি 'শুভদা' শরৎচন্দ্রের গল্প। এক বিধবা মেয়ের জীবনের কথা। খুব কঠিন চরিত্র। আমার প্রোডাকশান হাউসের পরিচালক থেকে সব সদস্যরা বলেছে সাবিত্রীকে দিয়ে এ রোল হবে না। সাবিত্রী বাঙাল। তাছাড়া 'পাশের বাড়ি'তে কমেডি চরিত্র করেছে। আমি বলেছি সাবিত্রী পারবে। যার ওমন মায়াবী চোখ সে না পারলে আর কে পারবে? যিনি আমায় এ চ্যালেঞ্জ দিলেন আমাদের বাড়ি এসে তিনি বিখ্যাত অভিনেত্রী প্রযোজক সুনন্দা দেবী। 'শুভদা'র মহরতে কে না এলেন! অগ্নিপরীক্ষায় পাশ করলাম। তখন সুনন্দা দেবী আমার সুনন্দাদি হয়ে গেছেন।

মনোজ মিত্রের কলমে 'ভানু'

বিশেষ প্রতিবেদক

ভানু বাবুর কথা- অভিনেতা মনোজ মিত্রের কলমে। জহর রায়, তুলসী চক্রবর্তী, ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়, রবি ঘোষে-র জীবদ্দশায় শ্রেষ্ঠ মঞ্চ অভিনেতার পুরস্কারের জন্য ওঁরা কেন বিবেচিত হন না? ক'টা স্কুলিং? দুটো না তিনটে? কোন পাঠশালায় কত ছাত্র? সেসব ছাত্রর রেজাল্ট কী রকম? ছাত্র-ছাত্রী কী সব গুরুমশাইয়ের পরিবারেরই লোকজন? বলো আগামী বছর কে ক'টা পুরস্কার পাচ্ছে? মাধবী মুখোপাধ্যায় এগিয়ে এলেন, 'ছেড়ে দিন ভানুদা। এখনই শট নিতে হবে।' শটটা এই রকম নাকরড়ি

সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায় পুরস্কার পেলেন, যখন তাঁকে না দিলেই নয়। ক্ষোভ ছিল ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়ের। সেটা তিনি গোপনও করতেন না। 'বাঞ্ছারামের বাগান'-এ অভিনয় করতে এলেন ভানুবাবু। বাঞ্ছারাম মরছে না। বাঞ্ছারামের মৃত্যু কামনায় কালীপুজো করছে নকড়ি দত্ত।

ভানুবাবুর ভূমিকা পুরোহিতের। ভানুবাবুকে সুপ্রভাত জানিয়ে তপন সিনহা বললেন,'আপনাকে যে মন্ত্রটা লিখে পাঠিয়েছিলাম মুখস্ত হয়েছে তো?' ভানুবাবু হাত ঘুরিয়ে বললেন, 'তপন,আমি বামুনের পোলা , আমাকে তোমার কাছে মন্ত্র শিখতে হবে? কার্যকালে শুনে নিও। অবশ্য শুনবেই বা কী করে, তখন তো ঢাকঢোল বাজবে। মুখ নাড়া দেখে বুঝে নিও।'

তারপর পড়লেন আমাকে নিয়ে; এই যে গ্রুপ থিয়েটারের শিল্পী, তোমাদের নবনাট্যে এখন ক'টা ঘরানা বিরাজ করছে, আই মিন দত্তর উঠোনে। ঢাকঢোল বাজছে। নকড়ি- গিন্নি অবিরাম মাথা কুটতে কুটতে আর্জি জানাচ্ছে।বুড়োটাকে নাও মা, বুড়োটাকে নাও। আর পুরোহিত যজ্ঞে আহুতি দিতে দিতে বাঞ্ছারামের চোদ্দোপুরুষ উদ্ধার করছে। হেনকালে স্বয়ং বাঞ্ছারাম, উন্নত স্বাস্থ্যের বাঞ্ছারাম; নতুন পাঞ্জাবি পরে হেলে দুলে যজ্ঞস্থলে উপস্থিত। মজার ব্যাপার হলো - শটের মধ্যে পুরোহিতের মন্ত্রপাঠ হল বটে। ঢাকঢোলের আওয়াজে আর কে কী শুনেছিলেন বলতে পারব না;আমি মাধবী মুখোপাধ্যায়ের পাশে দাঁড়িয়ে পরিষ্কার শুনলাম, ভানুবাবু আমাদের গ্রুপ থিয়েটারের এক-একজনের নাম করে আহুতি দিচ্ছেন,ওঁর মত অভিনেতা ভূ-ভারতে নেই মা, ওঁকে এবার অ্যাকাডেমি অ্যাওয়ার্ড দিও;ওঁর মতো অভিনেত্রী বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে নেই মা, ওকে উর্বশী পুরস্কারটা ইত্যাদি। একটানা শটের পর ভানুবাবু চুপ।

নবদ্বীপ পুরসভার উদ্যোগে আয়োজিত হল দুর্গাশ্রী ও রাসশ্রী সম্মাননা জ্ঞাপন অনুষ্ঠান - ২০২৩

দুরন্ত বার্তা, নবদ্বীপ, ২৭ সেপ্টেম্বর ঃ বাঙালির শ্রেষ্ঠ উৎসব বলতে দুর্গা পুজোকে বলা হলেও বর্তমানে তা আর বাঙ্গালীদের মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই। বাঙালি ছাড়াও বিভিন্ন ভাষাভাষী মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ছে এই উৎসব। শারদীয়া উৎসব শুধু বাংলাতেই নয়, ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্ত ছাপিয়ে সদূর বিদেশের বহু দেশেও সমানভাবে সমাদৃত। অপরদিকে নদীয়ার অন্যতম প্রাচীনতম জনপদ এবং চৈতন্য ভূমি নবদ্বীপ শহরের প্রাচীন এবং প্রানের উৎসব ঐতিহ্যবাহী রাস উৎসব হলেও এই দুই উৎসবের অন্যতম রাস উৎসব হলেও দুর্গোৎসবও কম হয় না চৈতন্যের শহর নবদ্বীপে। বিশেষ করে মহিলা পরিচালিত দুর্গাপূজা। ইতিমধ্যেই শহরের এক তৃতীয়াংশ বারোয়ারি মহিলা দ্বারা পরিচালিত। চাঁদা থেকে শুরু করে পূজোর সমস্ত উপকরণ, মহিলা পরিচালিত বারোয়ারির সদস্যরা সবকিছু নির্দ্বিধায় নিজেদের কাঁধে তুলে নেন। শহরের দুর্গাপূজা ও রাস উৎসব কমিটিরগুলিকে উৎসাহ প্রদান করতে বেশ কয়েক বছর ধরেই শুরু হয়েছে দুর্গাশ্রী ও রাসশ্রী এবং রাস কার্নিভালে শ্রেষ্টত্বের সম্মাননা প্রদান। নবদ্বীপ পুরসভার পক্ষ থেকে বেশ কয়েক বছর ধরে শুরু হয়েছে দুর্গাশ্রী ও রাসশ্রী এবং কার্নিভালের শ্রেষ্টত্বের বিচারে সম্মাননা প্রদান অনুষ্ঠান। বিগত বছরের ন্যায় এবছরও শ্রেষ্ঠত্বের বিচারে দুর্গাশ্রী ও রাসশ্রী সম্মাননা ২০২৩ পুরস্কার তুলে দেওয়া হল বেশকিছু বারোয়ারী ও একাধিক ক্লাবকে। শুক্রবার বিকেলে নবদ্বীপ পুরসভা পরিচালিত রবীন্দ্র সংস্কৃতি মঞ্চে আয়োজিত দূর্গাশ্রী ও রাসশ্রী সম্মাননা অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক পুন্ডরীকাক্ষ সাহা, পুরপিতা বিমান কৃষ্ণ সাহা, উপ-পুরপিতা সচিন্দ্র বসাক, নবদ্বীপ পঞ্চায়েত সমিতির সহ সভাপতি তাপস ঘোষ, নবদ্বীপ থানার আরক্ষা আধিকারিক জলেশ্বর তিওয়ারি। এ ছাড়াও নবদ্বীপ শহরের ২৪ টি ওয়ার্ডের তৃণমূল কাউন্সিলর ও অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ। ২০২২ সালের পর ২০২৩ সালেও দুর্গোৎসবে নবদ্বীপ শহরে সার্বিকভাবে প্রথম দুর্গাশ্রী ২০২৩ সম্মাননা তুলে দেওয়া হয় শহরের দক্ষিণাঞ্চল এবং শারদীয়া উৎসবে থিমের পুজোয় চমক সৃষ্টিকারী ঘোষপাড়া পঞ্চদশ পল্লী পরিচালিত সার্বজনীন দুর্গোৎসব কমিটিকে। দ্বিতীয় এবং তৃতীয় দুর্গাশ্রী সম্মাননা তুলে দেওয়া হয় যথাক্রমে দন্ডপানিতলা ঘাট দুর্গোৎসব কমিটি ও মনিপুর ঘাট রোড দুর্গাপুজো কমিটি পরিচালিত সর্বজনীন দুর্গোৎসব কমিটিকে। প্রথম,দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান পাওয়া বারোয়ারীর কর্মকর্তাদের হাতে যথাক্রমে ১৫ হাজার, ১০ হাজার ও ৭ হাজার টাকার চেক তুলে দেওয়া হয় পুরসভার পক্ষ থেকে। এর পাশাপাশি দুর্গোৎসবে শ্রেষ্ঠ প্রতিমা, শ্রেষ্ঠ মণ্ডপসজ্জা, সামাজিক পরিবেশ, শব্দ বিধি ও সামাজিক পরিবেশ এর শ্রেষ্টত্বের পুরস্কার হিসেবে যথাক্রমে পোড়াঘাট চড়া মহিলা সমিতির দুর্গাপূজা কমিটি, প্রতাপনগর সার্বজনীন দুর্গোৎসব কমিটি, বুড়ো শিবতলা মহিলা দুর্গোসব কমিটি, আজাদ হিন্দ ক্লাব ও যোগমায়া মহিলা সমিতি দুর্গাপূজা কমিটিঅমর ভারতী ক্লাব, মহিলা পরিচালিত শ্রী শ্রী যোগমায়া সার্বজনীন দুর্গোৎসব পুজো কমিটিকে পুরস্কার হিসাবে ৩ হাজার টাকার চেক সহ মানপত্র তুলে দেওয়া হয় পুরসভার পক্ষ থেকে। অপরদিকে রাসশ্রী সম্মাননা ২০২৩ সার্বিকভাবে প্রথম স্থান পায় সরকারপাড়া নিশান ক্লাব পরিচালিত নটরাজ গঙ্গা। দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান লাভ করে যথাক্রমে ব্যাদরা পাড়া শবশিব ও আমবাগান সপ্তর্ষি ক্লাব পরিচালিত ভারত মাতা। রাসশ্রী পুরস্কারে সম্মানিত প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় তিনটি বারোয়ারিকে পুরস্কার হিসেবে নগদ যথাক্রমে ১৫ হাজার, ১০ হাজার ও ৭ হাজার টাকার চেক তুলে দেওয়া হয় পুর কর্তৃপক্ষের তরফে। এছাড়াও অন্যান্য পুরস্কার হিসেবে আরও পাঁচটি ক্লাব বা বারোয়ারীকে পুরস্কারস্বরূপ মানপত্র ও তিন হাজার টাকার চেক তুলে দেওয়া হয় পুরসভার পক্ষ থেকে। পাশাপাশি রাস আড়ং এ সবদিক দিয়ে শ্রেষ্ঠত্বের বিচারে পুরস্কার পান স্বাধীন ভারত ক্লাব পরিচালিত রাধা বাজার ডুমুরেশ্বরী মাতা পুজো কমিটি। রাস কার্নিভালে শ্রেষ্ঠত্বের শিরোপা লাভ করে চর দক্ষিণ ঘোষপাড়া বারোয়ারী কমিটি পরিচালিত শ্রী শ্রী গঙ্গা মাতা। দ্বিতীয় ও তৃতীয় যথাক্রমে শিব পুজো কমিটির শিব পূজা ও সরকারপাড়া নিশান ক্লাব পরিচালিত নটরাজ। এদিন সমগ্র অনুষ্ঠানটি দক্ষতার সঙ্গে সঞ্চালনা করেন বিশিষ্ট কবি, সাহিত্যিক সিরাজুল ইসলাম।

নাবালিকাকে ধর্ষণ

দুরন্ত বার্তা, বারুইপুর, ২৭ সেপ্টেম্বর ঃ এবার রেল কোয়াটারে কোচিং সেন্টারে ধর্ষণ। বাবা ও মা সহ নির্যাতিতা নাবালিকাকেও খুনের হুমকি দিয়ে দিনের পর দিন চোদ্দ বছরের নাবালিকাকে ধর্ষণের অভিযোগ উঠলো বারুইপুরের এক রেল কর্মীর বিরুদ্ধে। অভিযোগ, বারুইপুর স্টেশন সংলগ্ন রেল কোয়াটারে কোচিং সেন্টারে গত তিন চার মাস ধরে এই কাজ করতেন অভিযুক্ত। নাবালিকা এর জেরে মানসিক অবসাদে চলে যায়। মানসিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে নিয়ে গিয়ে নির্যাতিতা ছাত্রীর কাউন্সেলিং করাতে হয়। শেষে পরিবারে গুণধর শিক্ষকের কীর্তি জানায় সে। এরপরেই বারুইপুর থানায় অভিযোগ জানায় নির্যাতিতার পরিবার। পুলিশ অভিযুক্ত কে গ্রেপ্তার করেছে। পুলিশ জানিয়েছে, ধৃতের নাম বিশ্বনাথ সর্দার। নির্যাতিতার পরিবারের এও অভিযোগ, কোচিং সেন্টারে অন্য মেয়েদের সঙ্গেও এমনই করতো অভিযুক্ত।

জলদাপাড়ায় কড়া নিরাপত্তা

দুরন্ত বার্তা, আলিপুরদুয়ার, ২৭ সেপ্টেম্বর ঃ পুজোর মুখে যে কোনও দিন জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যানে উত্তর পূর্বাঞ্চলের চোরাশিকারিরা গণ্ডার হত্যা করতে পারে। নির্ভরযোগ্য গোয়েন্দা সূত্রে এই খবর আসতেই জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যানে রেড অ্যালার্ট জারি করেছে বন দফতর। জোরদার হয়েছে জাতীয় উদ্যানের নিরাপত্তা ব্যবস্থা। জাতীয় উদ্যানের ডিএফও প্রবীণ কাসোয়ান জানান, জেলা পুলিশকেও এই চোরাশিকারের সম্ভবনার ঘটনার কথা জানানো হয়েছে।

কাটিহার মণ্ডলে সিগন্যালিং কাজ

ই-টেণ্ডার নোটিস সংখ্যা. এন-২০২৪-কে -১৭ তারিখঃ ২৪-০৯-২০২৪। নিম্নলিখিত কাজের জন্যে নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেণ্ডার আহ্বান করা হয়েছে। **টেণ্ডার সংখ্যা. এন-২০২৪-কে-১৭। কাজের নামঃ** কাটিহার মণ্ডলের বিভিন্ন ইঞ্জিনিয়ারিং মেশিন কাজের সময়ে সিগন্যালিং কাজ (একলাখী-বালুরঘাট খণ্ডে বিসিএম মেশিনের কাজ)। **টেণ্ডার রাশিঃ** ২৪,৯১,১০১.০৮/- টাকা। **বায়না রাশিঃ** ৪৯,৮০০/- টাকা। **টেণ্ডার বন্ধের তারিখ এবং সময়ঃ ১৬-১০-২০২৪** তারিখের **১৫.০০** ঘন্টায়। উপরোক্ত ই-টেণ্ডারের টেণ্ডার প্র-পত্রের সঙ্গে সম্পূর্ণ বিবরণ আগামী **১৬-১০-২০২৪** তারিখের **১৫.০০** ঘন্টা পর্যন্ত **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

ডিআরএম (এসএণ্ডটি), কাটিহার
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

PWD (GOVT OF WB) TENDER NOTICE

e-tender invited by the Executive Engineer, P.W.D. Howrah Electrical Division. Onkarmal Jetia Road, Howrah – 711103.

NIT No. WBPWD/EE/HED/NIT-185 of 2024-2025. Memo. 2765 Dt. 27.09.2024 Tender ID : 2024_WBPWD_759307_1

Name of Work : Electrical Installation Works at Rest Room for Doctors & Nurses, separate Female Toilets, Toilets for Male Doctors and other Male & Female staffs within the campus of Udaynarayanpur State General Hospital, Udaynarayanpur in the District of Howrah.

NIT No. WBPWD/EE/HED/NIT-186 of 2024-2025. Memo. 2772 Dt. 27.09.2024 Tender ID : 2024_WBPWD_759427_1

Name of Work : Renovation of E.I. work in bathroom at different location and Doctor & Sister Rest Room in the Saytabala ID Hospital, Liluah, Howrah.

Last Date of Submission :**01.10.2024** Intending bidder may download the Tender/Quotation documents from the website : **www.pwd.wb.in .**

A. Das
Executive Engineer, P.W.D.
Howrah Electrical Division.
Govt. of West Bengal

মেট্রো রেলওয়ে, কলকাতা

ভাণ্ডারসমূহের প্রাপ্তির জন্য **ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি সংখ্যা ঃ ০৯/২৪-২৫ তারিখ ঃ ২৭.০৯.২০২৪।** নিম্নলিখিত সামগ্রীর জন্য ই-টেন্ডারসমূহ ইতিমধ্যেই সমস্ত বিস্তারিত সমেত **www.ireps.gov.in**-এ আপলোড করা হয়েছে। ম্যানুয়াল বিড গ্রাহ্য হবে না। সংশোধনী/পরিবর্তন, যদি থাকে, শুধুমাত্র উপরোক্ত ওয়েবসাইটে আপলোড করা হবে।

টেন্ডার সংখ্যা	সংক্ষিপ্ত বিবরণ	পরিমাণ	বন্ধের তারিখ ও সময়
০১২৩১৯৬৩ডি	প্যাসেঞ্জার সিট-এর সেট	১৭ সেট	০৮.১০.২০২৪ সকাল ১১টা
০১২৩১৮৯০	পাওয়ার ব্রেক স্যুইচ	২৪টি	১৫.১০.২০২৪ সকাল ১১টা
০১২৩৫১৭৮এ	বগি ফ্রেম ও বোলস্টার	১০টি	১৬.১০.২০২৪ বেলা ২টা
০১২৪৫০৩৮	এমএসইউ অ্যাসেম্বলি কিট-এর সেট (এমএসইউ ব্যতীত)	৫০ সেট	১৬.১০.২০২৪ বেলা ২টা
০১২৪১১৮১	এসি রেকসমূহের জন্য ব্রেক ব্লক	৪২৭৩টি	২১.১০.২০২৪ বেলা ২টা

পিসিএমএম, মেট্রো রেলওয়ে, কলকাতা

আমাদের অনুসরণ করুন ঃ /metrorailwaykol /metrorailkolkata

PWD (GOVT OF WB) TENDER NOTICE

Executive Engineer, Hooghly Electrical Division, P.W.Dte. invites Short notice Quotation for the work of **"Electrical Installation work of duty/rest room with toilet including SITC of AC machine at doctor rest room at Serampore Walsh SD Hospital, Serampore, Hooghly.----SITC of Air Conditioning."**
NIQ No.- WBPWD/EE/HED /SHORT/ NIeT-100 of 2024-25
Tender ID- 2024_WBPWD_759433_1
Bid submission closing date: **01/10/2024 upto 11.05 AM**
Corrigendum if any will be published in website only. Details of N.I.T. and Tender documents may be downloaded from: **http://wbtenders.gov.in**

Sd/-
Executive Engineer,P.W.Dte.
Hooghly Electrical Division

PWD (GOVT OF WB) TENDER NOTICE

Executive Engineer, Hooghly Electrical Division, P.W.Dte. invites Short notice Quotation for the work of **"Supply & fixing of LED Flood light for high mast tower & compound LED light for sorrounding of main hospital building in the premises of Imambara District Hospital, Hooghly.."**
NIQ No.- **WBPWD/EE/HED /SHORT/ NIeT-99 of 2024-25**
Tender ID- **2024_WBPWD_759423_1**
Bid submission closing date: **01/10/2024 upto 11.05 A.M.**
Corrigendum if any will be published in website only. Details of N.I.T. and Tender documents may be downloaded from: **http://wbtenders.gov.in**

Sd/-
Executive Engineer,P.W.Dte.
Hooghly Electrical Division

অক্টোবর' ২০২৪ মাসের জন্য ই-নিলাম কর্মসূচি

লামডিং ডিভিশনের অধিক্ষেত্রের অধীনে রেলওয়ের বর্জিত সামগ্রী বিক্রির জন্য **অক্টোবর'** ২০২৪ মাসের জন্য নিম্নবর্ণিত হিসেবে তারিখে ই-নিলাম অতিরিক্ত কর্মসূচি স্থির করা হয়েছে।

ক্র.নং.	মাস	স্থির করা তারিখ
১	অক্টোবর' ২০২৪	০১/১০/২০২৪, ৩০/১০/২০২৪

আগ্রহী বিডাররা আইআরইপিএস ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in** এর মাধ্যমে ই-নিলাম কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করতে পারেন।

সিনিয়র ডিভিশনাল ম্যাটেরিয়াল ম্যানেজার, লামডিং
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

পুজোয় বিজ্ঞাপনের হোডিং সহ রাস্তার পাশে অস্থায়ী দোকান বসানোয় নিষেধাজ্ঞা পৌরসভার

দুরন্ত বার্তা, নদীয়া, ২৭ সেপ্টেম্বর ঃ স্বচ্ছ ভারত নির্মল বাংলার মতন নির্মল শান্তিপুর গড়ে তুলতে শান্তিপুর পুরসভার বিশেষ তপরতা এ বছর। ধর্মপ্রাণ নদীয়ার পুজোর শহর শান্তিপুরে বারো মাসে তেরো পার্বণ লেগেই থাকে। আর এই উপলক্ষ্যে সাজ সাজ রব গোটা শান্তিপুর জুড়ে। ফ্লেক্স ব্যানার হোডিং গুরুত্বপূর্ণ পথের ওপর ওভার গেট রাস্তা সংলগ্ন বিভিন্ন মেলা গুরুত্বপূর্ণ রাস্তার পাশে অস্থায়ী দোকান এসবই লক্ষ্য করা যেত তবে এবছর আর নয়! থাকছে পৌর নিয়ন্ত্রণ। শহরে পথ চলতি মানুষদের যাতায়াতের সুবিধার্থে সাধারণ মানুষের চলাচলের স্বাধীনতার কথা মাথায় রেখে বিভিন্ন ধরনের যানজট এবং দুর্ঘটনা এড়াতে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে পৌরসভার পক্ষ থেকে। ইতিমধ্যেই পথের পাশে সরকারি বিভিন্ন জায়গা থেকে অস্থায়ী দোকান সরানো হয়েছে তাই নতুন করে আর যানজট নয়। জনসাধারণ এবং বিভিন্ন পুজো উদ্যোক্তাদের উদ্দেশ্যে আজ শান্তিপুর পৌরসভা থেকে এক মাইক প্রচার এই বিষয়ে সচেতন করেন শান্তিপুরের ২৪ টি ওয়ার্ডেরই বিভিন্ন পাড়ায় পাড়ায়। এই বিষয়ে চেয়ারম্যান সুব্রত ঘোষ জানান অনেক ক্ষেত্রেই নিয়ন্ত্রণ বিহীন এবং বিনা অনুমতিতেই পুজো কমিটিগুলির বিভিন্ন আয়োজন কখনো বিপদজনক কখনো বা অন্যের অসুবিধাজনক বিষয় লক্ষ্য করা যায় তাই এবার যা কিছু করতে হবে তা পৌরসভার কাছে আবেদনের ভিত্তিতে। পৌরসভা খতিয়ে রেখে তবেই দেবে অনুমতি। তবে জগৎ বিখ্যাত ভাঙ্গারাস কিংবা সূত্রাগর অঞ্চলের জগদ্ধাত্রী পুজোয় বহিরাগত জনসমাগম ঘটে শান্তিপুরে আর সেক্ষেত্রে ব্যাপক ভিড় যানজট সৃষ্টি হয়। হয়তো তারই মুক্তি ঘটতে চলেছে এবার। তবে বেশ কিছু পূজা উদ্যোক্তা তাদের নিজস্ব এলাকার মধ্যে ফাঁকা মাঠে মেলা বসিয়ে থাকেন এই প্রসঙ্গে চেয়ারম্যান সুব্রত ঘোষ কে প্রশ্ন করলে তিনি বলেন সবটাই হতে পারে অনুমতি ক্রমে। তবে ভাঙার রাসের সময় পুরসভা পরিচালিত রাস্তার দুপাশে দীর্ঘদিন চলা বিভিন্ন মেলা প্রসঙ্গে অবশ্য তিনি স্পষ্ট করে কিছু জানাননি তবে প্রান্তিক মানুষজন যারা মেলার উপর নির্ভর করে চলেন তাদের কোন অসুবিধা সৃষ্টি হবে না বলেই তিনি জানিয়েছেন। তবে এই বিষয়ে সম্প্রতি শান্তিপুর থানার উদ্যোগে বিভিন্ন পুজো উদ্যোক্তাদের নিয়ে আয়োজিত এক সভায় তিনি বিষয়টি সম্পর্কে আলোচনা করেছেন বলেই জানিয়েছেন আমাদের।

তিনবছর আগে জুনিয়র চিকিৎসকের রহস্যমৃত্যু বর্ধমান মেডিক্যালে, সিবিআই তদন্তের দাবি পরিবারের

দুরন্ত বার্তা, বর্ধমান, ২৭ সেপ্টেম্বর ঃ আরজিকরে পড়ুয়া-চিকিৎসকের ধর্ষণ ও খুনের ঘটনার পরই সামনে আসছে আরও অনেক মৃত্যু রহস্য। 'অভয়া' মৃত্যুর সঠিক বিচার চেয়ে জুনিয়ার চিকিৎসকদের রাজ্যজুড়ে আন্দোলন চলছে, এই আন্দোলনের আবহে বিচার চাইছে ২০২১ সালে মৃত জুনিয়ার চিকিৎসক মোবারক হোসেনের পরিবারও। মোবারকের মৃত্যুর সময় তদন্তভার রাজ্য পুলিশ, পরে সিআইডির উপর ছিল। বর্তমান পরিস্থিতিতে তাদের উপর ভরসা না রাখতে পেরে সিবিআই তদন্তের দাবী জানালেন জুনিয়র চিকিৎসকের বাবা শেখ হাফিজুল ইসলাম। পরিবার সূত্রে জানা গেছে, ২০২১ সালে বর্ধমান মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের সার্জারি বিভাগে হাউস স্টাফ হিসাবে যোগ দেওয়ার কথা ছিল মোবারকের। তার আগেই হঠাৎ বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজের বয়েজ হস্টেলের তিনতলা থেকে পড়ে গিয়ে মৃত্যু হয় তাঁর। এরপর তিন তিনটে বছর কেটে গেলেও কেন ও কীভাবে মোবারকের মৃত্যু হল, তা জানতে পারেনি জুনিয়র চিকিৎসকের পরিবার। সিআইডি ঘটনার তদন্ত শুরু করেছিল। এখন এই ঘটনার হাইকোর্টে বিচার প্রক্রিয়া কোন পর্যায়ে আছে, সে সব সম্পর্কে কিছুই জানেন না মোবারকের পরিবার। পূর্ব বর্ধমানের নাদনঘাট থানার শাহজাদপুরের বাসিন্দা ছিলেন শেখ হাফিজুল ইসলাম আজও ছেলের মৃত্যুর সঠিক বিচারের অপেক্ষায় দিন গুনছেন। সিবিআই তদন্তের মধ্যে দিয়ে আসল সত্যটা বেরিয়ে আসুক চাইছেন তিনি। জানা গেছে, ২০২১ সালের ১১আগস্ট বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজের বয়েজ হস্টেলের তিন তলার ছাদ থেকে পরে যায় ডাক্তার মোবারক। তাকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় দেখতে পায় হস্টেলের ছাত্ররাই। উদ্ধার করে বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। পরে সেখানে তাঁর মৃত্যু হয়। এই ঘটনার পরেও বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজের তরফে আমাদের কোনও খবর দেওয়া হয়নি। আমরা আত্মীয়-স্বজন এবং ছেলের বন্ধুবান্ধবদের কাছ থেকে জানতে পারি, সে আহত অবস্থায় বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজের আইসিইউ-তে ভর্তি আছে। তারপর আমরা গিয়ে দেখি ছেলে মৃত। কলেজ কর্তৃপক্ষ আমাদের কাছে কোনও কথা বলেনি বলে অভিযোগ মৃতের পরিবারের। সেই সময় হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ শেখ হাফিজুল ইসলাম কে জানায়, নেশাগ্রস্ত অবস্থায় হোস্টেলে ছাদ থেকে পড়ে গিয়ে মৃত্যু হয়েছে তার ছেলের। কিন্তু ময়নাতদন্তের রিপোর্টে তার কোনরকম শরীরে অ্যালকোহল পাওয়া যায়নি। আরজিকর আবহের মধ্যেই ফের একবার জল্পনা উসকে রাজ্য পুলিশের উপর ভরসা না রাখতে পেরে সিবিআই দাবি জানালেন মৃত চিকিৎসকের বাবা শেখ হাফিজুল ইসলাম। পাশাপাশি মেডিক্যাল কলেজে থ্রেড কালচার নিয়েও প্রশ্ন তোলেন তিনি।

কেন্দ্রীয় আধা সামরিক বাহিনীর নিয়োগ পরীক্ষায় ডোমিসাইল বি পদে বিহার থেকে এসে পরীক্ষা দেওয়ার অভিযোগ

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি , ২৭ সেপ্টেম্বর ঃ কেন্দ্রীয় আধা সামরিক বাহিনীর নিয়োগ পরীক্ষায় রাজ্য সরকারের ভূমিপুত্রদের জন্য সংরক্ষিত ডোমিসাইল-বি পদে বিহার থেকে এসে পরীক্ষা দেওয়ার অভিযোগ তুলে দুই পরীক্ষার্থীকে হেনস্তা করার অভিযোগ উঠল বাংলা পক্ষ নামে একটি সংগঠনের সদস্যদের বিরুদ্ধে। পুলিশ এবং আইবির লোক পরিচয় দিয়ে দুই বিহারি যুবককে কান ধরে ওঠবস করানো হয় বলেও অভিযোগ। সেই ভিডিও সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হওয়ায় দেশজুড়ে শোরগোল পড়েছে। পরীক্ষার্থীদের হেনস্তার বিরুদ্ধে সরব হয়েছেন বেগুসরাইয়ের সাংসদ গিরিরাজ সিং। তাঁর বক্তব্য, 'রোহিঙ্গাদের জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকার লাল কার্পেট বিছিয়ে রেখেছে অথচ বিহার থেকে পরীক্ষার্থীরা পরীক্ষা দিতে গেলে, তাঁদের সঙ্গে এধরণের অভব্য আচরণ করা হয়।' তাঁর আরও অভিযোগ, 'গোটা ঘটনায় তেজস্বী যাদব, রাহুল গান্ধি চুপ রয়েছেন কেন? বেগুসরাইয়ের সাংসদ গিরিরাজ সিং সোশ্যাল মিডিয়ায় খুব উগরে দিয়ে বলেন, পশ্চিমবঙ্গের পরিস্থিতি দিনের পর দিন খারাপ হয়ে যাচ্ছে। পশ্চিমবঙ্গ কী আলাদা দেশ নাকি ভারতেরই অঙ্গ?' এদিকে, ঘটনার পরই প্রশাসনিক স্তরে শোরগোল পড়ে যায়। মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে ইতিমধ্যেই শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটন পুলিশের এসওজির টিম বাংলাপক্ষের সদস্য রজত ভট্টাচার্য্য ও গিরিধারী রায়কে গ্রেপ্তার করে। রানিডাঙ্গার যে বাড়িতে ওই দুই পরীক্ষার্থী পরীক্ষা দিতে এসে ভাড়া নিয়েছিলেন, সেই বাড়ির মালিকদের দায়ের করা ওই অভিযোগের ভিত্তিতেই দুজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে বলে পুলিশ সূত্রে জানা গেছে। যদিও ধৃত রজত ভট্টাচার্য্যর দাবি, 'আমরা পুলিশ ও আইবি-কে জানিয়ে সেখানে গিয়েছিলাম। আমাদের কোনও সহযোদ্ধা কেউ সেরকম বলেনি যে আমরা পুলিশ কিংবা আইবি-র লোক। রেকর্ডিং চলার সময় কেউ পাশ থেকে ওরকম কথা বলে দিয়েছে। কোথাও একটু ভুল বোঝাবোঝি হয়ে গেছে।' পরীক্ষা দিতে এসে ওই দুই পরীক্ষার্থী রাঙাপানির কাছে একটি বাড়ি ভাড়া নিয়েছিলেন। বাংলা পক্ষের সদস্যরা আচমকাই সেখানে যান। তখন ওই দুই পরীক্ষার্থী ঘরের মধ্যে শুয়েছিলেন। ভিডিও-তে দেখা গেছে, রজত ভট্টাচার্য্য নামে ওই ব্যক্তি দুই পরীক্ষার্থীকে টেনে তুলে পরিচয়পত্র দেখতে চেয়ে হেনস্তা করেন। ছেড়ে দেওয়ার দাবি জানিয়ে দুই পরীক্ষার্থীকে কার্যত অনুনয় বিনয় করতেও দেখা যায়। এরপরই দু'জনকে কান ধরে ওঠবস করানো হয়। রজতের দাবি, 'আধা সামরিক বাহিনীর নিয়োগ পরীক্ষার স্থানীয় পরীক্ষার্থীরা তাদের জানায়, জাল সার্টিফিকেট বানিয়ে বিহার, উত্তরপ্রদেশ থেকে কিছু পরীক্ষার্থী এসে পরীক্ষা দিচ্ছে। এরপর তারা প্রথমে বাগডোগরা থানা, পরে আইবিকে বিষয়টি জানিয়ে সেখানে যান।' গোটা বিষয়টি নিয়ে তোলপাড় পশ্চিমবঙ্গ এবং বিহার। গতকাল স্পেশাল অপারেশন গ্রুপ দুজনকে গ্রেফতার করে বাগডোগরা থানা পুলিশের হাতে তুলে দেয়। শুক্রবার ধৃত দুজনকে শিলিগুড়ি আদালতে পেশ করে বাগডোগরা থানার পুলিশ।

গজলডোবা ব্যারেজ থেকে ছাড়া হল ২৬০০ কিউসেক জল

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ২৭ সেপ্টেম্বর ঃ দীর্ঘ অনাবৃষ্টির পর এবার বন্যার ভ্রুকুটি। জলস্তর বাড়ছে জলপাইগুড়ির করলা নদীর। গত ২৪ ঘণ্টায় ১১০ মিলিমিটার বৃষ্টি হয়েছে জলপাইগুড়িতে। পাল্লা দিয়ে সিকিমে ভারী বৃষ্টির জেরে শুক্রবার সকালে তিস্তা নদীর গজলডোবা ব্যারেজ থেকে ২৬০০ কিউসেক জল ছাড়ায় জলস্তর অনেকটাই বেড়ে গেছে। প্রবল বৃষ্টিতে বন্যার আশঙ্কা জলপাইগুড়িতে। পাহাড়ি নদীর জলস্তর বাড়ছে। তিস্তার পাড়ে থাকা বাসিন্দাদের উদ্বেগও বাড়ছে। এর মাঝেই গজলডোবা ব্যারেজ থেকে শুক্রবার সকালে ছাড়া হয়েছে ২৬০০ কিউসেক জল। সেই কারণে মেখলিগঞ্জে তিস্তার অসংরক্ষিত এলাকায় জারি করা হয়েছে লাল সতর্কতা। দোমোহনীতে হলুদ সতর্কতা জারি করা হয়েছে।

কাটিহার মণ্ডলে সিগন্যালিং কাজ

ই-টেণ্ডার নোটিস সংখ্যা. এন-২০২৪-কে -১৪ তারিখঃ ২৪-০৯-২০২৪। নিম্নলিখিত কাজের জন্যে নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেণ্ডার আহ্বান করা হয়েছে। **টেণ্ডার সংখ্যা. এন-২০২৪-কে-১৪। কাজের নামঃ** কাটিহার মণ্ডলের বিভিন্ন ইঞ্জিনিয়ারিং মেশিন কাজের সময়ে সিগন্যালিং কাজ (রাণীনগর জলপাইগুড়ি-কিশনগঞ্জ খণ্ডে পিকিউআরএস এবং ইউনিম্যাট মেশিনের কাজ)। **টেণ্ডার রাশিঃ** ৩৮,৮০,৪৭০.৭২/- টাকা। **বায়না রাশিঃ** ৭৭,৬০০/- টাকা। **টেণ্ডার বন্ধের তারিখ এবং সময়ঃ ১৬-১০-২০২৪** তারিখের **১৫.০০** ঘন্টায়। উপরোক্ত ই-টেণ্ডারের টেণ্ডার প্র-পত্রের সঙ্গে সম্পূর্ণ বিবরণ আগামী **১৬-১০-২০২৪** তারিখের **১৫.০০** ঘন্টা পর্যন্ত **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

ডিআরএম (এসএণ্ডটি), কাটিহার
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

PANCHLA GRAM PANCHAYAT
P.O.: Panchla, Dist: Howrah
NOTICE INVITING e-TENDER
No. WB/HOWRAH/PANCHLA/XV FC TIED SBM(G)/NIET-2023-24

For and on behalf of Pradhan Panchla Gram Panchayat, Panchla Howrah, invites sealed percentage rate tender for total 5 (Five)Nos. different works. Date of flouting tender **26.09.2024.** Last date of submission of tender(online) **22.10.2024 at 14.30 Hrs.** Bid Opening on **24.10.2024 at 14.35 Hrs.** For details visit website **https://wbtender.gov.in**

Sd/- Pradhan
Panchla Gram Panchayat

পূর্ব রেলওয়ে

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নম্বর ঃ ২২২-এস/১/ডব্লু-II, তারিখ ঃ ২৬.০৯.২০২৪। ডিভিসনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, ডিআরএম বিল্ডিং, কাইজার স্ট্রিট, শিয়ালদহ, কলকাতা- ৭০০০১৪ নিম্নলিখিত কাজের জন্য অনলাইন ই-টেন্ডার আহ্বান করছেনঃ **ক্র.নং.-১। টেন্ডার নম্বর ঃ টিএন-১৪৯-২৪-২৫। কাজের নাম ঃ** শিয়ালদহ-ব্যারাকপুর সেকশনে কিমি. ৬/১১ থেকে বেলঘড়িয়া স্টেশন পর্যন্ত ব্যালাস্ট ধারণকারী দেওয়াল সমেত রেল ফেন্সিং দ্বারা বাউন্ডারি ওয়াল [ফেজ-I]। **টেন্ডার মূল্যমানঃ** ১,৩৩,১২,৯৬২.৪৩ টাকা। **বায়না মূল্য জমা ঃ** ২,১৬,৬০০ টাকা। **ক্র.নং.-২। টেন্ডার নম্বর ঃ টিএন-১৫০-২৪-২৫। কাজের নামঃ** শিয়ালদহ-ব্যারাকপুর সেকশনে কিমি. ৬/১১ থেকে বেলঘড়িয়া স্টেশন পর্যন্ত ব্যালাস্ট ধারণকারী দেওয়াল সমেত রেল ফেন্সিং দ্বারা বাউন্ডারি ওয়াল [ফেজ-II]। **টেন্ডার মূল্যমানঃ** ১,৩৩,১২,৯৬২.৪৩ টাকা। **বায়না মূল্য জমা ঃ** ২,১৬,৬০০ টাকা। **ক্র.নং.-৩। টেন্ডার নম্বর ঃ টিএন-১৫১-২৪-২৫। কাজের নাম ঃ** শিয়ালদহ-ব্যারাকপুর সেকশনে কিমি. ৪/২৮ থেকে দমদম জংশন স্টেশন পর্যন্ত ব্যালাস্ট ধারণকারী দেওয়াল সমেত রেল ফেন্সিং দ্বারা বাউন্ডারি ওয়াল। **টেন্ডার মূল্যমানঃ** ১,৩৯,৩৫,৯৯২.৪১ টাকা। **বায়না মূল্য জমা ঃ** ২,১৯,৭০০ টাকা। **কাজ সম্পাদনের সময়সীমা ঃ** ১২ (বারো) মাস (ক্র.নং. ১ থেকে ৩ প্রতিটির জন্য)। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ** ২১.১০.২০২৪ বেলা ৩টা (ক্র.নং. ১ থেকে ৩ প্রতিটির জন্য)। টেন্ডার নথিপত্র এবং অন্যান্য বিবরণ **www.ireps.gov.in**-এ পাওয়া যাবে। উপরোক্ত ওয়েবসাইটে ই-টেন্ডারিংয়ের মাধ্যমে বিড জমা করতে হবে। ম্যানুয়াল অফার বাতিল করা হবে। টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময় **২১.১০.২০২৪-এ দুপুর ৩.৩০ মিনিট** (ক্র.নং. ১ থেকে ৩ প্রতিটির জন্য)। (SDAH-198/2024-25)

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট **www.er.indianrailways.gov.in/ www.ireps.gov.in**-এও পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway
easternrailwayheadquarter

BARIJAHATTY GRAM PANCHAYAT
(under Chanditala-II Panchayat Samity)
Vill-Barijahatty, PO & PS - Chanditala

Sealed Tender is invited from the experienced and resourceful bidders for execution of 02(Two) different works. NIT No. **(1) 592/BGP/TENDER/2024, Tender ID: 2024_ZPHD_759384_1, (2) 593/BGP/TENDER/2024, Tender ID-2024_ZPHD_759410_1,** Date of Publishing **28.09.2024 at 10.00 AM.** Last Date of Bidding **22.10.2024.** Date of Opening: **24.10.2024.** For details please visit office of the undersigned or website **https://wbtenders.gov.in**

Sd/- Pradhan
Barijahatty Gram Panchayat

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDER

ABRIDGED NIT

The Executive Engineer (Civil), BR-VIII, KMC invites e-tender online percentage rate two bid system for the following works:

(1) NIT No. : KMC/EE(C)/BR-VIII/072/11/2024-2025/R
Name of the work: **Renovation of road surface by lowering of M.H., G.P. and allied civil works along B. Doctor Road and K. M. Banerjee Lane in Ward No.-72.** Estimated cost (including GST and CESS): **₹ 4,89,433.28.** Earnest money: ₹ **9,800.00.** Period of completion: **60 days.**

(2) NIT No. : KMC/EE(C)/BR-VIII/087/15/2024-2025/D
Name of the work: **Restoration of paver block & IPS footpath near 4, 1 Rajani Sen Road, 21, 11 Jatin Das Road etc. in Ward No.-087 disturbed by CESC & Natural Wear and Tear.** Estimated cost (including GST and CESS): ₹ **4,78,969.02.** Earnest money: ₹ **9,600.00.** Period of completion: **90 days.** Last date and time of submission of bid: **25.10.2024 - 12 noon (For Sl. No. 1 & 2).** Date of opening of tender: **28.10.2024 - 12 noon (For Sl. No. 1 & 2).** The bid forms and other details are available on and from **01.10.2024 (5 p.m.)** from the website **https://etender.wb.nic.in (For Sl. No. 1 & 2).**

The Executive Engineer (Civil), BR-X, KMC invites e-tender online percentage rate in two bid system for the following works:

(1) NIT No. : X/089/021/2024-2025/R
Name of the work: **Restoration of Asph. & IPS road disturbed by W/S Department at A/44, A/31 KMDA Quarter etc. in Ward No.-89, BR-X.** Estimated cost (including GST and CESS): ₹ **2,99,601.82.** Earnest money: ₹ **6,000.00.** Period of completion: **120 days.**

(2) NIT No. : X/089/026/2024-2025/R
Name of the work: **Repairing of sanitary latrine at 65, Sultan Alam Road, 69, P. R. Lane etc. in Ward No.-89 BR-X.** Estimated cost (including GST and CESS): ₹ **3,99,147.17.** Earnest money: ₹ **8,000.00.** Period of completion: **90 days.** Last date and time of submission of bid: **24.10.2024 - 12 noon (For Sl. No. 1 & 2).** Date and time of opening of bid: **26.10.2024 - 12 noon (For Sl. No. 1 & 2).** The bid forms and other details are available on and from **01.10.2024 (5 p.m.)** from the website **https://etender.wb.nic.in (For Sl. No. 1 & 2).**

The Executive Engineer (Civil), BR-IV, KMC invites e-tender online percentage rate two bid system for the following works:

(1) NIT No. : KMC/EE(C)/Br-IV/023/08/24-25/R
Name of the work: **Repairing of concrete passage at Roy Lane in Ward No.-23, under BR-IV.** Estimated cost (including GST and CESS): ₹ **1,40,125.65.** Earnest money: ₹ **2,850.00.** Period of completion: **10 days.**

(2) NIT No. : KMC/EE(C)/Br-IV/023/11/24-25/B
Name of the work: **Repairing of collapsed pit, S.W pipe, catch pit at 4/1 Jag Mohan Mallick Lane, 10, Hanspukur Lane, 47, Sir Hariram Goenka Street and others places in Ward No.-23.** Estimated cost (including GST and CESS): ₹ **3,48,035.98.** Earnest money: ₹ **7,000.00.** Period of completion: **45 days.**

(3) NIT No. : KMC/EE(C)/Br-IV/027/015/2024-2025/R
Name of the work: **Repairs to I.P.S, concrete footpath and passages at 11, 14/1, Duff Street, 124, Manicktala Street, 10/A, Ram Mohan Saha Lane and other places in Ward No.-27 under BR-IV.** Estimated cost (including GST and CESS): ₹ **2,56,840.97.** Earnest money: ₹ **5,150.00.** Period of completion: **60 days.**

(4) NIT No. : KMC/EE(C)/Br-IV/022/E17/24-25/R
Name of the work: **Thorough improvement of Nawab Lane from crossing of M. D. Road to Strand Road in Ward No.-022, BR-IV.** Estimated cost (including GST and CESS): ₹ **3,26,845.27.** Earnest money: ₹ **6,550.00.** Period of completion: **30 days.**

(5) NIT No. : KMC/EE(C)/Br-IV/028/012/2024-2025/R
Name of the work: **Repairs to passage and footpath disturbed by Water Supply Department at 2H/6, 11, 16, 17 Bipradas Street Bustee, 17/H/5 Canal West Road and other places in Ward No.-28.** Estimated cost (including GST and CESS): ₹ **1,43,278.89.** Earnest money: ₹ **2,870.00.** Period of completion: **30 days.**

(6) NIT No. : KMC/EE(C)/Br-IV/038/014/2024-2025/R
Name of the work: **Repairs to I.P footpath and concrete passages at 3, 11C Bechu Chatterjee Street, 7B Heramba Das Lane and other places in Ward No.-38.** Estimated cost (including GST and CESS): ₹ **2,80,415.50.** Earnest money: ₹ **5,620.00.** Period of completion: **40 days.** Last date and time of submission of bid: **21.10.2024 - 11 a.m. (For Sl. No. 1 to 6).** The tender will be opened on: **23.10.2024 - 11 a.m. (For Sl. No. 1 to 6).** The bid forms and other details are available on and from **27.09.2024 (5 p.m.)** from the website **https://etender.wb.nic.in (For Sl. No. 1 to 6).**

The Executive Engineer (Civil), BR-IX, KMC invites e-tender online percentage rate two bid system for the following works:

(1) NIT No. : KMC/IX/076/018/2024-2025
Name of the work: **Repairing of I.P.S. footpath & adjoining passage at Heam Chandra Street, J. K. Paul Road, P. P. Square etc. in Ward No.-076.** Estimated amount (including GST & CESS): ₹ **3,38,337.00.** Earnest money: ₹ **6,800.00.** Period of completion: **60 days.** Last date and time of submission of bid: **28.10.2024 - 12 noon.** Tender will be opened on: **30.10.2024 - 12 noon.**

(2) NIT No. : KMC/IX/073/017/2024-2025
Name of the work: **Repairing of undulated paver block footpath at S. P. Mukherjee and Ashutosh Mukherjee Road under Ward No.-73.** Estimated amount (including GST & CESS): ₹ **3,93,746.73.** Earnest money: ₹ **8,000.00.** Period of completion: **60 days.** Last date and time of submission of bid: **26.10.2024 - 12 noon.** Tender will be opened on: **28.10.2024 - 12 noon.**

(3) NIT No. : KMC/IX/074/023/2024-2025
Name of the work: **Improvement of footpath by relaying paver block along Belvedere Road from Bhawanipur Trafic Guard upto Reformatory Road crossing in Ward No.-74.** Estimated amount (including GST & CESS): ₹ **4,98,172.40.** Earnest money: ₹ **10,000.00.** Period of completion: **60 days.** Last date and time of submission of bid: **24.10.2024 - 12 noon.** Tender will be opened on: **26.10.2024 - 12 noon.** The bid forms and other details are available on and from **03.10.2024 (5 p.m) (For Sl. No. 1)** and **28.09.2024 (5 p.m.) (For Sl. No. 2 & 3).** The website: **https://etender.wb.nic.in (For Sl. No. 1 to 3).**

The Executive Engineer (Civil), BR-V, KMC invites e-tender online percentage rate two bid system for the following works:

(1) NIT No. : KMC/EE(C)/Br-V/048/016/2024-2025
Name of the work: **Restoration of concrete and I.P.S passage disturbed by Water Supply Department at Sree Gopal Mallick Lane and Prem Chand Boral Street in Ward No.-48 under BR-V.** Estimated cost (including GST and CESS): ₹ **2,82,161.89.** Earnest money: ₹ **6,000.00.** Period of completion: **30 days.**

(2) NIT No. : KMC/EE(C)/Br-V/50/31/2024-2025
Name of the work: **Restoration of asphaltum road & I.P.S footpath including ancillary work at Suri Lane, Creek Row and different places in Ward No.-50 under BR-V.** Estimated cost (including GST and CESS): ₹ **2,94,297.99.** Earnest money: ₹ **6,000.00.** Period of completion: **45 days.**

(3) NIT No. : KMC/EE(C)/Br-V/049/016/2024-2025 (2nd Call)
Name of the work: **Maintenance of sewer line along with sewer adjuncts at 3, Akhil Mistry Lane, 3, Dr. A. R. Choudhury Lane etc. in Ward No.-49, BR-V.** Estimated cost (including GST and CESS): ₹ **2,96,747.33.** Earnest money: ₹ **6,000.00.** Period of completion: **25 days.**

(4) NIT No. : KMC/EE(C)/Br-V/049/018/2024-2025
Name of the work: **Restoration of I.P.S along with sewer adjuncts at 13, Dr. D. M. Row (Kuli Bustee) etc. in Ward No.-49 under BR-V.** Estimated cost (including GST and CESS): ₹ **1,97,208.66.** Earnest money: ₹ **4,000.00.** Period of completion: **20 days.**

(5) NIT No. : KMC/EE(C)/Br-V/042/11/2024-2025
Name of the work: **Development of footpath from 92 Jamunalal Bajaj Street to 30 Pandit Purusottam Roy Street in Ward No.-042.** Estimated cost (including GST and CESS): ₹ **2,99,679.61.** Earnest money: ₹ **6,000.00.** Period of completion: **28 days.**

(6) NIT No. : KMC/EE(C)/Br-V/042/14/2024-2025
Name of the work: **Supplying, fitting and fixing RCPC pit covers at different places in Ward No.-042.** Estimated cost (including GST and CESS): ₹ **1,49,978.94.** Earnest money: ₹ **3,000.00.** Period of completion: **28 days.** Last date and time of submission of bid: **22.10.2024 - 11 a.m. (For Sl. No. 1 to 6).** Date and time of opening of tender: **24.10.2024 - 11 a.m. (For Sl. No. 1 to 6).** The bid forms and other details are available on and from **30.09.2024 (5 p.m.)** from the website **https://etender.wb.nic.in (For Sl. No. 1 to 6).**

CORRIGENDUM

NIT No.- KMC/XIII/115/033/24-25 (1st Call) published in this Newspaper on **23.09.2024** (Key No. 635/24-25) of **Engineering Civil Br-XIII Department**. Earnest money will be ₹ **6,000.00** instead of ₹ 3,600.00. All other remain unaltered. (682/24-25)

ফ্যাশন ও রূপচর্চা

নবমীর দিন পাঁঠার মাংসের পোলাও মন মাতাবে

কাজু ও কিশমিশ সামান্য ঘি দিয়ে ভেজে আলাদা রাখতে হবে। সেদ্ধ মাংসগুলি ছোট ছোট টুকরো করে নিতে হবে। হাঁড়িতে মাংসের টুকরোগুলোর সঙ্গে এক চামচ ঘি এবং সমস্ত মশলা (নুন, চিনি, গরম মশলা গুঁড়ো, টমেটো বাটা, আদা বাটা) মাখিয়ে খুব ভালো করে কষিয়ে নিতে হবে। মাংস থেকে তেল ছেড়ে গেলে আঁচ বন্ধ করে ধুয়ে রাখা গোবিন্দভোগ চাল মাংসের সঙ্গে আলতো হাতে মিশিয়ে দিতে হবে। এবার চালের পরিমাণের দ্বিগুণ জল দিয়ে চাপাঢাকা দিয়ে ঢিমে আঁচে রান্না হতে দিতে হবে চাল সেদ্ধ হওয়া পর্যন্ত। এক্ষেত্রে এক বাটি চাল দিলে দু'বাটি জল, এই পরিমাপটি মাথায় রাখতে হবে। চাল সেদ্ধ হয়ে গেলে আঁচ বন্ধ করে ওপর থেকে গোলাপ জল, দুধে ভেজানো কেশর আর আগে থেকে ভেজে রাখা কাজু-কিশমিশ দিয়ে আবারও চাপা দিয়ে রাখতে হবে কিছুক্ষণ। কিছুক্ষণ পর ঢাকা খুলে ওপরে থেকে আরও এক চামচ ঘি ছড়িয়ে দিতে হবে। এবার চালটি ঝরঝরে হয়ে গেলেই

অপেক্ষার অবসান। তৈরি পাঁঠার মাংসের পোলাও।

প্রতিবছর নিজের হাতে নবমীর দিন এই পদটি রান্না করা পুরানো রীতি। নবমীর দিন এই মাংসের পোলাওকে কেন্দ্র করে সকলেরই উৎসাহ দেখার মতো। ছেলেমেয়েদের আব্দারের মুখে পড়ে প্রতি বছর এই নবমীর দিনটিতে বিশেষ পোলাওটি রাঁধতে বাধ্য হন অনেকেই। এবং রান্না শেষে ঘরভর্তি লোকেদের শাপ-শাপান্ত করে ঘড়া ঘড়া গঙ্গাজলে স্নান করেন। এভাবেই দিন কাটতে থাকে।এক চিকেন একাধিক উপায়ে রান্না করা যায়। তাহলে আর পুজোয় একটু আলাদা রেসিপি কেন ট্রাই করবেন না? হ্যাঁ, বাইরে খাওয়ার অনেক অপশন আছে। বাড়িতেও তো একটু বিশ্রাম নেবেন। তখন তৈরি করে ফেলুন সরষে চিকেন । সাদা ধোঁয়া ওঠা ভাতের সঙ্গে দারুণ লাগবে।

সরষে চিকেন তৈরির জন্য কী কী লাগবে?

পরিমাণ মতো মুরগীর মাংস
টক দই
সরষের তেল
কাঁচা লঙ্কার পেস্ট
গোটা কাঁচা লঙ্কা (যতটা ঝাল খেতে চাইবেন)
রসুন পেস্ট
সরষে বাটা (শিলনোড়ায় বেটে নিতে পারেন অথবা মিক্সিতে পেস্ট করে নিতে পারেন)
নুন
হলুদ গুঁড়ো
জিরে গুঁড়ো
চিনি (বাধ্যতামূলক নয়)

কীভাবে তৈরি করবেন?

একটি পাত্রে মাংসের পিসগুলো ভালো করে ধুয়ে পরিষ্কার করে নিন। তাতে রসুন আর কাঁচা লঙ্কার পেস্ট মাখান। একটু সরষের তেল দিয়ে আবার মেখে নিন। তাতে নুন আর একটু হলুদ গুঁড়োও দিয়ে দেবেন। এবার গোটা বিষয়টাকে ভালো করে ঢাকা দিয়ে অন্তত এক ঘণ্টা রেখে দিন। তার পর আরেকটা বাটি নিয়ে তাতে দই ভালো করে ফেটিয়ে নিন। এবার কড়াইতে পরিমাণ মতো সরষের তেল দিয়ে গরম হতে দিন। তাতে আগে থেকে ম্যারিনেট করে রাখা মাংসগুলো দিয়ে দিন। একটু জল ছাড়বে। জল শুকিয়ে না যাওয়া পর্যন্ত কষাতে থাকুন। একটু শুকনো হয়ে গেলে দই দিয়ে দিন। নাড়তে থাকুন। হালকা আঁচে রান্নাটা করতে থাকুন। তারপর নুন, জিরে গুঁড়ো, চিনি, গোটা লঙ্কা দিয়ে মিনিট পাঁচেক রান্না করুন। শুকিয়ে গেলে একটু জল দিন। গরম জল দিলে রান্না ভালো হয়। রান্নার প্রায় শেষ পর্যায়ে সরষে বাটা দিয়ে দিন। তার কিছুক্ষণ পর গ্যাস বন্ধ করে দিন। এবার উপর দিয়ে সামান্য কাঁচা সরষের তেল দিয়ে ঢেকে দিন। ব্যস তৈরি সরষে চিকেন। একেবারে ভাত খাওয়ার সময় ঢাকনাটা খুলবেন।

ধোঁয়া ওঠা ভাত আর বড়া-ভাপার সর্ষের ঝাঁজ পুজোয় হবে বাজিমাত

দুর্গাপুজোর আর বাকি কয়েকটা দিন। তবে অনেকেই এই দিনগুলোতে নিরামিষ খান। অনেক জায়গায় নবমীর দিন নিরামিষ মাংস খাওয়ার কথা শুনেছি। কিন্তু আমাদের এলাকায় বলি দেওয়া হত আখ আর চালকুমড়ো। ছাগবলি হত না। পুজো হয়ে গেলে প্রসাদ বিতরণ করা ছিল আমার পছন্দের কাজ। অষ্টমীর দিন বসিয়ে খাওয়ানো হত খিচুড়ি, লাবড়া আর কোনও একটা ভাজা।

বাড়িতে এর সঙ্গেই রান্না হয় নানা ধরনের। বোধহয় নিরামিষ বলেই, বিভিন্ন ধরনের পদের বৈচিত্রের দেখা মেলে এই সময়ের রান্নায়। এক একটা দিন রান্না করা হয় এক এক ধরনের শাক। সদ্য বাজারে ওঠা ফুলকপি ও বাঁধাকপি বিশেষভাবে এই সময় থেকেই কিনে আনা হয়। আর ছিল গোল গোল সবুজ রঙের মাকড়া বেগুন। ডুবো তেল থেকে তোলা অর্ধ-বৃত্তাকার সেই গরম বেগুন ভাজা শাল পাতার থালায় পড়ে অদ্ভুত সুবাস ছড়াত। এর ওপর সে সময় অভিজ্ঞ মহিলারা তাঁদের ঝুলি থেকে বের করতেন নিজস্ব দক্ষতার পরিচয়। ডালের বড়া দিয়ে তৈরি বিভিন্ন ধরনের পদ, বিভিন্ন রকমের ডালের বড়ার চরিত্র বিভিন্ন। রান্নার কারুকাজ আছে কলাই ডালের বড়ায়। আগের রাতে ঈষদুষ্ণ গরম জলে ভিজিয়ে রাখতে হয় ডালটা। পরে সেটা বেটে অনেক

সময় নিয়ে ফাঁটাতে হয়, সেই বড়া হত তুলতুলে নরম। আর সেটা ভাঙলেই দেখা যেত, ভেতরে পাঁউরুটির মতো সুড়ঙ্গ আর সুড়ঙ্গ! 'ডাল বড়া'। সেটাও অপূর্ব সু ঃদর একটা খাবার। কিন্তু মনে হয় ঘি দিয়ে ভাত মেখে বড়ার চেয়ে ভালো স্বাদ আর কিছুতে কি আছে? এটা উপেক্ষা করে আবার নতুন একটা পদ তৈরি করার আদৌ কোনও দরকার আছে?

তৈরি করতে- ' গরম জলে ভিজিয়ে রাখা কলাই ডাল বাটার সঙ্গে মেশাতে হবে সামান্য একটু আদাবাটা, লঙ্কা বাটা আর হিং। সেটা ডুবো তেলে ভেজে নিতে হবে হালকা করে। নুন দিতে হবে সামান্য। কেননা, রান্নার সময় আবার সে নুন টানবে। এবার একটা ঢাকা দেওয়া যায় এমন কৌটার ভেতরে বড়াগুলো রেখে তার ওপর ঢেলে দিতে হবে সর্ষে-পোস্ত-কাঁচা লঙ্কা বাটা। ওই বাটাতেও দিতে হবে পরিমাণ মতো নুন। এবার তার ওপর সামান্য কাঁচা সর্ষের তেল ঢেলে, কয়েকটা গোটা কাঁচা লঙ্কা ওপরে সাজিয়ে রেখে, কৌটোর ঢাকনা আটকে দিতে হবে। এবার একটা কড়াইয়ে আধভর্তি জল নিয়ে তার ওপর ওই কৌটোটা বসিয়ে মিনিট পনেরো ফুটতে দিতে হবে। নামিয়ে নিয়ে সেটাকে ততক্ষণ পর্যন্ত রেখে দিতে হবে, যতক্ষণ না সবাই মিলে একসঙ্গে খেতে বসছে।

আসলে যে কোনও ভাপা রান্নার ওটাই একমাত্র চাহিদা। খোলার সময় গন্ধটা যেন সবাই পেতে পারে। কৌটোটা খুলতে একটু অসুবিধা হতে পারে, হয়তো অসাবধানতাবশত তেল লেগে তার বাইরেটা পেছল হয়ে যেতে পারে। এর জন্য এখন ক্লিপ দেওয়া এক ধরনের কৌটা পাওয়া যায়, সেটা ব্যবহার করা যেতে পারে।

নিরামিষ খাওয়ার দিনে এই পদ আসুক একেবারে শেষ পর্যায়ে। কেননা, এর পর আর সব কিছুই খুব ম্রিয়মাণ মনে হবে। ভাতটাও থাক ধোঁয়া ওঠা আর ভাপার মধ্যেও থাক আসল সর্ষের ঝাঁজ। নিয়ম মেনে ডায়েটিং তো অনেক হল। অনুগ্রহ করে এইদিন পাশের মানুষটাকে আর খাওয়ার পরিমাণ নির্ধারণ করে দিতে চাইবেন না।

ভারত নিরাপত্তা পরিষদে স্থায়ী সদস্য হোক', আমেরিকা-ফ্রান্সের পর জোর সওয়াল ব্রিটেনের

২৭ সেপ্টেম্বর ঃ আমেরিকার পরে এবার ব্রিটেন। রাষ্ট্রসংঘের নিরাপত্তা পরিষদে ভারতকে স্থায়ী সদস্য পদ দেওয়ার পক্ষে জোরদার সওয়াল

করল আরও এক দেশ। বৃহস্পতিবার রাষ্ট্রসংঘের সাধারণ সভায় ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী কিয়ের স্টার্মার স্পষ্ট জানিয়ে দেন, নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী সদস্যপদ পাওয়া উচিত ভারত-সহ বেশ কয়েকটি দেশের। উল্লেখ্য, গত কয়েক বছর ধরেই নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী হওয়ার দাবি জানাচ্ছে ভারত। দিনকয়েক আগে মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন বলেন, রাষ্ট্রসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের সংশোধন জরুরি। ভারতের স্থায়ী সদস্যপদ, দেশটির গুরুত্বপূর্ণ কণ্ঠস্বরকে সমর্থন করে আমেরিকা। জি-২০ এবং গ্লোবাল সাউথে প্রধানমন্ত্রী মোদির ভূমিকার প্রশংসা করেন এবং সাম্প্রতিক সময়ে মোদির পোল্যান্ড ও ইউক্রেন সফরের কথাও তুলে ধরেন বাইডেন। এর পরেই রাষ্ট্রসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের সংস্কারের বিষয়ে কথা বলেন তিনি। বাইডেনের পর এই একই কথা শোনা যায় ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট ইম্যানুয়েল ম্যাক্রোঁর মুখেও।

আমেরিকা, ফ্রান্সের পর এবার নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী সদস্য হিসাবে ভারতকে চেয়ে সরব হল ব্রিটেন। সেদেশের প্রধানমন্ত্রী বলেন, নিরাপত্তা পরিষদে আফ্রিকা মহাদেশ থেকে স্থায়ী সদস্য থাকা উচিত। এছাড়াও ভারত, জাপান, ব্রাজিল, জার্মানিকে স্থায়ী সদস্যপদ দেওয়া প্রয়োজন। অস্থায়ী সদস্যের সংখ্যাও বাড়াতে হবে নিরাপত্তা পরিষদে।

উল্লেখ্য, আধুনিক দুনিয়ায় সময়ের দাবি মেনে নিরাপত্তা পরিষদে সংস্কারের পক্ষে বারবার সওয়াল করে এসেছে নয়াদিল্লি। দীর্ঘদিন ধরেই পাঁচ সদস্যের নিরাপত্তা পরিষদে স্থায়ী সদস্যপদ পেতে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে ভারত। ইতিমধ্যে আমেরিকা, ব্রিটেন, ফ্রান্স ও রাশিয়া নয়াদিল্লির দাবিকে সমর্থন জানিয়েছে। কিন্তু বাদ সেধেছে চিন। যা নিয়ে বহুবার বেজিংকে একহাত নিয়েছে নয়াদিল্লি। শেষ পর্যন্ত কি চিনা রক্তচক্ষু উ।য়ে নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী সদস্যপদ পাবে ভারত?

কেএমডিএ গঙ্গা অ্যাকশান প্ল্যানের লিফটিং স্টেশন তৈরির কাজ শুরু হল অবশেষে

বনস্পতি দে, চুঁচুড়া, ২৭ সেপ্টেম্বর ঃ কেএমডিএ গঙ্গা অ্যাকশান প্ল্যানের লিফটিং স্টেশন তৈরির কাজ শুরু হল অবশেষে। ফিরহাদ হাকিমের ফোনে শুরু হল কাজ। লিফটিং স্টেশন তৈরির কাজ চলছে। সেই কাজের জন্য মাটি তোলার সময় ফাটল ধরে চুঁচুড়া পিপুলপাতি কদমতলার কয়েকটি বাড়িতে। বিপজ্জনক পরিস্থিতি হওয়ায় একটি পরিবারকে সরাতেও হয়। আগে থেকে ব্যবস্থা না নিয়ে কাজ করায় এমন বিপত্তি বলে অভিযোগ ওঠে। এরপরই বিধায়কের ধমকে কাজ বন্ধ রাখতে হয় বলে অভিযোগ। চারদিন পর কেএমডি-এর ইঞ্জিনিয়ররা প্রকল্প এলাকায় এসে বিধায়কের সঙ্গে কথা বলেন। ক্ষতিগ্রস্ত বাড়িগুলিকে আগের অবস্থায় ফিরিয়ে দেওয়ার আশ্বাস দিলে ফের কাজ শুরু হয়। সূত্রের খবর, কেএমডিএ-এর কাজ বন্ধ থাকায় ক্ষতির পাশাপাশি সময়ে কাজ শেষ করা নিয়ে প্রশ্ন ওঠে। বিধায়ককে ফোন করেন পুর নগরোন্নয়ন মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম। দ্রুত কাজ শুরু করার কথা বলেন তিনি। তারপরই এদিন ইঞ্জিনিয়রদের সঙ্গে কথা বলেন বিধায়ক অসিত মজুমদার। কেএমডিএ-এর এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার দেবাশিস চট্টোপাধ্যায় জানান, আমাদের কাজ হয়ে যাওয়ার পরে বাড়িগুলো আগের অবস্থায় ফিরিয়ে দেওয়া হবে। কিছু বাড়ির আছে, যারা বলছেন তাঁদের ভিত নড়ে গিয়েছে। একটি আবাস যোজনার বাড়ি রয়েছে, দেওয়ালে চির ধরেছে। সবার ক্ষেত্রে একই কথা। আমাদের কাজ শেষ হয়ে যাওয়ার পরে সমস্ত বাড়িগুলিকেই আগের অবস্থায় ফিরিয়ে দেব। মাটির ৪০ ফুট নিচে গর্ত করে কাজ করা হচ্ছে তাই বালি বেরিয়ে আসছিল তার জন্যই এমনটা হতে পারে। তিনি জানান, সমস্ত সুরক্ষা নিয়েই সবটা করা হয়েছে। এই ঘটনাকে ' অব গেম' বলেও মন্তব্য করেন তিনি। ক্ষতিগ্রস্ত বাড়ির সদস্য বরুণ ঘোষালের দাবি, বাড়ির অবস্থা খুবই খারাপ হয়ে গিয়েছে। আগের অবস্থায় না ফেরানো অবধি ভরসা পাচ্ছেন না তিনি। অভিযোগ উঠেছিল, এখানে কোনও ইঞ্জিনিয়ার ছিল না সেদিন। তা মানতে নারাজ কেএমডিএ-এর এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার দেবাশিস চট্টোপাধ্যায়। তিনি জানান, এখানে সবসময়ই ইঞ্জিনিয়ার থাকেন। অন্যদিকে বিধায়ক অসিত মজুমদার বলেন, আমাকে ইঞ্জিনিয়ার ফোন করেছিলেন, কয়েকদিন কাজ বন্ধও ছিল। আমি তো ইঞ্জিনিয়ার নই আমি এসব বুঝিও না। আমি মানুষের হয়ে কথা বলেছি।

গাজিয়াবাদে মেডিকেল সরঞ্জামের ফ্যাক্টরিতে ভয়াবহ আগুন

গাজিয়াবাদ, ২৭ সেপ্টেম্বর ঃ উত্তর প্রদেশের গাজিয়াবাদে ভয়াবহ আগুন লাগল একটি মেডিকেল সরঞ্জামের ফ্যাক্টরিতে। বৃহস্পতিবার রাত ১১.৩০ মিনিট নাগাদ ওই ফ্যাক্টরিতে আগুন লাগে। অগ্নিকাণ্ডের খবর পাওয়া মাত্রই আগুন নেভাতে পৌঁছয় দমকলের মোট ১০টি ইঞ্জিন। পুলিশ ও দমকল সূত্রের খবর, বৃহস্পতিবার রাতে গাজিয়াবাদের মোদীনগরে অবস্থিত একটি মেডিকেল সরঞ্জামের ফ্যাক্টরিতে আগুন লাগে। দমকলের ১০টি ইঞ্জিনের চেষ্টায় আগুন আয়ত্তে এসেছে। এফএসও অমিত চৌধুরী বলেছেন, দমকল কর্মীরা অক্লান্ত চেষ্টার পর আগুন আয়ত্তে এনেছেন। আগুন ভয়াবহ রূপ নেওয়ায় যথেষ্ট বেগ পেতে হয়। সৌভাগ্যবশত এই অগ্নিকাণ্ডে হতাহতের কোনও খবর নেই। তবে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ প্রচুর।

রফতানির খবরে বাংলাদেশে ইলিশের বাজার চড়া

ঢাকা, ২৭ সেপ্টেম্বর ঃ বাংলাদেশে আচমকাই বেড়ে গেল রুপোলি শস্যের দাম, এই দাম বৃদ্ধির জন্য ভারতে রফতানিকেই দায়ী করছেন বাংলাদেশিরা। শুক্রবার, বাংলাদেশে ছুটির দিনে বাড়তি দামে ইলিশ বিক্রি হয়েছে ঢাকার বাজারে। দুই সপ্তাহ আগে যে দাম ছিল, তার চেয়ে অন্তত ৩০০ টাকা বাড়তি গুনতে হচ্ছে ক্রেতাদের। শুক্রবার সকালে ঢাকার কারওয়ান বাজারের আড়ত-সহ আশপাশের খুচরা বাজারে বেশি দামেই বিক্রি হয়েছে রুপোলি শস্য। কারওয়ান বাজারে আ।তের বাইরে খুচরা বাজারে এক থেকে এক কেজি ২০০ গ্রাম ওজনের ইলিশের কেজি এক হাজার ৬০০ থেকে এক হাজার ৮০০ টাকা। তুলনামূলক ছোট ৮০০ গ্রাম থেকে এক কেজি ওজনের ইলিশের কেজি বিক্রি হয়েছে এক হাজার থেকে এক হাজার ৩০০ টাকায়। আর ২৫০ গ্রাম থেকে ৯০০ গ্রাম ওজনের ইলিশের কেজি ৬০০ থেকে এক হাজার টাকা। বর্তমান অন্তর্বর্তী সরকার প্রথমে ভারতে ইলিশ মাছ রফতানি বন্ধের ঘোষণা করে। এতে মাছের বাজারে কিছুটা স্বস্তি ফেরে। কয়েকদিন তুলনামূলক কম দামে বিক্রি হয় ইলিশ। কিন্তু ভারতের অনুরোধের পরিপ্রেক্ষিতে সরকার ইলিশ রফতানির সিদ্ধান্তের ঘোষণা করলে বেড়ে যায় ইলিশের দাম। সেই বাড়তি দামেই চলছে কেনাকাটা।

বেতাব ভ্যালিতে ছবি তুলতে গিয়ে বিপত্তি, জলে ডুবে মৃত্যু ১

শ্রীনগর, ২৭ সেপ্টেম্বর ঃ ভূস্বর্গে বেড়াতে গিয়ে জলে ডুবে প্রাণ হারালেন পশ্চিমবঙ্গের হুগলি জেলার এক পর্যটক। বৃহস্পতিবার রাতে ছবি তোলার সময় পাহাড়ি নদীতে পড়ে যান ওই পর্যটক, পহেলগাম জেলার বেতাব ভ্যালিতে ঘটেছে এই অঘটন। ছবি তোলার সময় ওই পর্যটক আচমকাই নদীতে পড়ে যান। তাঁকে উদ্ধার করে স্থানীয় প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া হয়, কিন্তু প্রাণে বাঁচানো যায়নি। মৃতের নাম - দেবব্রত ঘোষ (৫৬)। তিনি হুগলি জেলার বাসিন্দা। পুলিশ এই ঘটনাটি তদন্ত করে দেখছে।

তিরুপতি প্রসাদ বিতর্ক! জগনকে আটকাতে নোটিশ দিল অন্ধ্র পুলিশ

তিরুপতি, ২৭ সেপ্টেম্বর ঃ তিরুপতি মন্দিরের প্রসাদী লাড্ডু বিতর্কে ক্ষোভে ফুঁসছে অন্ধ্রপ্রদেশ। এর মাঝেই শনিবার তিরুপতি মন্দিরে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন অন্ধ্রপ্রদেশের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ওয়াই এস জগন্মোহন রেড্ডি। তাঁকে আটকাতে আসরে নেমেছে অন্ধ্রপ্রদেশের বর্তমান সরকার। সূত্রের খবর, আগামী কাল, জগনকে তিরুপতি মন্দিরে আসতে নিষেধ করেছে অন্ধ্রপ্রদেশ পুলিশ। জারি করা হয়েছে নোটিসও। শুধুই জগন নন, তাঁর দলের বহু নেতাকেও নোটিস পাঠিয়ে তিরুপতি মন্দিরে আসতে নিষেধ করা হয়েছে। অভিযোগ, ওয়াই এস আর কংগ্রেসের বহু নেতাকে গৃহবন্দিও করা হয়েছে। যার তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছেন জগন্মোহন রেড্ডি।

বিহারে ১৬ অক্টোবর পর্যন্ত পুলিশ কর্মীদের ছুটি বাতিল

পাটনা, ২৭ সেপ্টেম্বর ঃ দেশজুড়ে এগিয়ে আসছে একের পর এক উৎসব। সামনেই দুর্গোৎসব। দুর্গাপুজোর সময় বিহারে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির কথা মাথায় রেখে ছুটি বাতিল করা হয়েছে পুলিশ কর্মীদের। আগামী ১৬ অক্টোবর পর্যন্ত পুলিশ কর্মীদের ছুটি বাতিল থাকবে। বিহার পুলিশ মুখ্যালয় থেকে জানানো হয়েছে, দুর্গাপুজো উপলক্ষ্যে আগামী ১৬ অক্টোবর পর্যন্ত পুলিশ কর্মীদের সমস্ত ছুটি বাতিল থাকবে। বিশেষ পরিস্থিতি ছাড়া ৫ থেকে ১৬ অক্টোবর পর্যন্ত সমস্ত ছুটি বাতিল থাকবে।

গোপেশ্বরের দমকল বিভাগে আচমকা পরিদর্শন পুলিশ সুপারের

গোপেশ্বর, ২৭ সেপ্টেম্বর ঃ চামোলি জেলার পুলিশ সুপার সর্বেশ পানওয়ার শুক্রবার গোপেশ্বরের দমকল বিভাগে আচমকা পরিদর্শন করেন। এসময় তিনি অগ্নি নির্বাপণ ও দুর্যোগ মোকাবিলা সংক্রান্ত যাবতীয় যন্ত্রপাতি ভালভাবে পরীক্ষা করেন। নিরাপত্তা সরঞ্জামগুলি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পরীক্ষা করা হয় এবং তাদের কার্যকারিতা এবং রক্ষণাবেক্ষণ খতিয়ে দেখা হয়। পানওয়ার বলেন, চামোলি জেলা প্রায়ই প্রাকৃতিক দুর্যোগের সম্মুখীন হয়, তাই দমকল বিভাগের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। দুর্যোগের সময় দ্রুত এবং কার্যকর পদক্ষেপের জন্য সমস্ত সরঞ্জাম এবং কর্মীদের তরফে সম্পূর্ণ প্রস্তুতি প্রয়োজন।

পাঁচিল ভেঙে পড়ে আহত এক ব্যক্তি

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ২৭ সেপ্টেম্বর ঃ বাড়ির পাঁচিল ভেঙে আহত হলেন এক ব্যক্তি। শুক্রবার দুপুরে ঘটনাটি ঘটেছে হাওড়ার মালিপাঁচঘড়া থানা এলাকার জয়বিবি ফাস্ট বাই লেনে। পুলিশ জানিয়েছে, পাঁচিলটি অনেক পুরনো হয়ে গিয়েছিল। পাঁচিলের গায়ে রাখা ছিল বালি, ইঁট, স্টোন চিপসের মতো ইমারতি দ্রব্য। বৃষ্টির কারণে পুরনো পাঁচিলটি নড়বড়ে হয়ে গিয়েছিল। তার উপর ইমারতি দ্রব্যের চাপ রাখতে না পেরে সেটি এদিন আচমকাই ভেঙে পড়ে। পুলিশ জানিয়েছে, এই দুর্ঘটনায় এক ব্যক্তি জখম হন। তাঁকে ঘুসুড়ির টি এল জয়সোয়াল হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। প্রাথমিক চিকিসার পর তাঁকে হাসপাতাল থেকে ছেড়ে দেওয়া হয়। এছাড়াও এই দুর্ঘটনায় ২টি বাইক এবং ১টি সাইকেল ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ঘটনাটি খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

ন্যায়বিচার, ধর্ম এবং করুণার প্রতীক, গুরু নানককে শ্রদ্ধা শাহর

নয়াদিল্লি, ২৭ সেপ্টেম্বর ঃ আমি শিখ ধর্মের প্রথম গুরু এবং প্রতিষ্ঠাতা শ্রী গুরু নানক দেব জিকে তাঁর জন্মবার্ষিকীতে শ্রদ্ধা জানাই। শুক্রবার এই ভাষায় শিখ ধর্মের প্রথম গুরুকে প্রণাম জানালেন ভারতের কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। তিনি এক্স হ্যান্ডলে লিখেছেন, ন্যায়বিচার, ধর্ম এবং করুণার প্রতীক, গুরু নানক দেব জির কবিতাগুলি হাজার হাজার বছরের ভারতীয় সংস্কৃতির যাত্রার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেয়। সামাজিক সম্প্রীতি ও মানবতার সেবায় তাঁর শিক্ষা যুগ যুগ ধরে জনকল্যাণে আমাদের অনুপ্রাণিত করবে। শিখ ধর্মের প্রথম গুরু এবং প্রতিষ্ঠাতা শ্রী গুরু নানক দেব জিকে জ্যোতি-জ্যোত দিবসে প্রণাম। ন্যায়, ধর্ম ও করুণার প্রতীক শ্রী গুরু নানক দেব জির বাণীতে রয়েছে হাজার হাজার বছরের ভারতীয় সংস্কৃতির সারমর্ম এবং যাত্রা। তাঁর সামাজিক সম্প্রীতি ও মানবতার সেবার শিক্ষা চিরকাল জনকল্যাণের পথে অনুপ্রাণিত হয়ে থাকবে।

জম্মু ও কাশ্মীর হয়ে উঠেছে ভারতের জ্ঞানের কেন্দ্র ঃ নাড্ডা

জম্মু, ২৭ সেপ্টেম্বর ঃ জম্মু ও কাশ্মীর হয়ে উঠেছে ভারতের জ্ঞানের কেন্দ্র, জোর দিয়ে বললেন কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রী তথা বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জগ প্রকাশ নাড্ডা। শুক্রবার জম্মুতে এক সাংবাদিক সম্মেলনে নাড্ডা বলেছেন, ৩৭০ ধারা বাতিলের পর জম্মু ও কাশ্মীর ভারতের প্রধান প্রতিষ্ঠানগুলির জন্য একটি জায়গা হয়ে উঠেছে, এইমস থেকে আইআইটি পর্যন্ত। জম্মু ও কাশ্মীর হয়ে উঠছে ভারতের নলেজ হাব। এটিই রাজ্যকে দেওয়া প্রধানমন্ত্রী মোদীর উপহার। নাড্ডা আরও বলেছেন, জম্মু ও কাশ্মীরের যুব সমাজ সন্ত্রাসবাদ প্রত্যাখ্যান করেছে। এটি একটি বিশাল পরিবর্তন। ৩৭০ ধারা বাতিলের আগে এখানে প্রায় ৩০০-৪০০ সন্ত্রাসবাদীর জন্ম হয়েছিল এবং তাদের সন্ত্রাসবাদী ঘোষণা করা হয়েছিল এবং এখন এই সংখ্যা মাত্র ৪। নাড্ডা আরও বলেছেন, এই প্রথম বিধানসভা নির্বাচন অনুষ্ঠিত হচ্ছে, যেখানে পাক অধিকৃত কাশ্মীর, জম্মু ও কাশ্মীরের প্রতিনিধিরা বিধানসভায় বসবেন। এটিই প্রথম বিধানসভা নির্বাচন যেখানে কাশ্মীরি অভিবাসীদের মনোনীত সদস্যরা বিধানসভায় বসবেন। কংগ্রেস এবং এনসি জম্মুর সর্বনাশ করেছে, এখানকার মানুষের অনুভূতিতে আঘাত করেছে এবং উন্নয়ন স্তব্ধ করেছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী জি জম্মুকে উন্নয়নের সঙ্গে যুক্ত করেছেন এবং মূলধারার সঙ্গে যুক্ত করেছেন।

হাথরাসে দ্বিতীয় শ্রেণীর ছাত্রকে খুনের ঘটনায় ধৃত ৫ জন

হাথরাস, ২৭ সেপ্টেম্বর ঃ উত্তর প্রদেশের হাথরাসে কালা জাদু প্রাণ কেড়ে নিল একটি শিশুর। স্কুলে সমৃদ্ধি ও খ্যাতি আনার জন্য কালা জাদুর আচারের অংশ হিসাবে দ্বিতীয় শ্রেণীর এক ছাত্রকে খুন করা হয়েছে বলে অভিযোগ। গত ২৩ সেপ্টেম্বর ছাত্রাবাসের ঘরে তিনজন মিলে ওই শিশুকে শ্বাসরোধ করে হত্যা করে। স্কুলের মালিকও এই হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত। এই খুনের ঘটনায় ৫ জনকে পুলিশ গ্রেফতার করেছে। ধৃতদের নাম-রামপ্রকাশ সোলাঙ্কি, দিনেশ বাঘেল, যশোধন সিং ওরফে ভগত জি, লক্ষ্মণ সিং এবং বীরপাল সিং ওরফে বীরু। পুলিশ জানিয়েছে, অভিযুক্তরা ৬ সেপ্টেম্বর অন্য একটি ছেলেকেও খুন করার চেষ্টা করেছিল। তবে, ছেলেটি পালিয়ে নিজের প্রাণ বাঁচায়। পরে ছেলেটির ডাক্তারি পরীক্ষায় শ্বাসরোধের লক্ষণ পাওয়া গিয়েছে। এরপর ২৩ সেপ্টেম্বর দ্বিতীয় শ্রেণীর এই শিশুকে খুন করা হয়। ধৃতদের বিরুদ্ধে ভারতীয় ন্যায় সংহিতার বিভিন্ন ধারায় মামলা রুজু করেছে পুলিশ।

বিলোনিয়ায় বিভিন্ন দোকানে তামাক নিয়ন্ত্রণ সেলের অভিযান, জরিমানা আদায়

বিলোনিয়া, ২৭ সেপ্টেম্বর ঃ দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার বনকর বাজার থেকে শুরু করে বিলোনিয়া শহরের বিভিন্ন বিদ্যালয়ের আশপাশের দোকানে অভিযান চালানো হয় জেলা তামাক নিয়ন্ত্রণ সেলের তরফে। অনেক ব্যবসায়ীকে জরিমানা করা হয়েছে। শুক্রবার বাজার ও বিদ্যালয় সংলগ্ন প্রতিটি দোকানে তামাক জাতীয় দ্রব্য আছে কিনা খতিয়ে দেখেন তামাক নিয়ন্ত্রণ সেলের কর্মকর্তারা। পান মশলা বিক্রি হচ্ছে কিনা বা কেউ খাচ্ছে কিনা এ বিষয় খতিয়ে দেখেন ইন্সপেক্টিং অফিসার অফ ড্রাগ আদিত্য প্রকাশ চাকমা ও ন্যাশনাল টোবাকো কন্ট্রোল প্রোগ্রামের ডিস্ট্রিক্ট কনসালটেন্ট অরিজি দাস। এছাড়া এই অভিযানে সহযোগিতায় ছিলেন বিলোনিয়া থানার সাব ইন্সপেক্টর সহ পুলিশ কর্মীরা। তামাক আইনের ধারা ৪ অর্থা পাবলিক প্লেসে ধূমপান নিষিদ্ধ, তামাক আইনের ৬(এ)অর্থাৎ আঠার বছরের কম বয়সী যেকোন ব্যক্তির কাছে সিগারেট ও অন্যান্য তামাকজাত দ্রব্য বিক্রি নিষিদ্ধ এবং ধারা ৬(বি) অর্থাৎ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ১০০ গজের মধ্যে তামাক বিক্রি নিষিদ্ধ করার বিষয়ে সচেতনতা তৈরি করা হয়েছে বলে জানান ইন্সপেক্টিং অফিসার অফ ড্রাগ আদিত্য প্রকাশ চাকমা।

সপ্তম শ্রেণির ছাত্রীকে স্কুলেই শ্লীলতাহানির অভিযোগ শিক্ষকের বিরুদ্ধে

বনস্পতি দে, বলাগড়, ২৭ সেপ্টেম্বর ঃ সপ্তম শ্রেণির ছাত্রীকে স্কুলেই শ্লীলতাহানির অভিযোগ শিক্ষকের বিরুদ্ধে।প্রতিবাদে বিক্ষোভ দেখান অভিভাবকরা। বলাগড় থানায় অভিযোগ ছাত্রীর পরিবারের। অভিযোগ, হুগলির বলাগড়ের ওই স্কুলের শিক্ষক এক ছাত্রীকে বাজেভাবে স্পর্শ করে। বৃহস্পতিবার স্কুলে খাতা দেখানোর সময় এই ঘটনা ঘটেছে বলে অভিযোগ। ছাত্রীটি স্কুলের বাকি শিক্ষকদের বিষয়টি বলতে না পারলেও বাড়ি গিয়ে মাকে ঘটনার কথা জানান। শুক্রবার সকালে অভিভাবকরা স্কুলে গিয়ে বিক্ষোভ শুরু করেন। শিক্ষকদের গেটের বাইরে আটকে বিক্ষোভ চলতে থাকে। খবর পেয়ে স্কুলে পৌঁছয় বলাগড় থানার পুলিশ। অভিভাবকদের দাবি, শিক্ষককে যতক্ষণ গ্রেফতার না করা হবে ততক্ষণ বিক্ষোভ চলবে। অভিভাবকদের অভিযোগ, ওই শিক্ষক এর আগেও ছাত্রীদের সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করেছেন। স্কুলে মদ্যপ অবস্থায় আসেন। স্কুলের প্রধান শিক্ষক বলেন, ঘটনার কথা জানতে পেরেই স্কুল পরিচালন সমিতিকে জানিয়েছি। ওই শিক্ষক মদ খেয়ে স্কুলে আসে কিনা তা আমার জানা নেই।এলাকার শিক্ষানুরাগী অভিভাবকেদের নিয়ে আলোচনা করব। ইতিমধ্যেই থানায় অভিযোগ দায়ের করেছে নিগৃহীত ছাত্রীর পরিবার। তবে পুলিশের দাবি, অভিযুক্তকে খুঁজে পাওয়া যায়নি। অভিযুক্ত শিক্ষক বিশ্বজি বাড়ুই জানান, সপ্তম শ্রেণির ক্লাস নিতে যান। ছাত্র-ছাত্রীরা বলে লাইব্রেরিতে যাবে। তাদের লাইব্রেরিতে নিয়ে যান। এর কিছু সময় পর সহ শিক্ষকদের থেকে জানতে পারি একটা গুঞ্জন শুরু হয়েছে। হেনস্থা হতে পারি এই আশঙ্কায় তিনি শুক্রবার স্কুলে যাননি। তাঁর কথায়, ওই ছাত্রীর বয়সী আমার ছেলের মতো। মিথ্যা অভিযোগ করা হয়েছে।

নাম পরিবর্তন

আমি, তাপস কুমার সরকার, বাসস্থান- ৬, বৈশালী সোসাইটি, আঙ্কলেশ্বর রেল স্টেশন, ভরুচ, গুজরাট-৩৯৩০০১, ভুলবশত আমার ছেলের ভোটার আইডি (নং ইউএইচজি ২৫৭৩০৩৮), জন্ম শংসাপত্র এবং অন্যান্য নথিতে আমার নাম তাপস সরকার হিসাবে রেকর্ড করা হয়েছে। আমার আধার কার্ড (নং ৭০৭৩৫৩১৮৬৪১৯) এবং প্যান (নং. বিওয়াইএনপি৫৯৫৪৫এন) এ আমার নাম তাপস কুমার সরকার। ৩০ আগস্ট, ২০২৪ - এ সুরাটের জেলা জজ আদালতে হলফনামা করে (এস এল নং ২০৯৬) আমি ঘোষণা করছি যে, তাপস সরকার এবং তাপস কুমার সরকার একই ব্যক্তি।

Name Change

I, (Old Name) CHANDNI BIBI BIBI W/o- RUBEL SK, Residing at, Vill- Bhurulia, Post- Bhurulia, Ps- Kaliganj, Dist- Nadia, Pin- 741157, West Bengal. Do hearby declare that I have Changed my name from CHANDNI BIBI BIBI To CHANDNI BIBI SK (New name) and hence forth I Shall be Known as (New name) CHANDNI BIBI SK in all purpose Vide an affidavit Sworn before the notary public at Berhampore Murshidabad On 12 Sep 2024, CHANDNI BIBI SK and CHANDNI BIBI SEKH and CHANDNI BIBI BIBI both are Same and one identical person.

Name Change

I, (Old Name) SONJIT KUMAR MANI S/o- SUNIL MANI, Residing at, Vill- Sarada Colony, Post- Mangalbari, Ps- Malda, Dist- Malda, Pin- 732142, West Bengal. Do hearby declare that I have Changed my name from SONJIT KUMAR MANI To SANJIT MANI (New name) and hence forth I Shall be Known as (New name) SANJIT MANI in all purpose Vide an affidavit Sworn before the notary public at Berhampore Murshidabad On 12 Sep 2024, SANJIT MANI and SONJIT KUMAR MANI both are Same and one identical person.

Name Change

I, (Old Name) JEKERA SEKH S/o- ABDULBARI SEKH Residing at, Vill- Benipur, Post- Benipur, Ps- Kandi, Dist- Murshidabad, Pin- 713123, West Bengal. Do hearby declare that I have Changed my name from JEKERA SEKH To JAKER ALI (New name) and hence forth I Shall be Known as (New name) JAKER ALI in all purpose Vide an affidavit Sworn before the notary public at Berhampore Murshidabad On 12 Sep 2024, JAKER ALI and JEKERA SEKH both are Same and one identical person.

Name Change

I, (Old Name) MANJANA BIBI W/o- ABU SAMAD SEKH Residing at, Vill- Hatpara, Post- Hazarpur Nabagram, Ps- Kandi, Dist- Murshidabad, Pin- 742136, West Bengal. Do hearby declare that I have Changed my name from MANJANA BIBI To MARJINA KHATUN (New name) and hence forth I Shall be Known as (New name) MARJINA KHATUN in all purpose Vide an affidavit Sworn before the notary public at Berhampore Murshidabad On 12 Sep 2024, MARJINA KHATUN and MANJANA BIBI both are Same and one identical person.

Name Change

I, Ranjeet Paswan S/o Mahendra Paswan residing at P24, Bijoy Bose Road, PO & PS – Bhowanipore, Kolkata – 700025 declare that my name and my wife's name in my daughter's Birth Certificate issued by KMC, have been recorded as Ranjit Kumar Paswan and Dipmala Devi respectively instead of our correct name Ranjeet Paswan and Deep Mala Devi respectively. That Ranjit Kumar Paswan and Ranjeet Paswan is the same and one identical person i.e.,myself, father of my Daughter and Dipmala Devi and Deepmala Devi is also same and one identical person i.e.,my wife, mother of my daughter vide affidavit dated 21.09.24 before the Ld. 1st Class Judicial Magistrate at Alipore.

নিজের ইচ্ছে শক্তির ওপর ভর করেই পেশাদার শিল্পী হয়ে উঠেছে নদীয়ার যুবক

দুরন্ত বার্তা, নদীয়া, ২৭ সেপ্টেম্বর ঃ তাঁতির ঘরের ছেলে হয়ে গড়ে তুলেছেন একের পর এক প্রতিমা। ছোটবেলা থেকেই মূর্তি বানানো শিল্পকর্মের প্রতি আগ্রহ ছিল শান্তিপুর শহরের ১৮ নম্বর ওয়ার্ডের তোপখানা এলাকার বাসিন্দা সৌম্যদীপ মণ্ডলের। বাবা একজন তাঁত শ্রমিক ছিলেন তবে তাঁতের অবস্থা শোচনীয় হওয়ার কারণে বর্তমানে তার বাবা একজন ইলেকট্রিক মিস্ত্রি। পরিবারের কেউই এর আগে মূর্তি বানানোর শিল্পকর্মের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন না। নিজের আগ্রহের বশেই বেশ কয়েক বছর ধরে মিনিয়েচার মূর্তি বানানোই মনোনিবেশ করেছেন সৌম্যদীপ। শান্তিপুর কলেজ থেকে স্নাতক পাস করে সে আঁকা শেখানোর সাথে সাথে এখন সে স্বপ্ন দেখেন মূর্তি বানিয়ে স্বনির্ভর হওয়ার। সৌম্যদীপের বাবা সন্দীপ মন্ডল পেশায় একজন তাঁত শ্রমিক, ছোটবেলা থেকেই সৌম্যদীপ আঁকা শিখেছে তবে ঠাকুর বানানোর প্রথাগত প্রশিক্ষণ কখনো কারোর থেকে নেয়নি সে। বিভিন্ন পালবাড়িতে ঠাকুর বানানো এবং মূর্তিতে রং করার কাজ দেখে দেখেই শিখে নিয়েছে সে এই কাজ। এরপর কখনো রাধা কৃষ্ণ কিংবা কালিপ্রতিমা, গোপালের মূর্তি , বেশ কিছু সরস্বতীর মূর্তি তৈরি করে ফেলে সে। তারই মূর্তি বানানোর পর সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে সেগুলি বিক্রি করার আহ্বান জানায় সে, এবং তার ওপর নির্ভর করে ইতিমধ্যে জেলা ছাড়িয়ে বিভিন্ন জায়গায় তার মূর্তি পাড়ি দিচ্ছে। হাতেগোনা আর মাত্র কয়েক দিন বাকি দুর্গাপুজোর। আর সেই কারণেই এই সময় বিভিন্ন মিনিয়েচার দুর্গামূর্তি তৈরি করার ব্যস্ততা লক্ষ্য করা গেল তার কাছে গিয়ে। ছোটবেলা থেকেই আঁকা শেখার কারণে অত্যন্ত সুনিপুণ দক্ষতার সঙ্গে সেই মূর্তিগুলি বানিয়ে চলেছে একের পর এক। বাবা - মায়ের একমাত্র সন্তান হওয়ার কারণে সে দিনরাত এখন পরিশ্রম করে চলেছে মূর্তি বানিয়ে সংসারে আর্থিক জোগান দেওয়ার। তবে সে আত্মবিশ্বাসী রাস্তার পাশে একটি দোকান অথবা কারখানা হলে সে আরো বেশি অর্ডার পাবে বর্তমানে বসত বাড়ির মধ্যেই কোনরকমে ছাদের এক টুকরো জায়গায় কাজ করতে হচ্ছে অনেক কষ্ট করে । বর্তমানে মিনিয়েচার মূর্তির চাহিদা ক্রমশই বেড়ে চলেছে। বিভিন্ন ফ্ল্যাট কিংবা আবাসনে ছোট আড়ম্বর করে এই ছোট মূর্তি পুজো করে থাকেন অনেকেই। আবার বড় বড় পুজো উদ্যোক্তারা থিমের ঠাকুর এর নিচে সাবেকি আনার ছোট মূর্তি প্রতিষ্ঠা করে তার পূজো করেন। এছাড়াও ঘর সাজাতে অনেকেই এইমিনিচার মূর্তি বাড়িতে নিয়ে যান। আর সেই কারণেই ক্রমশই বেড়ে চলেছে এই মিনিয়েচার মূর্তির চাহিদা। সৌম্যদীপ জানায়, এবছর তার একটি মূর্তি পাড়ি দেবে কলকাতায়। মূর্তিটি তৈরি করতে তার সময় লেগেছে তিন থেকে চার সপ্তাহ। সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে এই মূর্তির বরাত পায় সে। কিছু পারিশ্রমিক ঠাকুর বানানোর আগে দিয়ে দেন এবং বাকিটা ঠাকুর পাঠানোর পরে মিটিয়ে দেন। সোশ্যাল মিডিয়ার একাধিক কুপ্রভাব এর আগে তুলে ধরা হয়েছে বিভিন্ন খবরে, তবে সোশ্যাল মিডিয়াকেই উপযুক্ত ভাবে কাজে লাগিয়ে নিজের শখকে উপার্জনে রূপান্তরিত করার এক অন্যতম উদাহরণ সৌম্যদীপ।

আত্মীয়দের সঙ্গে সম্পর্ক রাখতে চান না , দুর্দিনে মানুষ চিনেছেন কেষ্ট

দুরন্ত বার্তা, বীরভূম, ২৭ সেপ্টেম্বর ঃ আত্মীয়দের সঙ্গে সম্পর্ক রাখতে চান না, নানুরের হাটসেরান্দি গ্রামের বাড়িতে এসে স্পষ্ট করলেন অভিমানী অনুব্রত মণ্ডল। উল্লেখ্য, দুর্গাপুজোর তদারকি করতে ২ বছর পর মেয়ে সুকন্যা মণ্ডলকে নিয়ে গ্রামের বাড়িতে আসেন তিনি। এবার পুজো গ্রামের গরীব মানুষদের সঙ্গেই কাটাবেন, এমনটাই জানান তিনি। অর্থাৎ, গত ২ বছরের আত্মীয়দের সহযোগিতা না পাওয়ার ক্ষোভ রয়েছে তার মনে। এবার পুজোয় গ্রামের বাড়িতে সেই খাওয়া-দাওয়ার আয়োজন করবেন না অনুব্রত। কারন হিসাবে জানান, 'আর্থিক অবস্থা ভালো নেই।' ২০ সেপ্টেম্বর গরু পাচার ও আর্থিক তছরুপের মামলায় দিল্লির রাউস এভিনিউ আদালত থেকে জামিন পান অনুব্রত মণ্ডল। ২ বছর পর ২৪ সেপ্টেম্বর বোলপুরের নীচুপট্টীর বাড়িতে মেয়ে সুকন্যা মণ্ডলকে নিয়ে ফেরেন তিনি। বৃহস্পতিবার প্রথম দলীয় কার্যালয়ে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়েছিলেন তিনি। সেখানেই অনুশোচনা করে অনুব্রত মণ্ডল বলেছিলেন, পাপের শাস্তি পেয়েছি। এদিন, মেয়ে সুকন্যা মণ্ডলকে নানুরের হাটসেরান্দি গ্রামের বাড়িতে আসেন। আগেই জল্পনা ছিল, ২ বছর পর গ্রামের বাড়ির দুর্গাপুজোয় যোগ দেবেন। সেই মত দেখা গেল দেবীপক্ষের আগে পুজোর তদারকি করতে আসেন তিনি। তাঁকে দেখতে গ্রামের মানুষজন ভিড় জমান। প্রায় শতাধিক বছরের প্রাচীন অনুব্রতর মণ্ডলবাড়ির পুজো। মন্দিরে প্রমাণ করেন তিনি। তারপর সাংবাদিক প্রশ্নে অনুব্রত মণ্ডল বলেন, আমার পৈত্রিক বাড়ি। আমার দাদু-বাবা এই গ্রামে জন্মেছেন। এখানে বড় হয়েছেন। তাই গ্রামের বাড়িতে এলাম। পুজোয় সপ্তমীর দিন আসব। তিনি আরও বলেন, এবার আর খাওয়া-দাওয়া করাবো না। আমার আর্থিক অবস্থা সেই রকম নেই। ২ বছর পর পরিজনের সঙ্গে কথা হল? প্রশ্ন করতেই অনুব্রত মণ্ডল বলেন, আমার তো গ্রামের গরীব মানুষ বেশি। আমি রক্তের সম্পর্কের কারো সঙ্গে সম্পর্ক রাখতে চাইছি না। অর্থাৎ, আত্মীয়দের সঙ্গে সম্পর্ক রাখতে চান না অনুব্রত। গ্রামের বাড়িতে এসে এমনটাই স্পষ্ট করলেন তিনি। উল্লেখ্য, ২ বছর কোন আত্মীয় সেভাবে পাশে থাকেনি। সহযোগিতা করেনি। এই অভিযোগ ও ক্ষোভ রয়েছে তার মনে।

ভারতে এসটিআইএসঃ উর্বরতা এবং জনস্বাস্থ্যের জন্য ক্রমবর্ধমান হুমকি

হাওড়া, ২৭ সেপ্টেম্বর ঃ সেক্সুয়ালি ট্রান্সমিটেড ইনফেকশন (এসটিআইএস) বাড়ছে, যা জনস্বাস্থ্য এবং উর্বরতা উভয়ের জন্যই একটি উল্লেখযোগ্য হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছে। যৌন স্বাস্থ্য সম্পর্কে ক্রমবর্ধমান সচেতনতা সত্ত্বেও, চিকিৎসা না করা এসটিআই গুলি প্রজনন স্বাস্থ্যের জন্য গুরুতর প্রভাব সহ পুরুষ এবং মহিলাদের মধ্যে বন্ধ্যাত্বের মহামারীতে অবদান রাখছে। হাওড়া, একটি জমজমাট শহর যা তার সমৃদ্ধ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য এবং অর্থনৈতিক কার্যকলাপের জন্য পরিচিত, এই স্বাস্থ্য চ্যালেঞ্জগুলি থেকে মুক্ত নয়। শহরের জনসংখ্যা, বিশেষ করে এর ঘনবসতিপূর্ণ এলাকাগুলো, যৌন স্বাস্থ্য শিক্ষা এবং স্বাস্থ্য সেবা সুবিধা গুলো সীমিত অ্যাক্সেসের কারণে এসটিআই-এর ক্রমবর্ধমান ঝুঁকির সম্মুখীন হয়। সাধারণ এসটিআই যেমন ক্ল্যামাইডিয়া, গনোরিয়া এবং সিফিলিসের চিকিৎসা না করা হলে মারাত্মক পরিণতি হতে পারে। হাওড়ায়, সচেতনতার অভাব এবং এসটিআই-এর সাথে সম্পর্কিত সামাজিক কলঙ্কের কারণে পরিস্থিতি আরও খারাপ হয়েছে, যার ফলে ব্যক্তিদের জন্য সময়মতো রোগ নির্ণয় এবং চিকিৎসা করা কঠিন হয়ে পড়েছে। এসটিআই বন্ধ্যাত্বের একটি প্রধান, প্রায়ই উপেক্ষিত কারণ। চিকিৎসা না করা সংক্রমণ প্রজনন অঙ্গগুলির মারাত্মক ক্ষতি করতে পারে, যার ফলে পেলভিক ইনফ্লামেটরি ডিজিজ (পিআইডি) এবং উর্বরতা হ্রাসের মতো অবস্থার সৃষ্টি হয়। পিআইডি-এর প্রভাবের বর্ণালী হালকা উর্বরতার সমস্যা থেকে শুরু করে, যা সঠিক তদন্ত এবং ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে সমাধান করা যেতে পারে, আরও গুরুতর অবস্থা যেমন ব্লক করা ফ্যালোপিয়ান টিউব এবং হাইড্রোসালপিক্স, যার জন্য গর্ভধারণের জন্য আইভিএফ প্রয়োজন হতে পারে। বলেছেন ডঃ সোনালী মন্ডল বন্দ্যোপাধ্যায়, আইভিএফ বিশেষজ্ঞ, বিড়লা ফার্টিলিটি এবং আইভিএফ হাওড়া শহরের অনেক অংশে যথাযথ স্বাস্থ্যসেবা সুবিধার অনুপস্থিতি সমস্যাকে আরও জটিল করে তোলে, বিশেষ করে নিম্ন আয়ের জনগোষ্ঠীর জন্য। চিকিৎসা না করা এসটিআই গুলি দীর্ঘস্থায়ী স্বাস্থ্য সমস্যা এবং উর্বরতার ফলাফল হ্রাস করতে পারে, যা হাওড়ার পুরুষ এবং মহিলা উভয়কেই প্রভাবিত করে। নিয়মিত পরীক্ষা এবং টিকা সহ প্রতিরোধমূলক যত্ন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। জটিলতার ঝুঁকি কমাতে হারপিস ভাইরাস সংক্রমণের বিরুদ্ধে টিকা পুরুষ এবং মহিলা উভয়ের বিবেচনা করা উচিত ডঃ সোনালী যোগ করুন যৌন স্বাস্থ্য শিক্ষার প্রচারে সরকারি প্রচারাভিযান সত্ত্বেও, এসটিআই-এর আশেপাশের কলঙ্ক একটি বড় বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। বিশেষজ্ঞরা কলঙ্ক ভাঙতে ব্যাপক যৌন শিক্ষা, সাশ্রয়ী মূল্যের এসটিআই পরীক্ষার আরও ভাল অ্যাক্সেস এবং জনস্বাস্থ্য প্রচারের প্রয়োজনীয়তার আহ্বান জানিয়েছেন। এই চ্যালেঞ্জগুলি মোকাবেলা করার মাধ্যমে, আমরা এসটিআই-এর বিস্তার কমাতে পারি এবং প্রজনন স্বাস্থ্য সমস্যাগুলির সাথে লড়াইরত দম্পতিদের আশার প্রস্তাব দিয়ে উর্বরতার ফলাফলগুলিকে উন্নত করতে পারি।

বেতন বৃদ্ধি সহ বিভিন্ন দাবীতে জেলাশাসক দপ্তরের সামনে বিক্ষোভে জেলা মিড ডে মিল সহায়িকা সমিতি

দুরন্ত বার্তা, নদীয়া, ২৭ সেপ্টেম্বর ঃ প্রতিশ্রুতি মিললেও সমাধান হয়নি কোন কিছুর, সামনেই পুজো, আর পুজোর আগেই করতে হবে বকেয়া বেতন পরিশোধ, সাথে করতে হবে বেতন বৃদ্ধি, এমনই বিভিন্ন দাবী তুলে শুক্রবার জেলাশাসক দপ্তরের সামে বিক্ষোভ দেখালো নদীয়া জেলা মিড ডে মিল সহায়িকা সমিতির তরফে। এদিন জেলার একাধিক মিড ডে মিল কর্মীরা এই বিক্ষোভে সামিল হয়। জানা যায় এর আগেও একই দাবি নিয়ে বিভিন্ন প্রশাসনিক দত্তরে ডেপুটেশন জমা দিয়েছে তারা। তাতেও কোন কাজ না হওয়ায় অবশেষে নদীয়া কৃষ্ণনগর জেলাশাসক দপ্তরের সামনে বিক্ষোভ শুরু করলেন। তাদের মূল দাবি উৎকর্ষ বাংলায় তাদের যে ট্রেনিং করা হয়েছিল সেই ট্রেনিং বাবদ যে টাকা বকেয়া ছিল সেই টাকা আজও পরিশোধ করা হয়নি। অন্যদিকে তাদের মাসে মাত্র দেড় হাজার টাকা বর্তমানে সেটা বাড়িয়ে দুই হাজার টাকা দেওয়া হয়। কোন নিয়োগপত্র তাদেরকে দেওয়া হয় না। পুজোর আগে কোন বোনাস তারা পায় না। শুধু তাই নয় মাতৃকালীন পরিস্থিতিতেও তাদেরকে ডিউটি করে যেতে হয়। তারা চাইছেন অবিলম্বে তাদের বেতন বৃদ্ধি করা হোক পাশাপাশি অন্যান্য সরকারি কর্মীদের মতো তাদের স্বীকৃতি দেওয়া হোক। তারা আরো জানান অবিলম্বে তাদের এই দাবির মান্যতা দেওয়া না হলে আগামী দিনে আরও বড়সড়ো আন্দোলনের নামবেন তারা।

তিস্তায় জল বাড়তেই আতঙ্ক! পাঁশকুড়ায় বাঁধ ভেঙে আবার বিপত্তি

দুরন্ত বার্তা, পূর্ব মেদিনীপুর, ২৭ সেপ্টেম্বর ঃ তিস্তা নদীতে জল বৃদ্ধি নিয়ে সতর্ক প্রশাসন। নদী সংলগ্ন এলাকায় পরিদর্শন চলছে ব্লক প্রশাসনের পক্ষ থেকে। তৈরি করা হয়েছে ফ্লাড সেন্টার। পাশাপাশি শুকনো খাবারের বন্দোবস্ত করা হয়েছে। শুক্রবার সকাল থেকেই বিভিন্ন এলাকা পরিদর্শন করছেন ময়নাগুড়ির বিডিও প্রসেনজিত কুণ্ডু। তিনি বলেন, ধর্মপুর, পদমতি ১ গ্রাম পঞ্চায়েত-সহ মতিয়ারের চর এবং বেশ কিছু এলাকায় আমাদের নজরদারি চলছে। সমস্যা হলেই মতিয়ার চর থেকে এলাকাবাসীদের নিরাপদ স্থানে নিয়ে আসা হবে। আমরা মাইকিং করছি। ব্লক অফিসে খোলা রয়েছে কন্ট্রোল রুম। অন্যদিকে, পূর্ব মেদিনীপুর জেলার পাঁশকুড়ার মানুরে কংসাবতী নদীবাঁধের কাজ চলাকালীন জলের তোড়ে আবারও বাঁধ ভাঙল। শুক্রবার সকাল ৯ টা নাগাদ এই ঘটনা ঘটেছে। যার জেরে কংসাবতীর জল গ্রামের ভিতর ঢুকছে। এর আগে ওই জায়গায় বাঁধ ভেঙে প্লাবিত হয়েছিল পাঁশকুড়া গ্রামীণের বিস্তীর্ণ এলাকা। সেই ভাঙন মেরামত চলাকালীন আবারও এদিন বাঁধ ভেঙে পড়েছে।

রাতের অন্ধকারে মহিষ পাচারের চেষ্টা, আটক ২ বাংলাদেশী

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ২৭ সেপ্টেম্বর ঃ ভরা বর্ষার সুযোগ নিয়ে রাতের অন্ধকারে মহিষ পাচারের চেষ্টা। বিএসএফের হাতে আটক ২ বাংলাদেশী পাচারকারী। ধৃতদের হবিবপুর থানার পুলিশের হাতে তুলে দিয়েছে বিএসএফ। উদ্ধার করা হয়েছে ১৬ টি মহিষ। মালদার ভারত বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী হবিবপুর থানার কেদারিপাড়া এলাকার ঘটনা। কাঁটাতার হীন এলাকা দিয়ে রাতের অন্ধকারে মহিষ পাচারের চেষ্টা চলছিল সেই সময় বিএসএফের ৮৮ নম্বর ব্যাটেলিয়ানের জওয়ানরা বাধা দিলে তাদের উপর হামলা চালায়। পাচারকারীরা দুই বাংলাদেশি পাচারকারী আটক হয় বিএসএফের হাতে। এদের নাম মহম্মদ রুবেল (৩৩) ও মহম্মদ আমানুল্লাহ (৩৫)। বাড়ি বাংলাদেশের নওগাঁ জেলায়।

টানা বৃষ্টিতে রাস্তায় জল! দুর্ভোগে ২৫ টি পরিবার

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ২৭ সেপ্টেম্বর ঃ টানা ৩ দিনের বৃষ্টিতে গ্রামে চলাচলের রাস্তায় থৈ থৈ জল! শুধু রাস্তা নয়, এমন কি ঘরের ভেতরও ঢুকে পড়ছে জল! হাঁটু জল নিয়ে বাজার থেকে কাজ, এমনকি স্কুলেও যেতে হচ্ছে পড়ুয়াদের! নকশালবাড়ির রায়পাড়ায় টানা ৩ দিনের বৃষ্টিতে জলমগ্ন গোটা এলাকা! জলনিকাশী ব্যবস্থা না থাকায় দুর্ভোগে পড়তে হচ্ছে ২৫ টি পরিবারকে। গত ১০ বছর ধরে এই এলাকায় বসতি নির্মাণ হতেই সমস্যায় পড়েছেন স্থানীয়রা। স্থানীয় বাসিন্দাদের দাবি, প্রশাসন এই এলাকার মানুষের ওপর নজর দিক। দ্রুত জলনিকাশী ব্যবস্থার মাধ্যমে এই জল থেকে মুক্তি চাইছেন স্থানীয়রা। এই বিষয়ে নকশালবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান জয়ন্তী কিরো বলেন, বিষয়টি জানা থাকলেও আমাদের উপায় নেই । নীচু এলাকা হওয়ায় জল জমছে। পঞ্চায়েত, পঞ্চায়েত সমিতি ও মহকুমা পরিষদ মিলে ওই এলাকার স্বার্থে আলোচনা চলছে। অন্যদিকে কোনো অভিযোগ পাইনি। সরকারি জমিতে অপরিকল্পিত ভাবে ওই এলাকা তৈরি করা হয়েছে। আমাদের মতো যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে আশ্বাস দেন নকশালবাড়ি পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি আনন্দ ঘোষ।

নোটিশ

এতদ্বারা সর্বসাধারনকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে, আমার মক্কেল মোঃ আনোয়ার হোসেন, পিতা মোঃ ইসরাইল, সাং - 6 / A লিন্ডসে স্ট্রীট, পোঃ ও থানা - নিউমার্কেট, কোলকাতা ৭০০০১৬, ২০২২ সালে হরিহরপুর মৌজায় ২৫২১ নং দাগে ০১ কাঠা ০২ ছটাক জমি দানপত্র মূলে প্রাপ্ত হয়েন, যাহার দলিল নং- ১২২৫০। উক্ত জমি এক্রাম হাইদার, আব্দুল কাদের নামক ২০১০ সালে ১১৪০ নং দলিলে পাওয়ার দেন। এক্ষনে উক্ত জমিটি আমার নাম বরাবর B. L&L.R.O তে রেকর্ড ভুক্ত করার জন্য আবেদন করেছেন। ইহাতে কারোর কোনো আপত্তি থাকিলে সত্বর যোগাযোগ করিবেন।

সহিদুল আলম ঢালি,
অ্যাডভোকেট
বারুইপুর সিভিল এন্ড ক্রিমিন্যাল কোর্ট

SHRIRAM Finance

শ্রীরাম ফাইন্যান্স লিমিটেড
(শ্রীরাম ট্রান্সপোর্ট ফাইন্যান্স কোম্পানি লিমিটেড নামে পূর্ব পরিচিতি)

পাবলিক নোটিশ

এটি আমাদের গ্রাহকদের এবং সাধারণ জনগণকে জানানোর জন্য যে আমাদের **আসানসোল-১ শাখাটি** দ্বিতীয় তলায় অবস্থিত, বিবি কলেজ মোড়, উষাগ্রাম, ইউবিআই ব্যাঙ্কের উপরে, জিটি রোড, আসানসোল, পশ্চিমবঙ্গ-৭১৩৩২৫ স্থানান্তরিত হবে আর.এস. প্লট নং ৬৬৭(পি), আর.এস. খতিয়ান নং ৩১৬-এর অধীনে, ওয়ার্ড জি.টি. রোড, আসানসোল মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের অধীনে, আসানসোল, বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ-৭১৩৩৩৬ ৩১ ডিসেম্বর, ২০২৪ থেকে।

গ্রাহকদের তাদের প্রয়োজনের জন্য নতুন অফিস প্রাঙ্গনে যোগাযোগ করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।

আঞ্চলিক বিজনেস হেড

TENDER
NIMTITA GRAM PANCHAYAT

NIeT **No: WB/MSD/NIMTITA/10/2024-25** Vide Memo No-154/NGP/2024 dated-**24.09.2024** & NIeT No: **WB/MSD/NIMTITA/11/2024-25**, Vide Memo No-155/NGP/2024 dated- **24.09.2024**. Last date of submission of tender-**02.10.2024 up to 11.00 AM.** For Details see office notice board or visit website: **http://wbtenders.gov.in**

Sd/- Aliyara Bibi
Prodhan
Nimtita Gram Panchayat

বিজ্ঞপ্তি

মিউটেশন আবেদনকারী রায়তের নামঃ- **১) বিবেকানন্দ সরকার ২) নজিমা খাতুন**

আমক্তোরনামা দাতাঃ- **১) কপিজদ্দিন মোহাম্মদ ২) অফিজদ্দিন মোহাম্মদ** উভয়ের পিতাঃ- নবিরুদ্দিন মোহাম্মদ, গ্রহিতাঃ- মমিরুল ইসলাম পিতাঃ- মহাম্মদ সপিরুদ্দিন ঠিকানাঃ- পয়াভিটা, শিকারপুর, রাজগঞ্জ, জলপাইগুড়ি।

আমক্তোনামা নং ও সন **IV-147, (20.08.2010) A.D.S.R RAJGANJ OFFICE** আমক্তোনামা বলে দলিল ও সন **I-46, (09.01.2024) & I-48, (09.01.2024) D.S.R JALPAIGURI OFFICE**

মিউটেশন কেশ নংঃ- **MN/2024/0701/17486 & MN/2024/0701/17484** উক্ত আমক্তোনামা দলিল অনুযায়ী উপরোক্ত মিউটেশন এর বিষয়ে বক্তব্য / আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ হওয়ার এক মাস এর মধ্যে রাজগঞ্জ. বি.এল. & এল.আর ও অফিসে লিখিত আকারে তা পেশ করবেন। অন্যথায় আইন অনুযায়ী আবেদনটি নিষ্পত্তী করা হবে। দলিলে বর্ণিত তপশীল সম্পত্তির বিবরন ও পরিমান এবং খতিয়ান।

মৌজাঃ বিন্যাগুড়ি
সীট নংঃ-১৩
এল.আর. দাগ নংঃ- ৮১২
এল.আর. খতিয়ান নংঃ- ১৫১
জমিঃ- ০.২৩ একর।

(পশ্চিমবঙ্গ সরকার ভূমি ও ভূমি সংস্কার ও শরণার্থী বিভাগ ত্রাণ ও পুনর্বাসন দপ্তর দ্বারা বলবৎকৃত)

বিজ্ঞপ্তি দাতার নাম ও ঠিকানা ১) বিবেকানন্দ সরকার পিতঃ- খুশিমোহন সরকার ঠিকানাঃ- কুরসামারি ধূপগুড়ি ২) নজিমা খাতুন স্বামীঃ-তহিজুল হক ঠিকানাঃ জয়দেবভিটা, ফুলবাড়িহাট জলপাইগুড়ি।

ব্রাউন সুগার-সহ গ্রেফতার দুই

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ২৭ সেপ্টেম্বর ঃ ৫০৯ গ্রাম ব্রাউন সুগার সহ দু জনকে গ্রেফতার করলো শিলিগুড়ির খড়িবাড়ির পানিট্যাঙ্কি ফাঁড়ির পুলিশ। ধৃতদের নাম লাখিনা বিবি ও জামাল উদ্দিন শেখ। জানা গেছে, শুক্রবার ভোরে খড়িবাড়ির ভারত নেপাল-সীমান্তে পানিট্যাঙ্কি সংলগ্ন উত্তর রামধন জোত এলাকায় দুজনকে আটক করে পুলিশ। ধৃতদের শুক্রবার শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হয়েছে।

SHRIRAM Finance

শ্রীরাম ফাইন্যান্স লিমিটেড
(শ্রীরাম ট্রান্সপোর্ট ফাইন্যান্স কোম্পানি লিমিটেড নামে পূর্ব পরিচিতি)

পাবলিক নোটিশ

এটি আমাদের গ্রাহকদের এবং সাধারণ জনগণকে জানানোর জন্য যে আমাদের **খড়্গপুর-২ শাখাটি** প্রোযত্নে আটওয়ালস রিয়েজ এস্টেট প্রাইভেট লিমিটেড, দেশবন্ধু সার্ভিস স্টেশন, পেট্রোল পাম্প, খড়্গপুর কলেজের বিপরীতে, ওটি রোড, পশ্চিমবঙ্গ-৭২১৩০৫ থেকে সুচনা বিল্ডি ২, ওটি রোড, ইন্ডা, কমলা কেবিন, ইনগিট ক্লাবের সন্নিকটে, খড়্গপুর, পশ্চিম মেদিনীপুর, পশ্চিমবঙ্গ-৭২১৩০৫-এর স্থানান্তরিক হবে ৩১ ডিসেম্বর, ২০২৪ থেকে।

গ্রাহকদের তাদের প্রয়োজনের জন্য নতুন অফিস প্রাঙ্গনে যোগাযোগ করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।

আঞ্চলিক বিজনেস হেড

পূর্ব রেলওয়ে

চিফ ওয়ার্কস ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, লিলুয়া, হাওড়া, পিন-৭১১২০৪ নিম্নলিখিত কাজের জন্য সরকারি সংস্থা/সরকার অধীনস্থ সংস্থার যথাযথ তালিকাভুক্ত এবং রেলওয়ের নামী, অনুমোদিত এবং যোগ্য কন্ট্রাক্টরদের থেকে ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন : **ক্র.নং ১, টেন্ডার নং : ইএনজিজি-০৫-২৪-২৫-এলএলএইচওপেন। কাজের নাম:** নতুন নির্মাণের জন্য ওপেন ই-টেন্ডার (i) এইচ-শপ ফ্লোরিং সাইড ওয়াল ও সংশ্লিষ্ট কাজ। (ii) এইচ-শপ গ্যারেজ সাইড ওয়াল, ফ্লোরিং সহ বৈদ্যুতিক কাজ। (iii) সি-শপ (সিটিআরবি) শাখা সংলগ্ন এলাকার উন্নয়ন। **টেন্ডার মূল্য :** ৭৬,৪৯,৩৩৭.৪৬ টাকা। **বায়নামূল্য :** ১,৫৩,০০০ টাকা। **ক্র.নং ২, টেন্ডার নং : ইএনজিজি-অ্যাকাউন্টস-২৪-২৫এলএলএইচওপেন। কাজের নাম:** সিডব্লুএম/সি অ্যান্ড ডব্লু ওয়ার্কশপ, পূর্ব রেলওয়ে, লিলুয়ার অধিকারক্ষেত্রে অফিসার'স রেস্ট হাউস, লিলুয়া সংলগ্ন মিটিং রুম/কনফারেন্স রুমের সংশোধন/সংস্কারের জন্য ওপেন ই-টেন্ডার। **টেন্ডার মূল্য :** ৭৩,৪৬,৫৩০.১৩ টাকা। **বায়নামূল্য :** ১,৪৬,৯০০ টাকা। **ক্র.নং ৩, টেন্ডার নং : ইএনজিজি১৩-২৩-২৪-এলএলএইচওপেন। কাজের নাম:** স্টোরস ডিপোর পরিকাঠামো উন্নয়নের জন্য ওপেন ই-টেন্ডার। **টেন্ডার মূল্য :** ২,৯৯,৪৩,০৯৭.৯৮ টাকা। **বায়নামূল্য :** ২,৯৯,৭০০ টাকা। **টেন্ডার নথির মূল্য:** শূন্য প্রতিটির জন্য। **কাজ শেষের মেয়াদ : ২৪০ দিন** (ক্র.নং ১-এর জন্য), ১৮০ দিন (ক্র.নং ২-এর জন্য) ও ২৭০ দিন (ক্র.নং ৩-এর জন্য)। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় : ২১.১০.২০২৪ তারিখ** দুপুর ১২টা পর্যন্ত। টেন্ডারের বিস্তারিত বিবরণ **https://www.ireps. gov.in** ওয়েবসাইট থেকে পাওয়া যাবে। উপরোক্ত ওয়েবসাইটে অনলাইনে তাঁদের প্রস্তাব জমা করতে টেন্ডারদাতাদের অনুরোধ করা হচ্ছে। কোনও ম্যানুয়াল অফার গৃহীত হবে না।

(MISC-178/2024-25)

ওয়েবসাইট : www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এ টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

Government of West Bengal
Office of the Block Development Officer
Balarampur Development Block
P.O.-Rangadih, Dist.-Purulia, Pin-723143(W.B.)
E-mail- bdo.balarampurnew@gmail.com
Web: www.balarampurblock.in

NOTICE INVITING 01 NOS E-TENDER WB/BDO/BLR NIET-14/2024-25, Dated-26.09.2024

E-Tender are invited by the undersigned from the bonafied contractor for 01 nos. Construction work under Balarampur Development Block. Period for downloading of bid documents **27.09.2024 from 10:00 A.M up to 21.10.2024 to 6:55PM.** End date of submission of bid document upto **21.10.2024 to 6.55 PM**. and the time & date of opening of Technical bid on **24.10.2024 at 11 A.M** .The Financial bid to be notified. For details intending participants may contact to the office of the undersigned or visit website www.wbtenders.gov.in in any working day before the last date for submission of bid documents.

Sd/-Block Development Officer
Balarampur Development Block

PRADHAN PAHARPUR GRAM PANCHAYAT
SADAR BLOCK, JALPAIGURI

(1) NIT NO.WB/JAL/SADAR/P.G.P/04/24-25, DATED: 26/09/2024
(2) NIT NO.WB/JAL/SADAR/P.G.P/05/24-25, DATED: 26/09/2024

The Pradhan, Paharpur Gram Panchayat, Sadar Block, Jalpaiguri invites Tender in percentage Rates for 15 (Fifteen)Nos. different works.. Work completion period: 60 Days. Date & Time of submission Bids From : **30/09/2024 Time : 18.00 Hours** To : **08/10/2024 Time : 18.00 Hours.** Date & Time for Opening : **11/10/2024 Time : 11.00 Hours.** For Further details please visit office of the undersigned.

Sd/- Pradhan
Paharpur Gram Panchayat
Sadar Block, Jalpaiguri

ABRIDGE OFFLINE SHORT TENDER NOTICE
SNIT No.- EE/MID/SNIT-27/2024-25

The **Exe. Engg., Malda Irrigation Divn., Green Park, Malda** invites offline Short Notice Tender. Last Date of application **01/10/2024** & Time upto **12.00 PM.** Details may be had from the office of undersigned. For details visit the site **http://www.wbiwd.gov. in/**

Sd/-
Executive Engineer
Malda Irrigation Division
Green park, Malda

NOTICE INVITING E-TENDER

e-Tender is hereby Published on behalf of Chairman, Habra Municipality for works within Habra Municipality.

Sl. No.	Ref. e-Tender No.	Last Date of submission of e-Tender
1	WBMAD/HM/PWD/NIQ e-597/2024-25	05/10/2024 up to 5.00 PM

For details please see at the website **www.wbtenders.gov.in**

Sd/-
Executive Officer,
Habra Municipality

Office of Executive Officer
Bishnupur-I Panchayet Samity
Bhasa, South 24 Parganas
NOTICE INVITING e-TENDER

E-tenders are hereby invited by the undersigned for different schemes under Bishnupur-I Panchayat Samity, Details of which as noted below:- 1. **N.I.T. No: WB/BISHNUPUR-I/EO/NIT-10(16)/2024-25**, Date: **25.09.2024.** 2. Bid submission start date: **26.09.2024 at 11:00 Hrs**. 3. Bid submission closing date: **18.10.2024 at 15:00 Hrs.** 1. N.I.T. No: **WB/BISHNUPUR-I/EO/NIT-44(01)/2023-24(3 rd Call)**, Date: **25.09.2024**. 2. Bid submission start date: **26.09.2024 at 11:00 Hrs**. 3. Bid submission closing date: **18.10.2024 at 15:00 Hrs.** Details available from the web site **http://wbtenders.gov.in**

Sd/- Executive Officer
Bishnupur-I Panchayat Samity
Bhasa, South 24 Parganas

হাওড়া পৌরনিগম

৪, মহাত্মা গান্ধী রোড, হাওড়া-৭১১১০১
ফোন- ০৩৩ ২৬৩৮ ৩২১১/১২/১৩ ফ্যাক্স - ০৩৩ ২৬৪১ ০৮৩০ www.myhmc.in

সংক্ষিপ্ত দরপত্র বিজ্ঞপ্তি

এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার, এইচএমসি হাওড়া পৌরনিগম-এর শরৎ সদনে ২ (দুই) নম্বর কাজের জন্য দরপত্র আহ্বান করেছেন। ইচ্ছুক দরপত্রদাতাদের প্যান কার্ড, ট্রেড লাইসেন্স, কন্ট্রাক্টর লাইসেন্স, সুপারভাইজার সার্টিফিকেট এবং আপ টু ডেট জিএসটি সার্টিফিকেট এবং রিটার্ন (বর্তমান কোয়ার্টার), পিটিসিসি, আইটিসিসি এবং শংসাপত্র সহ অফার জমা দিতে হবে। বিড জমা দেওয়ার (অনলাইন) শুরুর তারিখঃ **২৫.০৯.২০২৪ সন্ধ্যে ৬.৩০ থেকে।** বিড জমা দেওয়ার (অনলাইন) শেষ তারিখঃ **১৬.১০.২০২৪ সন্ধ্যে ৬.০০ পর্যন্ত। দয়া করে দেখুন https://wbtenters.gov.in।**

৭৮(২) /২৪-২৫
২৭.০৯.২৪

সচিব
হাওড়া পৌরনিগম

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDER

ABRIDGED NIT

The **Director General (E) / LTG, KMC** invites e-tender online, two part bid system for the following work :

NIT No. : KMC/LTG/Z-IV/133/24-25

Name of work : **Supply and delivery of LED fittings at Hossenpur, Gulshan Colony, R.R. Plot etc. areas in Ward No. 108, Br.-XII;** Estimated Amount : **₹ 4,93,412.50 (Excluding CESS)**; Earnest Money : **₹ 10,000.00**; Period of Completion : **20 days**; Last date and time of completion of bid : **23.10.2024 upto 3 pm**; The bid forms and other details are available on and from **27.09.2024 from 2 pm** from the website **https://etender.wb.nic.in**

The **Executive Engineer (Electrical) / LTG / Z-IV / Br.-X, KMC** invites e-tender online, two part bid system for the following works :

(1) NIT No. : KMC/LTG/Z-IV/Br.-X/162/24-25
Name of work : **Improvement of lighting in road side park at M.B. Sarani & Chandi Ghosh Road in Ward No. 97, Br.-X;** Estimated Amount : **₹ 1,98,565.76**; Earnest Money : **₹ 4,000.00**; Period of Completion : **10 days.**

(2) NIT No. : KMC/LTG/Z-IV/Br.-X/161/24-25
Name of work : **Development of street lighting arrangement at New Alipore Block-G, H and adjacent areas in Ward No. 81, Br.-X;** Estimated Amount : **₹ 4,99,784.50**; Earnest Money : **₹ 10,000.00**; Period of Completion : **20 days.**

(3) NIT No. : KMC/LTG/Z-IV/Br.-X/165/24-25
Name of work : **Improvement of St. Ltg. system at B.B. Chatterjee Road, Kamala Park, N.C. Chowdhury Road in Ward No. 91, Br.-X;** Estimated Amount : **₹ 2,83,709.00**; Earnest Money : **₹ 6,000.00**; Period of Completion : **20 days.**

(4) NIT No. : KMC/LTG/Z-IV/Br.-X/166/24-25
Name of work : **Supply and delivery of LED fittings at Adarsha Pally and Subhas Pally etc. areas in Ward No. 98, Br.-X;** Estimated Amount : **₹ 4,93,393.16**; Earnest Money : **₹ 10,000.00**; Period of Completion : **10 days.**

(5) NIT No. : KMC/LTG/Z-IV/Br.-X/164/24-25
Name of work : **Improvement of bustee lighting system at Masjid Para, Bengal Lamp, Dom Bustee and adjacent areas in Ward No. 93, Br.-X;** Estimated Amount : **₹ 2,88,479.11**; Earnest Money : **₹ 6,000.00**; Period of Completion : **20 days.**

(6) NIT No. : KMC/LTG/Z-IV/Br.-X/160/24-25
Name of work : **Development of St. Ltg. system at Prince Anwar Shah Road in Ward No. 93, Br.-X;** Estimated Amount : **₹ 1,96,390.46**; Earnest Money : **₹ 4,000.00**; Period of Completion : **20 days.**

(7) NIT No. : KMC/LTG/Z-IV/Br.-X/158/24-25
Name of work : **Repairing works of electrical wiring system at Ward Office in Ward No. 92, Br.-X;** Estimated Amount : **₹ 1,57,746.85**; Earnest Money : **₹ 3,200.00**; Period of Completion : **20 days.**

(8) NIT No. : KMC/LTG/Z-IV/Br.-X/R-108/24-25
Name of work : **Temporary lighting arrangement for upcoming festival 2024 Ranikuthi to Pallyshree & GD Birla to Netajinagar, Narkelbagan etc. in Ward No. 98, Br.-X;** Estimated Amount : **₹ 1,98,240.00**; Earnest Money : **₹ 4,000.00**; Period of Completion : **05 days.**

(9) NIT No. : KMC/LTG/Z-IV/Br.-X/167/24-25
Name of work : **Supply and delivery of LED fittings at M.T. Road, Dhakuria and adjacent areas in Ward No. 92, Br.-X;** Estimated Amount : **₹ 1,80,696.00**; Earnest Money : **₹ 4,000.00**; Period of Completion : **15 days.**

(10) NIT No. : KMC/LTG/Z-IV/Br.-X/168/24-25
Name of work : **Repairing of St. Ltg. system at Ganguly Pukur to Jibananda Setu in Ward No. 92, Br.-X;** Estimated Amount : **₹ 1,55,144.08**; Earnest Money : **₹ 3,200.00**; Period of Completion : **15 days.**

(11) NIT No. : KMC/LTG/Z-IV/171/24-25
Name of work : **Supply and delivery of LED street light fittings at different places in Ward No. 96 under Br.-X;** Estimated Amount : **₹ 4,98,471.41**; Earnest Money : **₹ 10,000.00**; Period of Completion : **15 days.**

(12) NIT No. : KMC/LTG/Z-IV/172/24-25
Name of work : **Installation of street lighting arrangement by energy efficient LED fittings at Ramgarh, Keyabagan, Lotus Park etc. area in Ward No. 99 under Br.-X;** Estimated Amount : **₹ 2,45,568.13**; Earnest Money : **₹ 5,000.00**; Period of Completion : **20 days**; Last date and time of completion of bid : **05.10.2024 upto 12 Noon (For Sl. No. 1 to 12)**; The bid forms and other details are available on and from **27.09.2024 from 5 pm (For Sl. No. 1 to 10), 27.09.2024 from 2 pm (For Sl. No. 11 & 12)**; The website **https://etender.wb.nic.in (For Sl. No. 1 to 12).**

The **Executive Engineer (E)/LTG/Z-III, KMC** invites e-tender online percentage rate two bid system for the following works :

(1) NIT No. : KMC/LTG/Z-III/2024-2025/335
Name of work : **Installation & improvement of park lighting system & other electrical accessories work at Padddmapukur Square in Ward No. 76;** Estimated Amount : **₹ 3,45,127.10**; Earnest Money : **₹ 7,000.00**; Period of Completion : **30 days.**

(2) NIT No. : KMC/LTG/Z-III/2024-2025/337
Name of work : **Temporary lighting arrangement at Khidderpore Road & other places on the Occassion of Festive Season-2024;** Estimated Amount : **₹ 2,89,548.00**; Earnest Money : **₹ 6,000.00**; Period of Completion : **02 days.**

(3) NIT No. : KMC/LTG/Z-III/2024-2025/338
Name of work : **Improvement of street lighting system at Middle Road & other places in Ward No. 75;** Estimated Amount : **₹ 1,98,831.63**; Earnest Money : **₹ 4,000.00**; Period of Completion : **30 days.**

(4) NIT No. : KMC/LTG/Z-III/2024-2025/336
Name of work : **Temporary lighting approach roads to Red Road & different surrounding Grounds on the Occassion of Festive Season - 2024;** Estimated Amount : **₹ 2,79,252.00**; Earnest Money : **₹ 6,000.00**; Period of Completion : **02 days.**

(5) NIT No. : KMC/LTG/Z-III/2024-2025/340
Name of work : **Supply & delivery of LED street light fitting at Gopal Doctor Road and other places in Ward No. 76;** Estimated Amount : **₹ 1,98,027.00**; Earnest Money : **₹ 4,000.00**; Period of Completion : **30 days**; Last date and time of completion of bid : **24.10.2024 upto 2 pm (For Sl. No. 1 to 5)**; Tender (Technical) opening date : **24.10.2024 at 4 pm (For Sl. No. 1 to 5)**; The bid forms and other details are available on and from **27.09.2024 from 2 pm (For Sl. No. 1 to 5)**; For full and further details, please visit the websites **https://www.etender.wb.nic.in** Please keep watching on the above website for all further Addendum/Corrigendum, Pre-bid clarifications, if any, which will be published in above website only **(For Sl. No. 1 to 5)**.

(6) NIT No. : KMC/LTG/Z-III/2024-2025/329
Name of work : **Repairing of street lighting system at Lt. Tapan Chowdhury Avenue & its surrounding areas in Ward No. 87 under Br.-VIII;** Estimated Amount : **₹ 2,67,346.00**; Earnest Money : **₹ 5,600.00**; Period of Completion : **21 days.**

(7) NIT No. : KMC/LTG/Z-III/2024-2025/330
Name of work : **Installation of new lighting poles with 200 Watt LED fittings at Satish Mukherjee Road, Hazra Road and other places in Ward No. 84 under Br.-VIII;** Estimated Amount : **₹ 3,97,942.00**; Earnest Money : **₹ 8,000.00**; Period of Completion : **30 days.**

(8) NIT No. : KMC/LTG/Z-III/2024-2025/331
Name of work : **Supply and delivery of LED street light at Bompass Road, Lake Temple Road and its surrounding areas in Ward No. 87 under Br.-VIII;** Estimated Amount : **₹ 4,71,025.00**; Earnest Money : **₹ 9,600.00**; Period of Completion : **10 days.**

(9) NIT No. : KMC/LTG/Z-III/2024-2025/332
Name of work : **Renovation of street lighting system at Monohar Pukur Road, Bharat Chandra Road, Deshapriya Park East and other surrounding area in Ward No. 85 under Br.-VIII;** Estimated Amount : **₹ 3,98,576.00**; Earnest Money : **₹ 8,000.00**; Period of Completion : **15 days.**

(10) NIT No. : KMC/LTG/Z-III/2024-2025/333
Name of work : **Supply and delivery of LED street light fittings at Anil Roy Road and surrounding areas in Ward No. 86 under Br.-VIII;** Estimated Amount : **₹ 4,72,403.00**; Earnest Money : **₹ 9,800.00**; Period of Completion : **10 days.**

(11) NIT No. : KMC/LTG/Z-III/2024-2025/334
Name of work : **Supply and delivery of LED street light fittings at Mohan Malaviya Sarani and surrounding areas in Ward No. 70 under Br.-VIII;** Estimated Amount : **₹ 4,59,271.00**; Earnest Money : **₹ 9,600.00**; Period of Completion : **10 days.**

(12) NIT No. : KMC/LTG/Z-III/2024-2025/339
Name of work : **Installation of lighting arrangement at R.N.C. Road and different places in Ward No. 56;** Estimated Amount : **₹ 1,99,388.14**; Earnest Money : **₹ 4,000.00**; Period of Completion : **30 days**; Last date and time of submission of bid : **22.10.2024 (6 pm) (For Sl. No. 6 to 11), 23.10.2024 - 12.30 pm (For Sl. No. 12)**; Bid opening date for technical proposal on : **22.10.2024 (6.30 pm) (For Sl. No. 6 to 11), 24.10.2024 - 12.30 pm (For Sl. No. 12)**; The bid forms and other details are available on and from **27.09.2024 (6 pm) (For Sl. No. 6 to 11), 28.09.2024 (6 pm) (For Sl. No. 12)**; The website **https://etender.wb.nic.in (For Sl. No. 6 to 12).**

680/24-25

কোহলির থেকেও ফিট প্লেয়ার রয়েছে ভারতে, হার্দিকের বিরাট মন্তব্য

লুধিয়ানা, ২৭ সেপ্টেম্বরঃ টিম ইন্ডিয়ার সবচেয়ে ফিট ক্রিকেটার হিসেবে যাঁর নাম সকলের মুখে আসে, তিনি বিরাট কোহলি। বছর ৩৫ এর কোহলি এখনও বিরাট কসরত করেন। ফিটনেসের সঙ্গে কোনও আপোস তিনি কখনও করেননি। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে তিনি নিজেকে খেলার প্রতি নিবেদিত প্রাণ করে এসেছেন। ইয়ো ইয়ো টেস্ট (আন্তর্জাতিক অ্যাথলিটদের ফিটনেস মাপার পরীক্ষা) হলে বিরাটের নাম ভারতীয় টিমের ক্রিকেটারদের মধ্যে উপরের দিকেই থাকে। সম্প্রতি দেশের হকি তারকা হার্দিক সিং এক পডকাস্টে জানিয়েছেন, ভারতের ক্রিকেটারদের থেকে বেশি ফিট টিম ইন্ডিয়ার হকি প্লেয়াররা। আর কী কী বলেছেন হার্দিক? ভারতীয় ক্রিকেটারদের ফিটনেস মাপার জন্য ইয়ো ইয়ো টেস্টের প্রচলন সকলের জানা। দেশের হকি তারকা হার্দিক সিং এ বার জানিয়েছেন, হকি প্লেয়ারদের ফিটনেস দেখার জন্যও ইয়ো ইয়ো টেস্ট করা হয়। এবং সেখানেই ভারতীয় ক্রিকেটারদের থেকে এগিয়ে তাঁরা। তিনি এক পডকাস্টে বলেছেন, ''যদি কোনও

ক্রিকেটার ইয়ো ইয়ো টেস্টে ১৯ বা ২০ স্কোর করে, তা হলে সকলে তাঁকে ফিটেস্ট বলে। শ্রীজেশ তো গোলকিপার। ইয়ো ইয়ো টেস্টে তিনি ২১ স্কোরও করেছেন।'' হার্দিকের এই কথা থেকেই পরিষ্কার, তিনি বোঝাতে চেয়েছেন দেশের ক্রিকেটারদের থেকে হকি তারকারা ইয়ো ইয়ো টেস্টে বেশি স্কোর করেন। এখানেই অবশ্য তিনি থেমে থাকেননি। আরও বলেন, ''আমাদের প্রধান স্তর শুরু হয় ১৫ থেকে, সেখানে ৮টি স্প্রিন্টস থাকে। সেই ভাবে এগোতে থাকে। ২৩.৮ পয়েন্টও হয়। আমাদের ৭ জন প্লেয়ার রয়েছে, যাঁরা ২৩.৮ পয়েন্ট স্কোর করেছে।'' ২৬ বছর বয়সী পঞ্জাবের হকি প্লেয়ার হার্দিক এও জানান যে, ভারতের মেয়েদের জুনিয়র হকি টিমের প্লেয়ারদের ইয়ো ইয়ো টেস্টে স্কোর হয় ১৭-১৮। আর ছেলেদের গড় স্কোর ২২-২৩। হার্দিকের এই বক্তব্যের ভিডিয়োটি নেটদুনিয়ায় ছড়িয়ে পড়েছে। যেখানে অনেকে নেতিবাচক কমেন্ট করেছেন। একজন এক্সে লিখেছেন, 'হকি প্লেয়ারদের ফিটনেসের সঙ্গে ক্রিকেটারদের ফিটনেসের তুলনা করা ঠিক না।' অপর একজন লেখেন, 'ভাই কোথায় এই ২৩ স্কোর দেখতে পাব? রিপোর্টটা কোন ওয়েবসাইটে দেখা যায়। আমি দেখতে চাই। তবে বুঝব সত্যি বলছ না মিথ্যে? বললেই মেনে নেব কী করে?'

আনোয়ার আলির উকিলের পিঠে অস্ত্রোপচার, ২ সপ্তাহ পিছিয়ে গেল শুনানি

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৭ সেপ্টেম্বরঃ আনোয়ার আলি লাইমলাইট থেকে সরছেনই না। ময়দানের হট টপিক তিনি। আনোয়ার ইস্যুর জল দিল্লি আদালত অবধি গড়ায়। এরই মাঝে পিছিয়ে গেল আনোয়ার মামলার শুনানি। ৩০ সেপ্টেম্বরের পরিবর্তে এ বার ১৪ অক্টোবর প্লেয়ারস স্ট্যাটাস কমিটিতে হবে আনোয়ার মামলার শুনানি। হঠাৎ কেন ২ সপ্তাহ পিছিয়ে গেল শুনানি? আসলে আনোয়ার আলির আইনজীবীর পিঠের অস্ত্রোপচার হবে। সেই জন্য তিনি ফেডারেশনের কো অর্ডিনেটর মিহির খেরুদকে চিঠি দিয়েছেন। গত কয়েক মাস ধরে আনোয়ারকে নিয়ে আলোচনা চলছেই। মোহনবাগানে বছর চারেকের লোন চুক্তি থাকা সত্ত্বেও ইস্টবেঙ্গলের প্রাথমিক চুক্তিপত্রে সই করেন ভারতীয় দলের তারকা ডিফেন্ডার। এরপর থেকেই শুরু হয় জট। এ বার সেই মামলার শুনানির পথেও বাধা। আপাতত আনোয়ারের আইনজীবী ফেডারেশনের কো অর্ডিনেটর মিহির খেরুদকে চিঠি দিয়ে জানিয়েছেন, ৮ অক্টোবর তাঁর পিঠের অস্ত্রোপচার হওয়ার কথা। ৪ সপ্তাহের বিশ্রামের নির্দেশ দিয়েছেন চিকিৎসক। তাই নভেম্বরে আনোয়ার মামলার শুনানির আর্জি জানান। ফেডারেশনের তরফ থেকে ১৪ অক্টোবর বিকেল ৫টায় শুনানির দিন ধার্য করা হয়। এই তারিখ যে অপরিবর্তিত থাকবে তাও স্পষ্ট করে জানিয়ে দিয়েছে ফেডারেশন। এরপর কোনও ভাবে আনোয়ার আলির বর্তমান আইনজীবী শুনানিতে হাজির থাকতে না পারলে, বিকল্প আইনজীবীর আয়োজন করতে হবে তারকা ফুটবলারকে। এ বছরের জুলাইয়ের মাঝামাঝি আনোয়ার ইস্যুতে তোলপাড় হয় ভারতীয় ফুটবল মহল। এই ট্রান্সফার লড়াই নিয়ে ভবিষ্যতেও বার বার আলোচনা হবে। আনোয়ারকে ইস্ট-মোহনের দড়ি টানাটানি যে এই আকার নেবে, তা হয়তো ফুটবল প্রেমীরা ভাবতেও পারেননি। এ বছরের আগস্টের শুরুতে প্লেয়ারস স্ট্যাটাস কমিটি আনোয়ারকে ছাড়পত্র দেওয়ার জন্য মোহনবাগানকে নির্দেশ দেয়। আর মোহনবাগানের ছাড়পত্র পেয়েই ইস্টবেঙ্গলে আনুষ্ঠানিকভাবে ৫ বছরের চুক্তিতে সই করেন আনোয়ার। ঘটনাক্রম এখানেই শেষ নয়। সেপ্টেম্বরে ফেডারেশনের প্লেয়ারস স্ট্যাটাস কমিটির পরবর্তী সিদ্ধান্ত রীতিমতো চাপে ফেলে দেয় আনোয়ার, ইস্টবেঙ্গল আর দিল্লি এফসিকে। ফেডারেশন তো আনোয়ারকে ৪ মাস নির্বাসিতও করে। ইস্টবেঙ্গল ও দিল্লি এফসিকে ২ উইন্ডো ট্রান্সফার ব্যান করা হয়। এরপর ফেডারেশনের প্লেয়ারস স্ট্যাটাস কমিটির সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে দিল্লি হাইকোর্টে মামলা করে ইস্টবেঙ্গল, দিল্লি এফসি এবং আনোয়ার আলি। সেই মামলার শুনানি পিছিয়ে গেল। এ বার দেখার পরবর্তী শুনানির দিন কী হয়।

'করব লড়ব, জিতব, বস্ শাহরুখের সঙ্গে পার্টি করব,' জানিয়ে দিলেন কেকেআরের মেন্টর ব্র্যাভো

ত্রিনিদাদ, ২৭ সেপ্টেম্বরঃ নতুন দায়িত্ব পেয়েছেন ডোয়েন ব্র্যাভো। গৌতম গম্ভীর সরে যাওয়ায় কলকাতা নাইট রাইডার্সের নতুন মেন্টর হয়েছেন তিনি। মেন্টর হয়ে নিজের পরিকল্পনার কথা জানিয়ে দিয়েছেন ওয়েস্ট ইন্ডিজের প্রাক্তন ক্রিকেটার। তিনি জানিয়েছেন, ম্যাচ জিতে কেকেআরের মালিক শাহরুখ খানের সঙ্গে পার্টি করবেন তিনি। কেকেআরের মেন্টর হওয়ার পরে একটি ভিডিয়ো বার্তায় ব্র্যাভো বলেন, ''আমাদের বস্ শাহরুখ খান সব সময় বলে, আমরা যেন উপভোগ করি, মজা করি। তাই আমরা ম্যাচ জিতব আর পার্টি করব। করব, লড়ব, জিতব। আমি কেকেআর।'' শুক্রবারই সব ধরনের ক্রিকেট থেকে অবসর ঘোষণা করেন ব্র্যাভো। আন্তর্জাতিক ক্রিকেট ও আইপিএল থেকে অবসরের পরে ক্যারিবিয়ান প্রিমিয়ার লিগে ত্রিনবাগো নাইট রাইডার্সের হয়ে খেলতেন তিনি। সেটিও শাহরুখেরই দল। সেই দলে খেলার সুবাদে শাহরুখের সঙ্গে সময় কাটিয়েছেন তিনি। দু'জনের পার্টির ছবিও ভাইরাল হয়েছে। আরও এক বার সেই পার্টির কথাই বললেন ব্র্যাভো। তাঁর উপর ভরসা দেখানোর জন্য গত বারের চ্যাম্পিয়ন দল কেকেআরকে ধন্যবাদ দিয়েছেন ব্র্যাভো। তিনি বলেন, ''নাইট রাইডার্স পরিবারের সকল সদস্যকে ব্র্যাভোর তরফ থেকে ধন্যবাদ। আমার উপর ভরসা দেখানোর জন্য কেকেআর ম্যানেজমেন্টকে ধন্যবাদ। এই বিশেষ দলের সদস্য হওয়ার সুযোগ পেয়েছি। নিজের সেরাটা দেওয়ার চেষ্টা করব। বেগনি দলের হয়ে দুর্দান্ত সময় কাটাব।'' ব্র্যাভো ধন্যবাদ জানিয়েছেন তাঁর পুরনো দল চেন্নাই সুপার কিংসকেও। মহেন্দ্র সিংহ ধোনিদের দলের ক্রিকেটার হওয়ার পরে সেখানে বোলিং কোচও হয়েছিলেন তিনি। ব্র্যাভো বলেন, ''চেন্নাই সুপার কিংস আমার উপর ভরসা করেছিল। আমার এই সিদ্ধান্ত ওরা ভাল ভাবে নিয়েছে। আমাকে সামনের দিকে এগিয়ে যাওয়ার জন্য শুভেচ্ছা জানিয়েছে। আমি আশা করছি আগামী প্রজন্মকে অনুপ্রাণিত করতে পারব।''

আইএসএলে পর পর ম্যাচ নিয়ে ক্ষুব্ধ মোহন কোচ মোলিনা

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৭ সেপ্টেম্বরঃ মোহনবাগান একদিন পরই তাদের প্রথম অ্যাওয়ে ম্যাচে আইএসএলে মাঠে নামতে চলেছে। শনিবার বেঙ্গালুরু এফসি-র বিরুদ্ধে ম্যাচ নিয়ে চিন্তিত সবুজ-মেরুনের কোচ জোসে মোলিনা, তবে তাঁর মন শুধুই এই ম্যাচে আটকে নেই। পরবর্তী দু'টি ম্যাচও তাঁর মনে জায়গা করে নিয়েছে। আসলে ২ অক্টোবর ইরানের তাবরিজে ট্রাক্টর এফসি-র বিরুদ্ধে এশিয়ান চ্যাম্পিয়ন্স লিগ ২-এ (এএফসি) মোহনবাগানের ম্যাচ রয়েছে। এর পর ৫ অক্টোবর, ফের আইএসএলে মহামেডান স্পোর্টিং-এর বিরুদ্ধে মুখোমুখি হতে হবে। এভাবে পরপর ম্যাচ খেলার কারণে কিছুটা উদ্বিগ্ন কোচ মোলিনা, যা নিয়ে তিনি প্রশ্ন তুলেছেন। শুক্রবার সকালে ঘরের মাঠে অনুশীলন সেরে বেঙ্গালুরু উদ্দেশ্যে রওনা দিয়েছে মোহনবাগান। সেখানেই ম্যাচ খেলে দল সরাসরি ইরানের উদ্দেশ্যে রওনা দেবে, ট্রাক্টর ম্যাচে অংশ নিতে। ২ অক্টোবর ম্যাচ খেলে ৪ অক্টোবর কলকাতায় ফিরবে মোহনবাগান। তার পরের দিনই মহামেডানের বিরুদ্ধে মাঠে নামতে হবে। এর ফলে, দীর্ঘ বিমানযাত্রার ক্লান্তি কাটানোর আগেই মিনি ডার্বিতে নামতে হবে দলকে,

এবং প্রায় বিনা অনুশীলনেই। বিষয়টি নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন কোচ মোলিনা। বৃহস্পতিবার সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে মোলিনা বলেন, ''আমরা ২ অক্টোবর ইরানে ম্যাচ খেলে ৪ অক্টোবর ফিরব। পরের দিনই আরেকটা ম্যাচ রয়েছে। এই সূচি একেবারেই সন্তোষজনক নয়। অন্ততপক্ষে, ম্যাচের আগে একটা দিন প্রস্তুতির জন্য প্রয়োজন। সূচি তৈরির সময় এএফসি-র প্রতিযোগিতাগুলোকেও মাথায় রাখা উচিত ছিল।'' তবে মোহনবাগান তাদের পূর্ণ শক্তির দল নিয়ে ট্রাক্টর ম্যাচে অংশ নেবে কি না, সেটা এখনও নিশ্চিত নয়। সূত্রের খবর অনুযায়ী, টিম ম্যানেজমেন্ট ফুটবলারদের সঙ্গে আলোচনা করছে এবং তারা ইরান যেতে ইচ্ছুক কি না, সেই বিষয়টিকেও গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। বেঙ্গালুরুর বিরুদ্ধে ম্যাচের পরই এই বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। দলীয় সূত্রে আরও জানা গেছে, আলবার্তো রড্রিগেজ শনিবারের ম্যাচে থাকছেন না। তবে সদ্য দলে যোগ দেওয়া নুনো রেইসকে আইএসএলে রেজিস্ট্রেশন করা হবে না বলে কোচ জানিয়েছেন। মোলিনা বলেন, ''নুনো দ্রুত দলের সঙ্গে মানিয়ে নিচ্ছে, তবে তাকে শুধুমাত্র এএফসি ম্যাচের জন্যই নেওয়া হয়েছে।''

বাংলাদেশকে অ্যাডভান্টেজ করে দিলেন রোহিত শর্মা!

কানপুর, ২৭ সেপ্টেম্বরঃ কানপুর টেস্টের একটা দিন শেষ। নির্ধারিত সময়ের অনেকটাই আগে ভারত-বাংলাদেশের দ্বিতীয় টেস্টের প্রথম দিনের খেলা শেষ। শুক্রবার সকাল থেকেই বৃষ্টির নজর পড়েছিল ভারত-বাংলাদেশের টেস্ট ম্যাচে। শুধু তাই নয়, বৃহস্পতিবার প্রায় সারা দিনই কভারে ঢাকা ছিল মাঠ। রাতভর হয়েছিল বৃষ্টিও। যার ফলে মাঠ ভেজা থাকায় গ্রিনপার্ক স্টেডিয়ামে আজ টস হয় দেরিতে। ম্যাচ শুরু হয় দেরিতেও। মাত্র ৩৫ ওভারের খেলা হয়েছে। দিনের খেলার শেষে প্রশ্ন উঠছে, রোহিত শর্মা টস জিতে বাংলাদেশকে ব্যাটিংয়ে পাঠিয়ে কি অ্যাডভান্টেজ করে দিলেন? রোহিতের এক ভুলে এই সিরিজ থেকে ফুল পয়েন্ট হারানোর পথে ভারত? এখনই অবশ্য তাতে হ্যাঁ বলা যাচ্ছে না। যতই হোক এই টেস্টের ৪টে দিন হাতে তো রয়েছে। ক্রিকেট মহলের

মতে, টস জিতে ব্যাটিং নিলে ভালো হত। কারণ, কানপুরে ব্যাটিং পিচ। ভারত প্রথমে ব্যাটিং নিলে তাড়াতাড়ি রান তুলত। আজ, বৃষ্টির কারণে বিকেল তিনটের মধ্যেই শেষ হয়ে গেল প্রথম দিনের খেলা। এই টেস্টের বাকি দিনগুলোতে যদি একই ঘটনা ঘটে, তা হলে ম্যাচটা ড্র হয়ে যেতে পারে। সেক্ষেত্রে সিরিজ থেকে অর্ধেক পয়েন্ট পাবে টিম ইন্ডিয়া। এই সিরিজে ফুল পয়েন্ট পাওয়াটা ভারতের জরুরি। না হলে এরপর নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে টেস্ট সিরিজে ভারতের চাপ হতে পারে। বৃষ্টির কারণেই তাড়াতাড়ি কানপুর টেস্টের প্রথম দিনের খেলা শেষ। দ্বিতীয় সেশন শুরু হওয়ার পর দুপুর ২.১০ এর দিকে খারাপ আলোর কারণে খেলা থমকে যায়। এরপর দুপুর ২.২৫ এর দিকে ঝিরিঝিরি বৃষ্টি শুরু হয়। তারপর বৃষ্টি বাড়তে থাকে এবং অন্ধকার পরিবেশ হওয়ার ফলে দিনের খেলা তাড়াতাড়ি শেষ হয়ে যায়। দ্বিতীয় টেস্টের প্রথম দিনের প্রথম ইনিংসে ২টি উইকেট তুলে নেন আকাশ দীপ। আর দ্বিতীয় সেশনে যতটা খেলা হয়েছে, তার মধ্যে একটি উইকেট তুলে নেন রবিচন্দ্রন অশ্বিন। জসপ্রীত বুমরা প্রথম দিন কোনও উইকেট না পেলেও ভালো বোলিং করেছেন। এ ছাড়া বাংলাদেশ ধৈর্য ধরে ব্যাটিংও করেছে। প্রথম দিনের খেলার শেষে বাংলাদেশের স্কোর ৩ উইকেটে ১০৭, ৪০ রানে অপরাজিত রয়েছেন মোমিনুল হক। এবং ৬ রানে অপরাজিত রয়েছেন মুশফিকুর রহিম।

হায়দরাবাদ এফসির বিরুদ্ধে জয়ের পর অনন্য রেকর্ড ডিলম্পেরিসের

চণ্ডীগড়, ২৭ সেপ্টেম্বরঃ স্টাইকস ভার্গেটিসের হঠাৎ প্রস্থানের পর গ্রীক কোচ প্যানাজিওটিস ডিলম্পেরিসের অধীনে পাঞ্জাব এফসি ২০২৪-২৫ ইন্ডিয়ান সুপার লিগ মরসুমে এক জাদুকরী সূচনা করেছে। তারা প্রথম তিনটি ম্যাচেই জয় লাভ করেছে এবং তৃতীয় সপ্তাহের মাঝামাঝি সময়ে পয়েন্ট তালিকার শীর্ষে রয়েছে। এই দুর্দান্ত সূচনা পাঞ্জাবের কোচ ডিলমপেরিসকে আইএসএলের ইতিহাসে প্রথম কোচ হিসেবে অভিষেক মরসুমে টানা তিনটি ম্যাচ জয়ের অনন্য কৃতিত্ব অর্জন করতে সাহায্য করেছে। প্যানাজিওটিস ডিলম্পেরিসের নেতৃত্ব কেবল দলের ফলাফলের ক্ষেত্রেই নয়, মাঠে পাঞ্জাব এফসির পারফরম্যান্স এবং প্রতিটি ম্যাচে প্রবেশের মানসিকতা পরিবর্তন করতেও বিশাল অবদান রেখেছে। যদিও তারা প্রথম ম্যাচেই লুকা মাজসেনের মতো গুরুত্বপূর্ণ খেলোয়াড়কে হারিয়েছিল, তবুও তাদের গতি থামেনি। ডিলম্পেরিসের কৌশলে দলটি বিকল্প পথে গোলের সুযোগ তৈরি করেছে এবং শেষ দুই ম্যাচে

চারটি গোল করেছে। এটি পাঞ্জাবের অপরাজেয় মানসিকতা এবং দৃঢ়তার প্রমাণ, যা তাদের সফলতার পথে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। ডিলম্পেরিসের আক্রমণাত্মক ফুটবল যেমন কার্যকর, তেমনি দর্শকদের জন্যও আনন্দদায়ক। তিনি পাঞ্জাব এফসিকে এমন একটি দলে রূপান্তরিত করেছেন, যারা সুন্দর ফুটবল খেলার পাশাপাশি ধারাবাহিকভাবে ফলাফলও আনতে সক্ষম। প্রথম তিনটি ম্যাচে জয়লাভের পর, পাঞ্জাব এফসি তাদের জয়ের ধারা ধরে রাখতে পুরোপুরি উৎসাহিত। কেরালা ব্লাস্টার্স এবং ওড়িশা এফসির মতো শক্তিশালী দলের বিপক্ষে জয় তুলে নিয়ে তারা ইতিমধ্যেই প্রমাণ করেছে যে, এই মরসুমে তারা বড় চমক দেখাতে পারে। তবে পানাজিওটিস ডিলমপেরিস এবং তার দলের জন্য সামনে চ্যালেঞ্জ আরও কঠিন হতে চলেছে। তাদের পরবর্তী ম্যাচ বেঙ্গালুরু এফসির বিরুদ্ধে কান্তিরাভা স্টেডিয়ামে, যেখানে তাদের তারকা সমৃদ্ধ দলের মুখোমুখি হতে হবে। এরপর তারা মুখোমুখি হবে চেন্নাইয়িন এফসি এবং এফসি গোয়ার। মরসুম যতই এগিয়ে যাবে, ম্যাচগুলি ততই কঠিন ও প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ হবে। এটি সেরা এবং সবচেয়ে শক্তিশালীদের টিকে থাকার লড়াই। তবে পাঞ্জাব এফসি এই মরসুমে ইতিমধ্যেই প্রমাণ করেছে যে, তারা প্রতিটি চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করার মতো সক্ষমতা এবং দৃঢ় মানসিকতা ধারণ করে।

আইপিএলের পরিকল্পনা বদল করতে পারে বিসিসিআই

মুম্বই, ২৭ সেপ্টেম্বরঃ আইপিএলে ম্যাচের সংখ্যা নিয়ে আগের সিদ্ধান্ত থেকে সরে আসতে পারে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড (বিসিসিআই)। ২০২৫ এবং ২০২৬ সালের প্রতিযোগিতায় ৮৪টি করে ম্যাচ হবে বলে ঠিক হয়েছিল। সেই সিদ্ধান্ত কার্যকর না করার কথা ভাবা হচ্ছে। কিছু দিনের মধ্যেই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হতে পারে। ২০২৩ এবং ২০২৪ সালের আইপিএলে হয়েছে ৭৪টি ম্যাচ। পরিকল্পনা অনুযায়ী, ২০২৫ এবং ২০২৬ সালে ৮৪টি করে এবং ২০২৭ থেকে ৯৪টি করে ম্যাচ হওয়ার কথা। দু'বছর আগে প্রতিযোগিতার সম্প্রচার স্বত্ব বিক্রি করার সময় আগ্রহী টেলিভিশন সংস্থাগুলিকে ক্রমশ ম্যাচের সংখ্যা বৃদ্ধির কথা জানানো হয়েছিল। অথচ এখন সেই পরিকল্পনা কার্যকর করতে চাইছে না বিসিসিআই। গত দু'বছরের মতো ২০২৫ সালের প্রতিযোগিতাতেও ৭৪টি ম্যাচ হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি। বিসিসিআই সূত্রে খবর, মূলত ক্রিকেটারদের কথা ভেবে ম্যাচের সংখ্যা বৃদ্ধি না করার কথা ভাবা হয়েছে। ম্যাচের সংখ্যা বাড়লে ক্রিকেটারদের খেলার চাপ বাড়বে। বিশ্রামের সুযোগ আরও কমবে। তাতে চোট-আঘাতের সম্ভাবনাও বৃদ্ধি পাবে। ক্রিকেটারদের বিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে ম্যাচ বৃদ্ধির পরিকল্পনা থেকে সরে আসার সিদ্ধান্ত নিতে পারেন বিসিসিআই কর্তারা। বিসিসিআই সচিব জয় শাহ বলেছেন, ''২০২৫ সালের আইপিএলে ৮৪টি ম্যাচ করার কোনও সিদ্ধান্ত হয়নি। ম্যাচের সংখ্যা বৃদ্ধি পেলে ক্রিকেটারদের উপর চাপও বাড়বে। হতে পারে চুক্তিতে ৮৪টি ম্যাচের কথা রয়েছে। তবে ম্যাচের সংখ্যা কত হবে, এই সিদ্ধান্ত নেওয়ার অধিকার বিসিসিআইয়ের রয়েছে।'' ২০২৫ সালের আইপিএলের ফাইনাল হতে পারে ২৫ মে। তার পর টেস্ট বিশ্বচ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনাল হওয়ার কথা ১১ জুন।

'সাকিবের নিরাপত্তার বিষয়টি আমাদের হাতে নেই', স্পষ্ট বক্তব্য বিসিবি সভাপতির

ঢাকা, ২৭ সেপ্টেম্বরঃ নিজের দেশের মাটিতে কেরিয়ারের শেষ টেস্ট খেলতে চান সাকিব আল হাসান। কানপুরে ভারত-বাংলাদেশ টেস্ট সিরিজের দ্বিতীয় ম্যাচের আগে নিজের অবসরের কথা জানিয়েছেন সাকিব। টি-২০ থেকে অবসর ঘোষণা করেছেন বাংলাদেশের তারকা অলরাউন্ডার। একইসঙ্গে জানান, যদি পর্যাপ্ত নিরাপত্তা পান, তা হলে মীরপুরে টেস্ট কেরিয়ারের শেষ টেস্ট ম্যাচ খেলতে চান। বাংলাদেশে হাসিনা সরকারের পতনের পর সাকিবের আন্তর্জাতিক কেরিয়ার নিয়ে বার বার প্রশ্ন উঠেছে। এ বার তিনি নিজেই অবসরের কথা জানিয়ে

দিয়েছেন। আগামী বছরের চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি তাঁর শেষ ওডিআই টুর্নামেন্ট, একথাও বলেছেন সাকিব। এরই মাঝে বিসিবির নতুন সভাপতি ফারুক আহমেদ জানিয়ে দিয়েছেন, সাকিবের নিরাপত্তার বিষয়টি বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের হাতে নেই। সাকিব আল হাসানের নিরাপত্তা নিয়ে বিসিবি সভাপতি শের ই বাংলা স্টেডিয়ামে নিজের স্পষ্ট বক্তব্য জানিয়েছেন। তিনি বলেন, ''সাকিবের নিরাপত্তার বিষয়টি আমাদের হাতে নেই। তাঁকেই এই ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিতে হবে। সরকারের পক্ষ থেকে ওকে নিরাপত্তা দিতে পারে। বোর্ড এই ব্যাপারে কিছু বলতে পারবে না। কোনও একজন ক্রিকেটারকে ব্যক্তিগতভাবে নিরাপত্তা দেওয়ার সামর্থ্য নেই বিসিবির। আমি কোনও এজেন্সি নই, পুলিশ নই, র‍্যাবও (র‍্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটেলিয়ন) নই। সরকারের তরফ থেকে নিরাপত্তার বিষয়টি পরিষ্কার করা দরকার।'' বিসিবি সভাপতি ফারুক আহমেদ একইসঙ্গে চান সাকিব কেরিয়ারের শেষ টেস্ট বাংলাদেশেই খেলুন। এই প্রসঙ্গে তিনি বলেন, ''সাকিব যদি দেশে শেষ টেস্ট খেলতে পারেন, তা হলে তার থেকে ভালো কিছু হতে পারে না। ও এই মুহূর্তে নিজের জীবনের খুব খারাপ সময়ের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে। আমরা ওকে আলাদা করে কিছু বোঝানোর চেষ্টা করিনি। ও মনে করেছে অবসর নেওয়ার এটাই সঠিক সময়। তাই আমি ওর সিদ্ধান্তকে সম্মান জানাই।''

শেষ সময়ের গোলে জেগে ওঠার প্রেরণা পাচ্ছেন আলভারেজ

খেলা তখন ড্রয়ে শেষ হওয়ার পথে। ম্যাচের বয়স ৯০ মিনিট ছুঁইছুঁই। বক্সের বাইরে ডান প্রান্ত থেকে দারুণ এক ক্রস করলেন অঁতোয়ান গ্রিজমান। গোলের সামনে ছুটে গিয়ে পায়ের ছোঁয়ায় বল জালে জড়িয়ে উল্লাসে মেতে উঠলেন হুলিয়ান আলভারেজ। সেই গোলই দলকে এনে দিল জয়। দুঃসময়ের আঁধারে আলোর দেখা পেলেন আলভারেজও।

ভিগো, ২৭ সেপ্টেম্বরঃ লা লিগায় বৃহস্পতিবার আলভারেজের ওই গোলেই সেল্‌তা ভিগোর মাঠ থেকে জয় নিয়ে ফিরতে পারে আতলেতিকো মাদ্রিদ। ম্যাচের প্রেক্ষাপটে গোলটি দারুণ গুরুত্বপূর্ণ ছিল আতলেতিকোর জন্য। তবে আলভারেজের জন্য গোলটি ছিল হয়তো আরও বেশি জরুরি। ম্যানচেস্টার সিটি থেকে আলোচিত দল বদলে আতলেতিকোয় আসার পর সেভাবে নিজেকে মেলে ধরতে পারছিলেন না আর্জেন্টিনার বিশ্বকাপজয়ী তারকা। নতুন ক্লাবে প্রথম ছয় ম্যাচে তার গোল ছিল কেবল একটি। প্রচুর সুযোগ হাতছাড়াও করছিলেন। তাকে নিয়ে নানা প্রশ্নে অবশ্য তার ওপর আস্থার কথা জোর দিয়েই বলেন কোচ দিয়েগো সিমেওনে। সেই আস্থার প্রতিদান দিয়েই দলকে জয় এনে দিলেন আলভারেজ। দলকে জয় এনে দিতে পেরে দারুণ খুশি ২৪ বছর বয়সী ফরোয়ার্ড। গোলটি যে তাকে আত্মবিশ্বাস জোগাবে সামনের পথচলায়, সেটিও বললেন তিনি। কঠিন এক মাঠে খুবই গুরুত্বপূর্ণ জয় এটি। সময় গড়ানোর

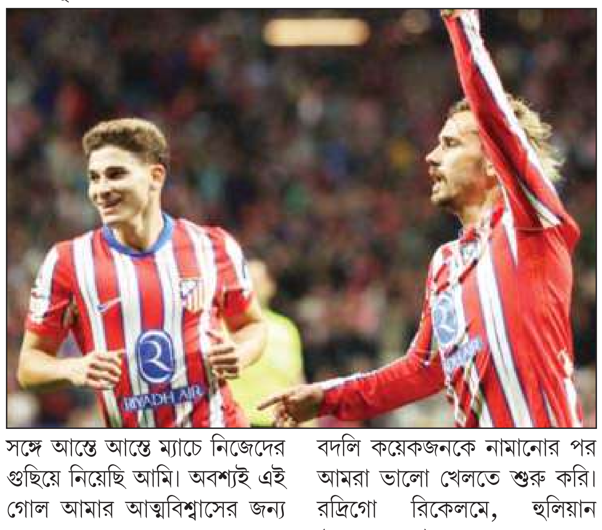

সঙ্গে আস্তে আস্তে ম্যাচে নিজেদের গুছিয়ে নিয়েছি আমি। অবশ্যই এই গোল আমার আত্মবিশ্বাসের জন্য সহায়ক হবে। তবে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হলো দলকে সাহায্য করতে পারা। আলভারেজকে এ দিন বদলি হিসেবে ব্যবহার করেছেন কোচ সিমিওনে। এছাড়াও বদলি নামানো অন্যদের পারফরম্যান্সে খুশি আতলেতিকো কোচ। দ্বিতীয়ার্ধে বদলি কয়েকজনকে নামানোর পর আমরা ভালো খেলতে শুরু করি। রদ্রিগো রিকেলমে, হুলিয়ান (আলভারেজ), আনহেল কোরেয়া দুই দিক থেকেই বেশ কার্যকর হয়ে উঠেছিল, মনে হচ্ছিল আমাদের সুযোগ তৈরি হচ্ছে। সৌভাগ্যবশত, শেষ সময়ে গ্রিজমান ও হুলিয়ান খুব ভালো সংযোগ গড়তে পেরেছে। ম্যাচ জিতলেও অবশ্য আক্রমণভাগের সামগ্রিক পারফরম্যান্সে খুশি নন সিমিওনে। এখানে আরও বেশি উন্নতির তাগিদ জানালেন কোচ। ''আজকে আমরা এমন এক দলের বিপক্ষে তিন পয়েন্ট পেয়েছি, যারা রক্ষণাত্মকভাবে খুব শক্ত ও ধৈর্যশীল এবং গত ফেব্রুয়ারির পর থেকে হারেনি। আমরা খুব ভালো করছি। কিন্তু আক্রমণে আমাদের আরও উন্নতি করতে হবে। তবে প্রথমার্ধে আমরা রক্ষণে ভালো করেছি। যদিও আমাদের ফরোয়ার্ডদের গোলের সামনে রাখার যথেষ্ট সুযোগ তৈরি করতে পারিনি। রক্ষণ যথেষ্টই ভালো আছে, আক্রমণে আরও ভালো করার পথ খুঁজে বের করতে হবে।'' সাত ম্যাচে ১৫ পয়েন্ট নিয়ে তিন নম্বরে আছে আতলেতিকো। দুই পয়েন্ট বেশি নিয়ে দুইয়ে রিয়াল মাদ্রিদ। সাত ম্যাচের সবকটিতে জিতে ২১ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে বার্সেলোনা।

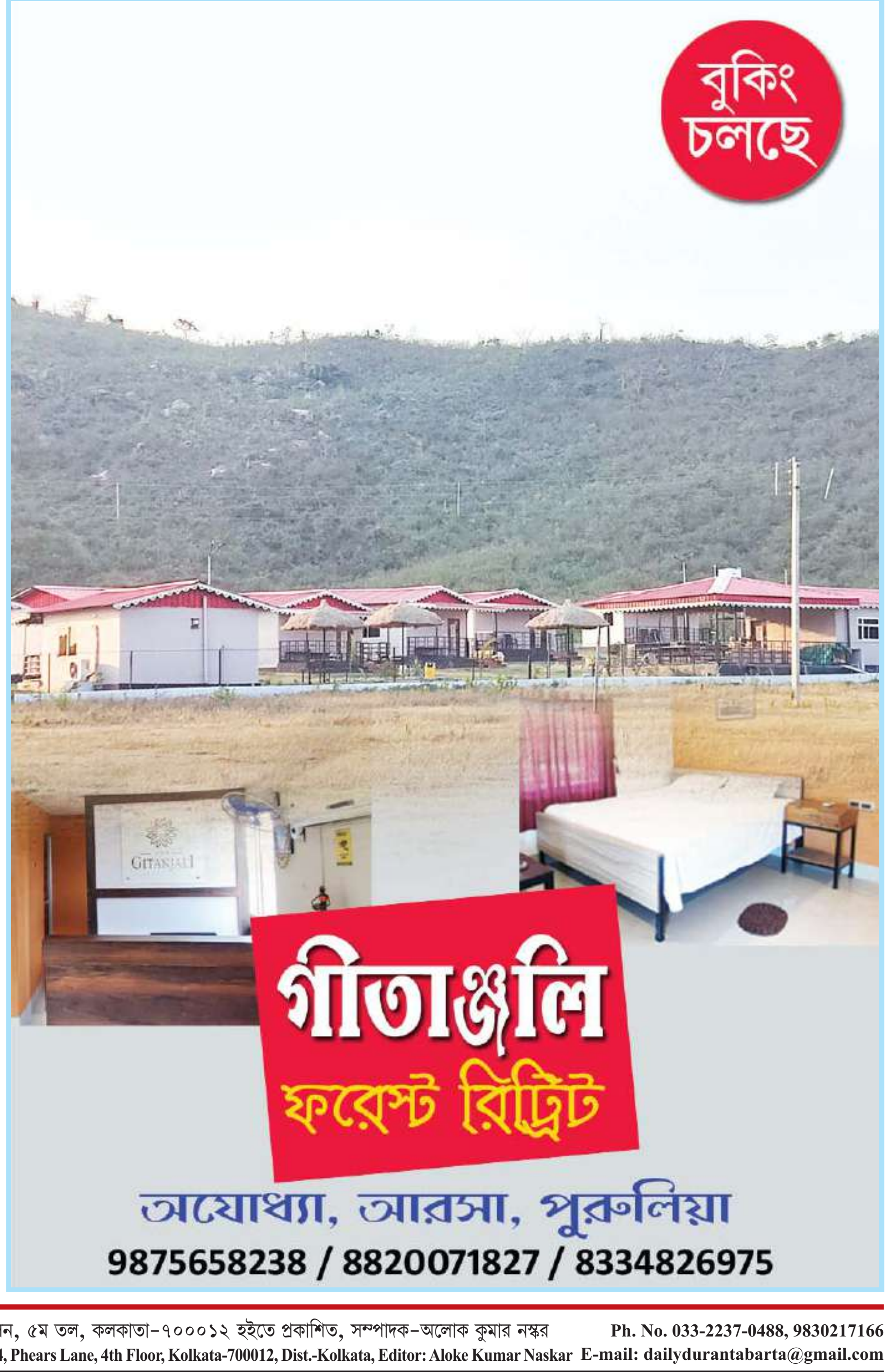

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক ও মুদ্রক অলোক কুমার নস্কর কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
Printed & Published by Aloke Kumar Naskar on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar E-mail: dailydurantabarta@gmail.com